দ্বিতীয় সংস্করণ

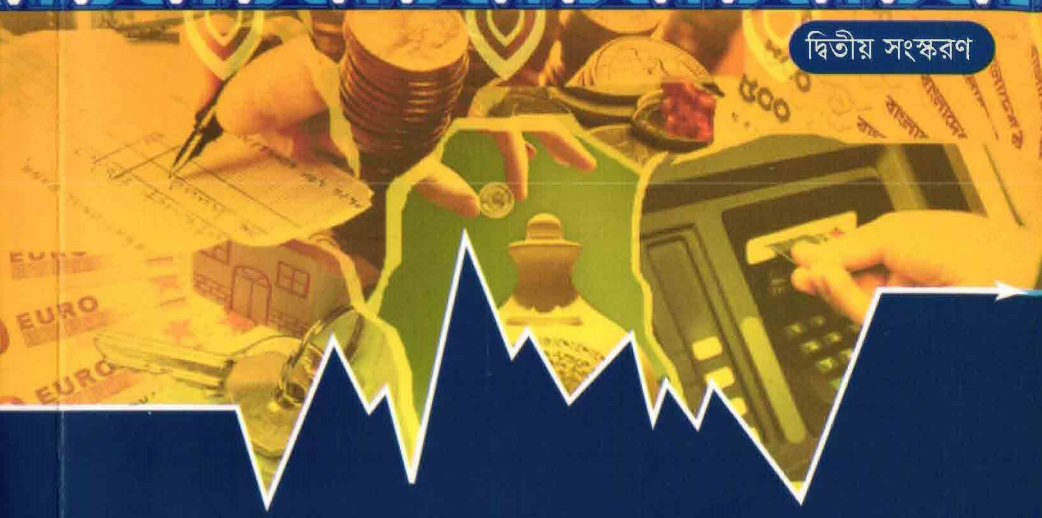

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা

প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা

প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.bjilibrary.com

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা

লেখক : প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ISBN : 978-984-8471-07-4

প্রথম প্রকাশ : ২০১৪

দ্বিতীয় সংস্করণ

মে : ২০১৭

বৈশাখ : ১৪২৪

শাবান : ১৪৩৮

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র US $ 10

Islami Bank Babostah (Islami Banking System) written by Prof. Dr. Mahfuzur Rahman. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka-1230. Phone: 02-58954256, 02-58957509. E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website: *www.iiitbd.org.*

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক ব্যস্থার এমন এক পদ্ধতি- যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না। বরং এর কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়।

সম্ভাব্যতা যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার নানা অধ্যায় পেরিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ইতোমধ্যে প্রায়োগিক সফলতা অর্জন করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্তর্নিহিত প্রাণ শক্তি ও নৈতিক মানের গভীরতা এ ব্যবস্থাকে আগামী বিশ্বের মূল ধারার নিরাপদ আর্থিক মডেল হিসেবে তুলে ধরবে- এ আশাবাদ ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশেও মাত্র তিন দশকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত প্রসার ঘটেছে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার অবদান নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নতুন নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও পদ্ধতিগত উন্নয়নে সব ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র ইতোমধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাপক জনসমর্থন পেলেও এর শরিয়াহ প্রতিপালন নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয় রয়ে গেছে এখনো। এর অন্যতম কারণ ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বেশ কিছু সহায়ক গ্রন্থ বাজারে থাকলেও সরাসরি শরিয়াহতের মূল উৎস থেকে নেয়া দলিলসমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নেই বললেই চলে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান লিখিত *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা* গ্রন্থটি সেই অভাব পূরণ করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। যারা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে আগ্রহী, যারা ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা করেন এবং এমনকি যারা এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করছেন- সকলের নিকট এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটির সব কপি বহু আগেই শেষ। ব্যাপক বাজার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কিছুটা দেরিতে করে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণে গ্রন্থটির প্রুফ দেখার মতো কষ্টসাধ্য কাজটি করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি প্রফেসর ড. রহমান হাবিব। আমরা সেজন্য তার নিকট কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এম আব্দুল আজিজ
নির্বাহী পরিচালক, বিআইআইটি

www.bjilibrary.com

সূচি

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক কী ও কেন? ৫

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় ৫

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ৬

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ৮

ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ১০

ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের পার্থক্য ১৭

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ২০

শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ড ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকসমূহের তহবিলের উৎস ২৩

ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডারদের যোগান দেওয়া মূলধন ২৩

'আল ওয়াদিয়া' চলতি হিসাব নম্বরে জমাকৃত অর্থ ২৫

মুদারাবা হিসাব নম্বরে জমাকৃত অর্থ ৩৫

ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় মুদারাবা ৩৫

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর মুদারাবা হিসাবসমূহ ৩৬

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক এর মুদারাবা হিসাবসমূহ ৩৭

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি. এর মুদারাবা হিসাবসমূহ ৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতি ৩৯

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ৩৯

প্রথম অনুচ্ছেদ: মুশারাকা ৪০

মুশারাকা পরিচিতি ৪০

মুশারাকার দর্শন ৪১

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত মুশারাকা ৪৩

মুশারাকার বৈধতা ৪৪

www.bjilibrary.com

মুশারাকার প্রকার ৪৯
শিরকাতুর আম্‌লাক বা মালিকানায় অংশীদারিত ৪৯
শিরকাতুল উকুদ ৫১
শিরকাতুল মুফাওয়াদা (সমঅংশীদারিত্ব) ৫১
শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারিত্ব) ৫৪
শিরকাতুস্ সানায়ে (পেশাভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ৫৫
শিরকাতুল ওয়াজুহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ৫৬
মুশারাকা প্রসঙ্গে আবু তৈয়ব মুহাম্মদ সিদ্দিক খানের অভিমত ৫৬
মুশারকা বিনিয়োগের প্রস্তাবনা ৫৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মুদারাবা ৬০
মুদারাবা পরিচিতি ৬১
মুদারাবার প্রকার ৬৩
মুদারাবা চুক্তির বৈধতা ৬৪
বর্তমান যুগে মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়েগের সমস্যা ৭০
মুদারাবা বিনিয়োগের প্রস্তাবনা ৭২
তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে বেচা-কেনা ৭৩
বাই মুযাজ্জাল বৈধতার দলিল ৭৩
বাই মুয়াজ্জালের পদ্ধতিসমূহ ৮০
বন্ধকবিহীন বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন ৮১
বন্ধক রেখে বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন ৮৩
বাই মুয়াজ্জালে বা বাকিতে বায়না রেখে পণ্য বিপণন ৮৩
বাইয়ে মুয়াজ্জালে পণ্যের দাম বাজারদরের চেয়ে বেশি ধার্যকরণ ৮৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ বাই তাক্‌সিত বা কিস্তিতে পণ্য বিপণন ৯৪
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় 'বাই তাকসিত' বা কিস্তিতে বেচা-কেনা ৯৮
পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ বাই মুরাবাহা ৯৯
বাই মুরাবাহা বৈধতার প্রমাণ ১০০
বাই মুরাবাহার প্রকার ১০৪
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি ১০৪
বাই মুরাবাহায় পণ্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি নির্ধারণ ১০৬
এক বাণিজ্য চুক্তিতে একাধিক বাণিজ্য চুক্তির সমন্বয় ১০৬

www.bjilibrary.com

ব্যাংকের মালিকানায় নেই এমন পণ্য বিক্রয় করা প্রসঙ্গে ১১২
ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াদা পালনের হুকুম ১১৬
মুরাবাহা চুক্তি বাস্তবায়নের সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ ১২০
উপসংহার ১২৪
আমদানির ক্ষেত্রে মুরাবাহা চুক্তির বাস্তবায়ন ১২৪
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ বাই সালাম বা অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিপণন ১২৫
বাই সালাম চুক্তি করার সময় লক্ষ্যণীয় বিষয় ১২৮
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বাই সালাম চুক্তির বাস্তবায়ন ১২৯
আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাই সালাম-এর বাস্তবায়ন ১২৯
সপ্তম অনুচ্ছেদঃ বাই ইস্তিস্না' বা পণ্য তৈরির অর্ডার গ্রহণ করে পণ্য বিপণন ১৩১
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসতিসনা চুক্তির বাস্তবায়ন ১৩৭
অষ্টম অনুচ্ছেদঃ ইজারা বা লিজিং ১৩৯
বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত ইজারা চুক্তি ১৪৬
উপর্যুক্ত ইজারা চুক্তিগুলো প্রসঙ্গে আধুনিক ফকিহদের অভিমত ১৪৯
হাইয়্যাতু কিবারিল উলামা পরিষদের সিদ্ধান্ত ১৫০
ওআইসি'র আন্তর্জাতিক ফিকাহ একাডেমির সিদ্ধান্ত ১৫৪
আল ইজারা আলমুনতাহিয়্যা বিত্তামলিক ১৫৭
ইজারা বন্ড ১৬০
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত ইজারা চুক্তির সংজ্ঞা ১৬১
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত ইজারা চুক্তির প্রকার ১৬২
ভাড়ায় বিক্রয় ১৬২
ভাড়ায় বিক্রয় ও মুশারাকা পদ্ধতির সংমিশ্রণ ১৬৭
'আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা' প্রসঙ্গে ওআইসি'র ফিকাহ একাডেমি'র সিদ্ধান্ত ১৭০
ইসলামের দৃষ্টিতে হিবা করা ১৭৪

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের অন্য কতিপয় খাত ১৭৭
প্রথম অনুচ্ছেদঃ বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা ১৭৮
একেই দেশের মুদ্রার বিনিময় অন্য মুদ্রার সাথে ১৭৮

www.bjilibrary.com

দেশি মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ১৮১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ঋণপত্র বা (এলসি) খোলা ১৮৮
ব্যাংক গ্যারান্টি প্রসঙ্গে ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলীর অভিমত ১৮৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ মুদ্রাবাজার দলিল ১৯১
চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ মার্চেন্ট ব্যাংকিং ১৯৩
শেয়ার বাজারে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ ও সন্দেহ নিরসন ১৯৯
ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের বেচা-কেনা প্রসঙ্গে সন্দেহ নিরসন ২০২
পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ এটিএম (ATM) কার্ড ডেবিট কার্ড ইস্যু করা ২০৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ লকার ভাড়া ২০৪
সপ্তম অনুচ্ছেদঃ টিটি ডিডি এমটি ইত্যাদির মাধ্যমে রেমিটেন্স কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ২০৫
অষ্টম অনুচ্ছেদঃ পে অর্ডার ও ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান ২০৭
পে অর্ডার ২০৭
ব্যাংক গ্যারান্টি ২০৮
নবম অনুচ্ছেদঃ বিল বাট্টাকরণ ২১১
দশম অনুচ্ছেদঃ কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ ২১৩
একাদশ অনুচ্ছেদঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়ের পরিবর্তে মুদারাবা বন্ড ক্রয়বিক্রয় ২১৩
দ্বাদশ অনুচ্ছেদঃ গ্রাহকের পক্ষে তার পাওনাদার কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান ২১৪
ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদঃ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমনঃ বিদ্যুৎ টেলিফোন ওয়াসা ইত্যাদির পাওনা আদায় ২১৪
চতুর্দশ অনুচ্ছেদঃ এসএলআর (SLR) এবং সিআরআর (CRR) সংরক্ষণ ২১৬
উপসংহার ২১৭
তথ্যসূত্র ২১৯

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতির জোর-জুলুম আর শোষণ বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকেই সোভিয়েত ইউনিয়নসহ প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের আরো কতিপয় রাষ্ট্রে শোষিত বঞ্চিত মজলুম মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির বার্তা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অতি অল্প দিনেই এই শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়। বঞ্চিত মানুষগুলোকে বঞ্চনার হাত থেকে সমাজতন্ত্র মুক্তি দিতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এই মানুষগুলোকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে একটি রুটির জন্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে শ্রমিক শ্রেণি ও বঞ্চিত মানুষগুলোকে আরো বেশি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে।

এমতাবস্থায় পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে মানব জাতির মুক্তির পথ দেখাতে পারত ইসলামী অর্থনীতি। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় মুসলিম বিশ্বসহ সারা বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে বহু আগে থেকে যে গবেষণা হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। ফলে আবারও সারা বিশ্বের মানুষ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতায় পুঁজিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অবশ্য সুখের বিষয় হলো বিগত শতাব্দীর মধ্য ভাগ হতে মুসলিম বিশ্বের কিছু দেশসহ সারা বিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। আমরা তারই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীর মুসলিম মনীষীদের এক অসাধারণ আবিষ্কার। এ আবিষ্কার পাশ্চাত্য জগতকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিশেষত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সরব অগ্রযাত্রার মধ্যে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের অনেকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির পতন দেখতে পাচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত তারা আরো দেখছে যে, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস যৌক্তিক, তার বিধি-বিধানসমূহ মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল এবং তার যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে তা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের হাতে বণ্টিত হয়ে যায়। একারণেই পাশ্চাত্যেই সবচেয়ে বেশি মানুষ প্রতিদিন ও প্রতিনিয়ত ইসলামের দিকে ঝুঁকছে। তারা বঞ্চিত মানুষের মুক্তির আলো ইসলামী অর্থনীতিতেই দেখতে পাচ্ছে। আর একারণেই পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদরা এখন মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ঠেকাবার কথা বলে আসলে ইসলাম ঠেকাবার জন্য মাঠে নেমেছে। তাদের সমস্ত প্রচার যন্ত্র ও মিডিয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। কোথাও আবার সন্ত্রাসবাদ ঠেকাবার কথা বলে দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে। এত কিছুর পরও তারা পারছে না ইসলাম ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা রোধ করতে।

www.bjilibrary.com

সারা বিশ্বে এখন ইসলামী অর্থনীতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে গবেষণা শুরু হলেও এদেশে যাদের ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করার কথা ছিল সে আলেম সমাজের মধ্য হতে মাত্র দু'য়েকজনকে এ বিষয়ে গবেষণা করতে দেখা যাচ্ছে। আর যারা এ বিষয়ে বেশ লেখালেখি বা গবেষণা করছেন তারা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে ইসলাম ও ইসলামী অর্থনীতির মূল আরবি উৎসের গভীরে প্রবেশ করতে পারছে না। তাঁরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিতে পারছে না কুরআন, হাদিস ও ইসলামী ফিকাহর মৌলিক গ্রন্থগুলো থেকে। উসুলে ফিকাহ ও উসুলে হাদিস ইত্যাদিতে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকার কারণে তারা উদ্ভাবন করতে পারছে না ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার নতুন নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতি। না পারার প্রমাণ তাদের লেখনিতেই সুস্পষ্ট। আর জ্ঞানী-গুণী আলেম সমাজের ইসলাম ও ইসলামী অর্থনীতির মূল আরবি উৎসগুলোতে প্রবেশ করার ক্ষমতা থাকলেও আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের লেখাপড়া না থাকার কারণে তারাও তেমন কোনো অবদান রাখতে পারছে না।

আর আমি অধম এ দেশের কওমি মাদ্রাসায় দাওরা হাদিস শেষ করে এক বছর 'তাখাস্সুস ফিল-ফিক্হিল ইসলামী' তথা ফিকাহ ও ইফতা বিভাগে লেখাপড়া করার সুযোগ পাই। অতঃপর মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া কলেজে তুলনামূলক ফিকাহশাস্ত্র পাঠের সুযোগ পেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে অধ্যয়ন এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করার কারণে, বলতে গেলে ফিকহ্ শাস্ত্র পাঠের তেমন সুযোগই আমার হয় নি। অবশ্য বিগত কয়েক বছর থেকে স্যোসাল ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে মাঝে মধ্যে ভাবতে হয় আমাকে। বলতে দ্বিধা নেই যে, শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য হিসেবে যে ভূমিকা রাখার কথা তা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ এ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা ও লেখা-পড়ার অভাব। তাই এ অজ্ঞতা দূর করতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। জানি না, আমি এতে কতটুকু সফল হয়েছি। আমার সফলতা ও ব্যর্থতা বিচারের ভার পাঠক সমাজের উপর।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের, এমন কী অনেক আলেমের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় শুনতে হয় তাদের মুখ থেকেও অনেক সময় নেতিবাচক কথা। এমন কথাও শোনা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক আসলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইসলামের নামে সুদ খায় এবং জনগণকে সুদ খাওয়ায়। আশা করি এ গ্রন্থ এ ধরনের মানুষের নেতিবাচক ধারণার অবসান ঘটাবে। তাদের জানাবে যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম আসলেই সুদী ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী ব্যাংকগুলোর তহবিল সংগ্রহ, বিনিয়োগ ব্যবস্থা, কর্মপন্থা, প্রায় সবই সুদী ব্যাংক

www.bjilibrary.com

থেকে ভিন্ন। প্রায় সব কিছুই ইসলামী শরিয়াহর কোনো না কোনো বিধানের অধীন এবং শরিয়াহ সম্মতভাবে পরিচালিত হয়।

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে *ইসলামী ব্যাংকিং* বিষয়ক কোর্স পড়ে এ গ্রন্থ তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করবে। কারণ এ গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যক্রমকে দালিলিক করা হয়েছে। তারা দেখতে পাবে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী শরিয়াহর কোন বিধানের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের কোন কার্যক্রমটি হয়ে থাকে। যারা ইসলামী ব্যাংক সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, যারা ইসলামী ব্যাংকসমূহের লেনদেন ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চায় তা কুরআন ও হাদিস সম্মত কি না; এ পুস্তক অবশ্যই তাদেরও সহযোগিতা করবে। আর যারা ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা করে, ব্যাংকে চাকুরি করে, বা যেকোনোভাবে ব্যাংকের সাথে জড়িত তারাও কিছু কিছু ব্যাপারে এ বই থেকে উপকৃত হতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এখানে এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের কোনো কোনো শাখার সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ অফিসার এবং শাখা ম্যানেজার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কিংবা অলসতা বা অবহেলায় অনেক সময় শরিয়াহর বিধান লঙ্ঘন করে সুদী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। ব্যাংকের মুরাকিবদের বার্ষিক তদন্ত ও পর্যালোচনায় এরূপ সুদী লেনদেনগুলো ধরা পড়ে, আর ধরা পড়লেই তারা তা চিহ্নিত করে শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ডের সামনে পেশ করে। তখন শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ডের পরামর্শক্রমে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এসব লেনদেন থেকে আয়কৃত অর্থ মূল মুনাফায় শামিল না করে তা সুদী অর্থ বা সন্দেহজনক অর্থ (Doubtful Income) হিসেবে ব্যাংক ফাউন্ডেশনে দিয়ে দেয়। তা অর্জিত লভ্যাংশ হিসেবে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন করে না। আর ব্যাংক ফাউন্ডেশন তা ইসলামী শরিয়াহর বিধান মতে জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করে। কারণ মহানবি সা. আবু বকর রা.-কে তাঁর কাছে একবার কিছু হারাম অর্থ এসে গেলে তা ছাদকাহ করে দেওয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন। আর এসব কারণেই প্রয়োজন ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিচালনা করার জন্য খোদাভীতি সম্পন্ন মুত্তাকী মুমিনদের, পরকালে এসব ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন কাজ কারবার ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যেমন দায়-দায়িত্ব আছে; তেমনি ইসলামিকরণের দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের গ্রাহকদের উপরও বর্তায়। কারণ সুদী লেনদেন করা ইসলামী ব্যাংকের জন্য যেমন হারাম, তেমনি তা গ্রাহকদের জন্যও হারাম। কেননা রসুল সা. 'সুদখোর, সুদদাতা, সুদী কারবারের দুই সাক্ষী, সুদী কারবারের লেখক, সকলকেই লা'নত করেছেন'। তিনি আরো বলেছেন, তারা

www.bjilibrary.com

সকলেই সমান অপরাধী'[১]। কাজেই ইসলামী ব্যাংককে যেমন সুদ থেকে বাঁচতে হবে, তেমনি মুমিন হিসেবে গ্রাহককেও তা থেকে বাঁচতে হবে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক সুদী কারবার করছে বলে গ্রাহকের জন্য সুদী কারবার করা বৈধ হতে পারে না। আর সুদী কারবারের দায় দায়িত্ব কেবল ব্যাংকের উপর ছেড়ে দেওয়াও কোনো মুমিন গ্রাহকের কর্তব্য হতে পারে না। গ্রাহককেও চিন্তা করতে হবে কি ভাবে কি করে লেনদেন ইসলামী শরিয়াহ সম্মত করা যায়। সুদ থেকে বাঁচতে চাইলে গ্রাহককেও ইসলামী বিধান জেনে সে অনুযায়ী লেনদেন করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রায় সবগুলো ইসলামী ব্যাংক শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ড গঠন করেছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যে সব লেনদেনের ব্যাপারে সন্দেহ হয় তারা তা শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ডের সামনে পেশ করে এবং শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ডের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা কামনা করে। অতঃপর তাদের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা মতে কাজ করে। ফলে ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে শরিয়াহ প্রতিপালন সহজতর হয়।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে তথ্য দিয়ে, প্রুফ দেখে, নানানভাবে সহযোগিতা করেছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লি.-এর সিনিয়র অফিসার আমার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মদ হারুনর রশিদ এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক-এর শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য বন্ধুবর মাওলানা মুফতী শামসুদ্দিন জিয়া। আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন এ সহযোগিতার জন্য তাদের-কে উত্তম প্রতিদান দেন।

পাঠক সমাজের প্রতি আমার আবেদন, এই গ্রন্থে তারা কোনো ত্রুটি দেখতে পেলে যেন আমাকে সে ব্যাপারে অবগত করেন। অবশ্যই আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব; ইন্‌শাহআল্লাহ!।

সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা কাছে দোয়া করি তিনি যেন এ গ্রন্থকে আমাদের পরকালের মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। আর যারা এ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকেই যেন আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দেন। আমীন॥

তারিখ: আগষ্ট ২০১৪ প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

---

[১] মুসলিম, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৫০, হা: ২৯৯৫; বায়হাকী, সুনানুস সুগরা, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৬, হা: ১৮৫২; বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৫৪, হা: ২০৫৪; ও মুসনাদে আবু ইয়ালা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৩৩৮, হা: ১৮৪৯।

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক কী ও কেন?

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়

ইসলামী ব্যাংক কী, তা জানতে হলে আগে অবশ্যই ব্যাংকের সংজ্ঞা জানা আবশ্যক। প্রচলিত সুদী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অর্থের ব্যবসা করে। এই প্রতিষ্ঠান জনগণ থেকে সুদে অর্থ সংগ্রহ করে এবং তা তার তত্ত্বাবধানে সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করে। এতদ্ব্যতীত জনগণকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ, আমদানি রপ্তানিসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করে।

কারো মতে, সুদী ব্যাংকের মূল সংজ্ঞা হলো: A bank is a Financial institution Which receives deposit for lending অর্থাৎ ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ঋণ প্রদানের নিমিত্ত জমা গ্রহণ করে।

অন্য ভাষায় ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, A Bank is an Institution for the Custody & Investment of money অর্থাৎ অর্থ গচ্ছিত রাখা এবং তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খাটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বিশেষই হলো ব্যাংক[১]।

মোদ্দা কথা: ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও নিবন্ধিত, যা প্রধানত নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে:

ক. চলতি আমানত গ্রহণ করে এবং চেকের মাধ্যমে তা আমানত গ্রহণকারীকে উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে।

খ. সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত গ্রহণ করে এ আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে।

গ. মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে এবং তার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ প্রদান করে।

ঘ. নোট বাট্টা করে, ঋণ প্রদান করে এবং সরকারি ও অন্যান্য ঋণ পত্রে বিনিয়োগ করে।

---

[১] ড. এ আর খান, উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং (ঢাকা: এম এস পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৯), পৃষ্ঠা- ৭।

www.bjilibrary.com

ঙ. ড্রাফট, চেক, ইত্যাদি ইস্যু করে।

চ. ড্রাফট, চেক, পে অর্ডার ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং তার বিপরীতে নগদ অর্থ প্রদান করে।

ছ. আমানতাকারীর চেক প্রত্যয়ন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুদী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং তার কাজ কারবারের একটি ধারণা অতি সংক্ষেপে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবার আমরা এখানে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করছি।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বে বা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা কালে ইসলামী ব্যাংকের কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সুদ থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর একটি ব্যবস্থা করা। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ একটি জঘণ্য অপরাধ, কুরআনে এ অপরাধে যারা অপরাধী তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে সুদী কারবার ছেড়ে দিতে হবে, ছেড়ে না দিলে পরিণামস্বরূপ জাহান্নামে যেতে হবে। আর মহানবি সা. বলেছেন, রিবা'র তেহাত্তরটি স্তর আছে। তার মধ্যে নিম্নতম স্তরটি হলো, ইসলাম গ্রহণের পর নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার পাপের মতো। আর সুদী কারবারের মাধ্যমে এক দিরহাম অর্জন করা ত্রিশাধিক বার ব্যভিচার করার মতোই[২]।

এসব কারণেই মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে সুদমুক্ত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তারা চাচ্ছিল সুদভিত্তিক অর্থনীতি পরিহার করে সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে। মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের এ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন মিসরের কিছু অভিজ্ঞ আলেম ও ইসলামী স্কলার। তারা ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করেন। অতঃপর মিসরের নাগরিক ড. আহমদ নাজ্জারের নেতৃত্বে এবং তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৩ সালে মিসরের মিতগামর নামক স্থানে প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই ছিল সারাবিশ্বে ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালায়

---

[২] বাইহাকী, শা'বুল ঈমান, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৯৯, হা: ৫৫১৪; কান্‌যুল উম্মাল, হা: ১০১১৪, ইবন আবু শাইবা, আল মুসান্নাফ, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৪১৪, হা: ৫৩৪৪।

www.bjilibrary.com

পরিচালিত সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক। অতঃপর সারা বিশ্বে ইসলাম প্রিয় মানুষ এর পথ ধরে সুদমুক্ত শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। তখন থেকেই ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান এবং ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের নীতিমালা তৈরি ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকার-এ মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের (ওআইসি) সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। সে সংজ্ঞায় বলা হয়:

> 'Islamic bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic shariah and to the banning of receipt and payment of interest on any of its operation.'
>
> অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মৌলিক বিধান, নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতিতে ইসলামী শরিয়াহ অনুসরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকবে এবং যার যাবতীয় কাজ ও লেনদেন সুদ মুক্ত হবে[৩]।

অতঃপর মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে, 'মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩' এ ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়:

> 'Islamic bank is a company which carries on Islamic banking business... Islamic Banking business means banking business whose aims and operation do not involve any element which is not approved by the religion Islam'.
>
> অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত। ...ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য কার্যক্রমের কোথাও এমন কোনো উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করে না[৪]।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণিত Guidelines for islamic Banking, November-২০০৯-এ, ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

---

[৩] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা- ৮১।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১।

www.bjilibrary.com

'Islamic bank' means such a banking company or an Islamic bank branch (es) of a banking company licensed by Bangladesh Bank, which follows the Islamic Shariah in all its principles and modes of operations and avoids receiving and paying of interest at all levels.

অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক বলতে বুঝানো হয় একটি ব্যাংকিং কোম্পানিকে বা একটি ইসলামী ব্যাংকের শাখাকে যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আনুমোদন প্রাপ্ত এবং যা এর সকল কার্যক্রম এবং উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে এবং এর লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালা অনুসরণ করে এবং সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে সুদের লেনদেন পরিহার করে[৫]।

মোট কথা ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার সকল কার্যক্রমে ইসলামী শরিয়াহর বিধি-বিধান পরিপালিত হয়, যার কার্যক্রমে কোনো ধরনের সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে না। যা জনগণের কাছ থেকে ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন বিধান ও নিয়মানুসারে অর্থ সংগ্রহ করে এবং শরিয়াহ অনুমোদিত পন্থায় সে অর্থ বিনিয়োগ করে। অতঃপর বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভ পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে শরিয়াহসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাংকের উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডার ও গ্রাহকদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়। এ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমদানি রপ্তানি, ব্যাংক ড্রাফট, টি টি, ডি ডি, এম টি ইত্যাদি ইস্যু করে মানুষকে নানাভাবে আর্থিক ও ব্যাংকিং সেবা দানের মাধ্যমেও অর্থ উপার্জন করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

ইসলাম মানব জাতিকে শোষণমুক্ত একটি সমাজব্যবস্থা উপহার দিতে চায়। যেখানে সম্পদের সুষম বণ্টন হবে, ধন সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত হবে না। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে। ইসলাম যে ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়; ইসলামের নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সে ধরনের ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার তাকীদ থেকে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ইসলামী অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা সুদের

[৫] Guidelines for Islamic Banking, November 2009.

www.bjilibrary.com

ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার কারণে তা পুঁজিপতি শোষক শ্রেণির শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তা সমাজে অর্থ সম্পদের সুসম বণ্টনের পরিবর্তে ধনিক ও পুঁজিপতি শ্রেণির ধন সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জিভূত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক আর সুদী ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিপরীত মুখী। এখানে তার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করা হলো:

ক. ইসলামী ব্যাংক চায় সম্পদের সুবিচার ও ন্যায়পূর্ণ সুষম বন্টন করতে। আর প্রচলিত ব্যাংক চায় পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণির সম্পদ আরো বৃদ্ধি করতে।

খ. সুদী ব্যাংকের উদ্দেশ্য সুদী কারবার করা, যা সকল বৈসম্য বঞ্চনার মূল হাতিয়ার। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা বণিজ্যের প্রসার ঘটানো, কর্ম সৃজন করা ও বেকারত্ব দূর করা।

গ. ইসলামী ব্যাংক চায় ইসলামের যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে। যার মূল দর্শন হলো সমাজের ধনী শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশ সরকারিভাবে আদায় করে তা দরিদ্র ও গরিব মানুষের মধ্যে বন্টন করতে। আর সুদী ব্যাংকের লক্ষ্য হলো সুদী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যার মূল কথা হলো, দরিদ্র অসহায় মানুষকে সুদে ঋণ দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে ধনী পুঁজিপতিদের ধন সম্পদের পাহাড় গড়া।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর Memorandum and Articles of Association এবং ২০০৬ এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

- সকল আর্থিক লেনদেনে সম্পূর্ণভাবে সুদ বর্জন করা।
- অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রসমূহে ইসলাম নির্দেশিত বিধান অনুকরণ করা।
- ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালা অনুকরণ করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা।
- আন্তরিকতার সাথে উন্নতমানের গ্রাহক সেবা প্রদান করা।
- কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করা।
- সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতি ও পদ্ধতির অনুকরণ করা।

www.bjilibrary.com

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
- স্বল্প আয়ের লোকদের সংগঠিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে চেষ্টা করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন, অসুস্থ, পীড়িতদের সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন প্রকারের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।
- বেকারত্ব দূরীকরণের চেষ্টা করা।
- টাকার কারবার নয়, টাকা দিয়ে পণ্যের ব্যবসা করা।
- সঞ্চয় ও বিনিয়োগে গণমুখী নীতি প্রবর্তন করা।
- ইসলামী পদ্ধতিতে কল্যাণমুখী খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।
- বিনিয়োগ গণমুখী করা।
- দারিদ্র্য বিমোচন তথা গরিব, অসহায়, বেকার ও স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
- সমাজের অসহায় ও দরিদ্র লোকদের প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করা।
- ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা।
- শ্রমের মর্যাদা, অধিকার ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- মুসলিম বিশ্বকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে অবদান রাখা।
- ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম অর্থ সম্পদ অলসভাবে জমিয়ে রাখা পছন্দ করে না। বরং ইসলাম অর্থ সম্পদকে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থের উৎপাদনশীল ব্যবহারের প্রতি জোরালো তাগিদ দেয়। ইসলাম যে সব সম্পদ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ যোগ্য বা প্রবৃদ্ধির যোগ্য সে সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেছে, চাই সে সম্পদ কোনো কারবারে বিনিয়োগ করা হোক বা অকেজো ফেলে রাখা হোক তা থেকে

www.bjilibrary.com

যাকাত দিতে হবে। যাকাতের সৌন্দর্য এতে যে, যাকাত পুঁজিকে অলসভাবে বেকার ফেলে রাখার সুযোগ দেয় না। যাকাত পুঁজিপতিদেরকে বাধ্য করে যেন তারা তাদের পুঁজিকে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ না রেখে উৎপাদনশীল কারবারে বিনিয়োগ করে। যাতে সাধারণ লোকদের রোজগারের পথ খোলাসা হয়, আর তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং জীবন মানের উন্নতি সাধিত হয়।

মহানবি সা. এতিমের অভিবাবকদেরকে এতিমদের সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে ফেলে না রাখার আদেশ দিয়েছেন। যাতে তা ধীরে ধীরে খরচ হতে হতে এক পর্যায়ে নিঃশেষ হয়ে না যায়। এ প্রসঙ্গে মহানবি সা. বলেন,

أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَة

> সাবধান! তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন কোনো এতিমের অভিভাবক হবে যার ধন সম্পদ আছে, সে যেন ঐ সম্পদকে ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটায়। এমনভাবে যেন, ফেলে না রাখে যে, যাকাতই ওই সম্পদকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে ফেলে[৬]।

কাজেই এতিমের অভিবাবকদেরকে তাদের অধীনস্ত এতিমের সম্পদ অবশ্যই উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না করলে এতিমের সম্পদ একদিন ধীরে ধীরে যাকাত দিতে দিতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে অভিভাবকগণ আমানত যথাযথ সংরক্ষণ না করার জন্য গুনাহগার হবেন।

যেখানে এতিমের সম্পদ দ্বারা কারবার করতে গেলে আত্মসাৎ হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটাবার জন্য এ আদেশ দেয়া হয়েছে; সেখানে কেউ নিজের সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যে না খাটিয়ে এমনি এমনি ফেলে রাখবে আর ইসলাম তার অনুমতি দিবে এমনটি হতে পারে না। এ কারণেই সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যে না খাটিয়ে তার প্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা না করে তা সঞ্চয় করে রাখা প্রসঙ্গে এক হাদিসের প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে, وَالْكَنْزُ كَنْزٌ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা মানে জাহান্নামের অংশ সঞ্চয় করে রাখা[৭]।

---

[৬] তিরমিযি, হা: ৫৮০, তিনি হাদিসটি আমর ইবন শোয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসির উদ্দিন আলবানী হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

[৭] আবুশ শায়খ, আম্‌ছালুল হাদিস (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৯৩; আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন জাফর ইবন হাইয়্যান, আল আমছাল ফিল হাদিস, পৃষ্ঠা- ২৯৫।

www.bjilibrary.com

কাজেই সম্পদকে অনুৎপাদনশীল খাতে ফেলে রাখা মুসলমানের কাছে ইসলাম কখনও কামনা করে না। ইসলাম চায় মুসলমান তার সম্পদ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে, নিজে লাভবান হোক অন্যকে লাভবান করুক। তবে সকলের পক্ষে অর্থ সম্পদ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা, কর্ম সৃজন প্রকল্পে লগ্নি করা, সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই প্রয়োজন এমন সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যারা অলস অর্থ সংগ্রহ করে কর্ম সৃজন প্রকল্পে ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। আর এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো ব্যাংক। ব্যাংকই পারে হাজারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থ সংগ্রহ করে বিরাট আকারের পুঁজিতে পরিণত করে তাকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে। কর্ম সৃজনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে।

তদুপরি আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যথা: ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, আমদানি রপ্তানি করা, বৈদেশিক মুদ্রার আদান প্রদান করা, বর্তমান যুগে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছাড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিশেষত আমদানি রপ্তানিসহ বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য আজকাল ব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়া ভাবাই যায় না। বর্তমানে চাকুরি, লেখাপড়া, ভ্রমণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এসব যাতায়াতে প্রয়োজন অর্থের। আর অর্থ ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া এক দেশ হতে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা পুরোটাই প্রায় সুদী কারবারে নিমজ্জিত। এসব ব্যাংকের সাথে লেনদেন করলেই কোনো না কোনোভাবে সুদী কারবারে জড়িয়ে পড়তে হয়। কারণ সুদ খাওয়া যেমন অপরাধ; তেমনি সুদ দেওয়া, সুদী কারবারের সাক্ষী হওয়া, তার লেখক হওয়া, সুদী কারবারের যেকোনোভাবে সহযোগী হওয়াও সমান অপরাধ। আগেই বলা হয়েছে সুদ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি জঘণ্য অপরাধ। যারা সুদী লেনদেন করে, সুদী লেনদেন পরিহার করে না তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ওহে, যারা ইমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদবাবদ যা পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখো[৮]।

---

[৮] সুরা বাকারা, ২: ১৭৫-১৭৬।

www.bjilibrary.com

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে মুমিনদেরকে পূর্ব থেকে করে আসা সুদী লেনদেন পরিহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, তোমরা মুমিন হলে অবশ্যই তা ছেড়ে দিবে, এটাই ঈমানের দাবি। অতঃপর সুদী কারবার পরিহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সুদ প্রসঙ্গে মহানবি সা.-এরও অনেক বক্তব্য রয়েছে। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে তাঁর কিছু বক্তব্য পেশ করছি।

ক. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنْ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

রাসুল সা. সুদখোর, সুদদাতা, সুদী কারবারের দুই সাক্ষী, সুদী কারবারের লেখক, সকলকেই লা'নত করেছেন। তিনি (মহানবি সা.) আরো বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী[৯]।

খ. অপর এক হাদিসে রাসুল সা. বলেছেন,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

যখন কোনো জনপদে সুদী কারবার ও জেনা (ব্যভিচার) ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আজাবের জন্য উপযোগী করে নেয়[১০]।

গ. আব্দুল্লাহ ইবন সালাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَوْباً، أَصْغَرُهَا حَوْباً كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِيْ الإِسْلاَمِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا أَشَدُّ مِنْ بِضْعٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً

---

[৯] মুসলিম, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৫০, হা: ২৯৯৫; বাযহাকী, সুনানুল কুবরা, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৭৫, হা: ১০৭৭৪।

[১০] হাকেম, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৪৩, হা: ২২৬১; তিনি বলেন এটা একটি সহিহ হাদিস, তবে বুখারি মুসলিম এটা সংকলন করেননি। আল্লামা যাহাবীও হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। আবু ইয়ালাও অনুরূপ হাদিস সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

রিবা'র তেহাত্তর টি স্তর আছে। তার মধ্যে নিম্নতম স্তরটির পাপ হলো, ইসলাম গ্রহণের পর নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার পাপের মতো। আর সুদী কারবারের মাধ্যমে এক দিরহাম অর্জন করা ত্রিশাধিক বার ব্যভিচার করার মতোই[১১]।

ঘ. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا ، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

রাসুল সা. বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন সুদ খাবে না এমন কেউ থাকবে না। যে তা খাবে না অবশ্যই তার কাছে সুদের ধুলা-বালি পৌছাবে[১২]।

ঙ. ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসুল সা. বলেছেন,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

যে ব্যক্তি বেশি পরিমাণে সুদ খায়, অবশ্যই তার শেষ পরিণাম হয় সম্পদ স্বল্পতা[১৩]।

চ. ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন,

إِنَّ الرِّبَا نَيِّفٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَهْوَنُهُنَّ بَابًا مِنَ الرِّبَا مِثْلُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ ، وَدِرْهَمُ الرِّبَا وَأَخْبَثُ الرِّبَا انْتِهَاكُ عِرْضِ الْمُسْلِمِ وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ

---

[১১] বাইহাকী, শা'বুল ইমান, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৯৯ হা: ৫৫১৪; কান্যুল উম্মাল, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৯৩, হা: ১০১১৪; ইবন আবু শায়বা, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৩১৪, হা: ১৫৩৪৪।

[১২] বাগাবী, শারহুস্ সুন্নাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৪৭৪; এত্হাফুল জামাআহ (২/১২৯) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ হাদিসটি আহমদ আবু দাইদ নাসায়ী ইবন মাজাহ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাসান আবু হুরাইরা থেকে শুনেছেন, তা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে হাদিসটি সহিহ। যাহাবী বলেন আবু হুরাইরা থেকে হাসানের শোনার ব্যাপারটি প্রমাণিত, কাজেই হাদিস সহিহ।

[১৩] ইবন মাজাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৮২, হা: ২২৭৯; নাসির উদ্দিন আলবানী বলেন হাদিসটি সহিহ।

www.bjilibrary.com

সুদের সত্তরটির অধিক স্তর রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নতম স্তরটির পাপ হলো, সেই লোকের পাপের মতো যে ইসলামে তার মায়ের সাথে জেনা করে। সুদের বিনিময়ে অর্জিত দিরহাম এবং নিকৃষ্টতম সুদ হল, মুসলমানের ইজ্জত হরন করা এবং তার মর্যাদা হানি করা[১৪]।

ছ. হারেছ ইবন নোমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আনাছ ইবন মালেককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি,

المقيم على الربا كعابد وثن والمقيم على الخمر كعابد وثن

যে ব্যক্তি রিবার কারবারে লিপ্ত থাকে সে যেন মূর্তিপূজা করে। আর যে মদ্য পানে লিপ্ত থাকে সেও যেন মূর্তি পূজা করে[১৫]।

জ. ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রসুল সা. বলেন,

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا ، وَالزِّنَا ، وَالْخَمْرُ .

কিয়ামতের পূর্বে সুদ, যেনা ও মদের (প্রচলন) বেড়ে যাবে[১৬]।

ঝ. আমর ইবন আছ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি,

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرِّبَا ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا ، إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ

যখন কোনো জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন ঘটে তখন তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়, আর যখন কোনো জাতির মধ্যে ঘুষের প্রচলন ঘটে তখন তারা ভয়-ভীতিতে পতিত হয়[১৭]।

---

[১৪] বাইহাকী, শা'বুল ঈমান, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৯৯, হা: ৬৭১৫; নাসের উদ্দিন আল্বানী বলেন, হাদিসটি দুর্বল (দ্বায়ীফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২৮৮)।

[১৫] তাবারানী, মু'জামূল আওসাত, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ১০৭, হা: ৪৮১০; মাওসূয়াতু তাখ্রীজ, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৪৭০৪, হা: ১৮১২৫৪।

[১৬] তাবারানী, মু'জামূল আওসাত, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩৪৯; হা: ৭৬৯৫; নাসের উদ্দিন আল বাণী বলেন, হাদিসটি সহিহ (দ্বায়ীফ আত্ তারগীবওয়াত্ তারহীব, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১৭৯, হা: ১৮৬১)।

www.bjilibrary.com

মহানবি সা.-এর এসব বক্তব্য প্রমাণ করে যে, সুদী কারবার ইসলামের দৃষ্টিতে এক জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের দরুণ পার্থিব জগতে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। মানব জীবনে নেমে আসে নানা অশান্তি ও দুর্ভোগ। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবি সা.-এর হাদিসে আরো অনেক অপরাধের কথা আলোচনা করা হলেও সে সব অপরাধের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। একমাত্র সুদের বিরুদ্ধেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই সুদের ভয়াবহতা কত বেশি তা সহজেই অনুমেয়।

সুদ খাওয়া ও সুদ দেওয়ার জন্য পার্থিব জগতে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচারের মতো কোনো রকমের শাস্তির ব্যবস্থা ইসলাম না করলেও, পরকালে সুদ খোরদের ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে মহানবি সা. আমাদের জানিয়েছেন। মহানবি সা. নিজে মে'রাজের রাতে সুদখোরদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিতে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন,

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا

> মে'রাজের রাতে আমাকে এমন এক দল মানুষের কাছে নিয়ে আসা হলো যাদের পেট এক একটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো পেটের বাহির হতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর সম্প্রদায়[১৮]।

অতএব সুদের এ ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সুদী কারবার থেকে বিরত থাকা মুমিনদের ইমানী কর্তব্য এবং ফরজ। অন্যথায় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনতে হবে। এই ফরজ কাজটি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী

---

[১৭] আহমদ, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ২০৫; হা: ১৭৮৫৬; শোয়াইব অরনূত ও নাসের উদ্দিন আল্ বাণী হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল বলে মন্তব্য করেন (দ্বায়ীফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২৮৯, হা: ১১৬২)।

[১৮] ইবন মাজাহ, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৪৭, হা: ২২৬৪; নাসির উদ্দিন আলবানী হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

www.bjilibrary.com

ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। আর ইসলামী শরিয়াহর একটি মূলনীতি হলো ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (যা না করলে ওয়াজিব (ফরজ) কাজ করা যায় না তা করাও ওয়াজিব)[১৯]।

অতএব ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। মুসলিম উম্মাহ্ এ কাজ না করলে সকলকেই গুনাহগার হতে হবে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর কাউকে না কাউকে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এ উম্মাহকে দায় মুক্ত করতে হবে। তাহলেই তারা সুদের মতো এক মারাত্মক গুনাহের ছোবল থেকে রক্ষা পাবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের লা'নত থেকে বাঁচতে পারবে। মুসলিম সমাজকে নানা আপদ, বিপদ, অনৈতিকতা ও অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারবে।

ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের পার্থক্য

সাধারণত অনেকের চোখে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে না। কারণ সুদী ব্যাংকগুলোতে যেভাবে টাকা জমা নেওয়া হয় এবং তা থেকে যেভাবে টাকা উত্তোলন করা হয় ইসলামী ব্যাংকেও প্রায় সেভাবেই টাকা জমা দেওয়া হয় এবং তা থেকে সুদী ব্যাংকের মত করেই টাকা উত্তোলন করা হয়। কাজেই অনেকে ভাবতে পারেন ইসলামী ব্যাংক আর সুদী ব্যাংকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আসলে দুটোর কার্যক্রম, নীতিমালা ও বিনিয়োগ পদ্ধতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা এখানে ইসলামী ব্যাংক আর সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্যগুলো সংক্ষেপে পাঠকদের সামনে পেশ করছি। পাঠক এ গ্রন্থ পাঠে এতদুভয়ের পার্থক্য আরো বেশি করে জানতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ক. সুদী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার কার্যক্রমে ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। আর ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরিয়াহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত।

খ. সুদী ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে, অর্থাৎ সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দিয়ে অর্থ উপার্জন করে। আর ইসলামী ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে না, বরং অর্থ দিয়ে

---

[১৯] ড. আহমদ আল হাজ্জি আল্‌কুরদী, বুহুসুন ফি ইলমি উসূলিল ফিকহি (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬৩।

www.bjilibrary.com

পণ্যের ব্যবসা করে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়াহসম্মত হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ খাটিয়ে অর্থ উপার্জন করে। ইসলামী ব্যাংকের সকল বিনিয়োগই পণ্য ও সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ. সুদী ব্যাংকের ভিত্তিই হলো সুদের উপর। তাই তার প্রায় সমস্ত কার্যক্রম সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আর ইসলামী ব্যাংকের ভিত্তি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই তার ব্যবসা-বাণিজ্য শরিয়াহসম্মত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য থাকে একটি শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ড, যাতে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাকিং লেনদেন ও ব্যাংকিং আইন বুঝার মতো ব্যক্তি ও দক্ষ আলেম সমাজ।

ঘ. সুদী ব্যাংকের লক্ষ্য থাকে কেবল সুদ ও অধিক লাভ, তাই মানবকল্যাণের দিকে তার কোনো খেয়াল থাকে না। আর ইসলামী ব্যাংকের আসল লক্ষ্য মুনাফা হলেও তার পরবর্তী লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ। তাই ইসলামী ব্যাংক এমন কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করতে পারে না যাতে মানবকল্যাণ ব্যাহত হয়।

ঙ. সুদী ব্যাংক তার মূল পুঁজির উপর কিছু রোজগার করার জন্য সুদে ঋণ দেয়। কাজেই ব্যবসায় লোকসান হলেও ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের উপর সুদ অবশ্যই দিতে হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক ঋণ দিয়ে কিছু পেতে চায় না। তাই ইসলামী ব্যাংক সুদে ঋণ না দিয়ে মুদারাবা মুশারাকা মুরাবাহা ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য অর্থ যোগান দেয়, বা ব্যবসার পণ্য বিক্রয় করে। তাই মুদারাবা মুশারাকা পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করলে সে ব্যবসায় ক্ষতি হলে ব্যাংকও ইসলামী শরিয়াহর বিধান মোতাবেক ক্ষতির কিছু অংশ বহন করে।

চ. সুদী ব্যাংক আমানতকারীদের নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়ার কথা বলে টাকা সংগ্রহ করে, সুতরাং ব্যাংকের মুনাফা বেশি হলেও আমানতকারীদের বেশি সুদ দেয় না। আর ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা করার কথা বলে ব্যবসায় লাভ লোকসানের ভিত্তিতে আমানতকারীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে। কাজেই ব্যবসায় লাভ বেশি হলে আমানতকারীদেরও বেশি লাভ দেয়।

ছ. সুদী ব্যাংক তার পাওনাদারদের কাছ থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে। ইসলামী ব্যাংক (ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত লেনদেন থেকে সৃষ্ট) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের জন্য মূল ঋণের অতিরিক্ত কিছু নিতে

www.bjilibrary.com

পারে না। কারণ ইসলামী ব্যাংক মূলত গ্রাহকের কাছে বাকিতে ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রয় করে। এ ক্রয়বিক্রয় থেকে সৃষ্ট ঋণ পরিশোধে কোনো গ্রাহক ব্যর্থ হলে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ কোনো পণ্য একবার বিক্রয় হয়ে গেলে তখন তার মালিকানা গ্রাহকের দিকে অর্পিত হয়ে যায়। তার মালিকানা আর বিক্রেতার (ব্যাংকের) থাকে না। সুতরাং বিক্রেতা আইনত শুধুমাত্র মূল্য দাবি করতে পারে। যথা সময়ে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য অতিরিক্ত মূল্য চাইতে পারে না। তবে চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণখেলাপি মনোভাব রোধ করার জন্য শরিয়াহ বোর্ডের পরামর্শক্রমে কিছু জরিমানা নিলেও তা আমানতকারীদের মধ্যে লাভ হিসেবে মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। বরং তা মানব কল্যাণের স্বার্থে দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হয়[২০]।

জ. সুদী ব্যাংকের মূল লক্ষ্য যেকোনোভাবে অর্থ আয় করা, তাই সুদী ব্যাংককে ভাবতে হয় না গ্রাহক কোন ধরনের পণ্যের ব্যবসা করছে এবং কিভাবে করছে। অন্য দিকে ইসলামী ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো হালালভাবে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করা। তাই ইসলামী ব্যাংককে ভাবতে হয়, গ্রাহক ব্যাংকের টাকা নিয়ে কোন ধরনের পণ্যের ব্যবসা করছে, আর কিভাবে করছে। তার ব্যবসার পণ্য হালাল কিনা, ব্যবসার ধরন হালাল কিনা। তার ব্যবসার পণ্য হালাল হলে এবং ব্যবসার ধরন হালাল হলেই কেবল ইসলামী ব্যাংক সে ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, অন্যথায় বিনিয়োগ করতে পারে না।

ঝ. ইসলামী ব্যাংক হালালভাবে হালাল পণ্যের ব্যবসা করে বলে, যে ব্যবসার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যেমন: মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, নাইট ক্লাব ও যেনা ব্যাভিচারের ব্যবসা, চোরা কারবারির ব্যবসা ইত্যাদি, ইসলামী ব্যাংকের অর্থ দ্বারা তা কেউ করতে পারে না। অন্যদিকে সুদী ব্যাংকের জন্য এগুলি বিবেচনায় আনা জরুরি নয়, যদি না সরকারের তরফ থেকে বাধ্যবাধকতা থাকে। অতএব ইসলামী ব্যাংক সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে এবং সমাজকে সঠিক ও স্বাভাবিক রাখতে সহযোগিতা করে। যা সুদী ব্যাংকের কাছে কখনও আশা করা যায় না।

---

[২০] জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান (ঢাকা: মাক্তাবাতুল আশরাফ, এপ্রিল, ২০০৭), পৃষ্ঠা- ১৩৫-১৩৬।

www.bjilibrary.com

ঞ. ইসলামী ব্যাংক আর সুদী ব্যাংকের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হলো, ইসলামী ব্যাংকের আদর্শ মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যবস্থা সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হতে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে তা সকল আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। অন্যদিকে সুদী ব্যাংকব্যবস্থা পুরো অর্থ সম্পদই সমাজের গুটি কতেক মানুষের হাতে পুঁঞ্জিভূত হতে তথা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ দুটি ব্যাংক সম্পূর্ণ আলাদা চালিকা শক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। সুদী ব্যাংকের চালিকাশক্তি হলো সুদ, আর ইসলামী ব্যাংকের চালিকা শক্তি হলো হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন'[২১]।

আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর ভিত্তিতেই মূলত গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। কাজেই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূল কাজ হলো ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে সুদ পরিহার করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী শরিয়াহর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন এবং তার অগ্রযাত্রা সুসংহত করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতিফলন। এ কারণেই ইসলামী ব্যাংক পরিচালিত হয় শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ড দ্বারা। ইসলামী ব্যাংক-কে তার দৈনন্দিন কাজ কারবারে যে সব শরিয়াহ বিষয়ক সমস্যা দেখা দেয় তা শরিয়াহ বোর্ডের সামনে নিয়ে আসতে হয়। সে সব ব্যাপারে শরিয়াহ বোর্ডের দেওয়া দিক নির্দেশনা, পরামর্শ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে হয়। সুদী ব্যাংক-কে এসব কিছুর প্রয়োজন হয় না। আমাদের জানা মতে এটাই হলো ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ইসলামী ব্যাংক-কে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রমে, তার সকল লেনদেনে সুদ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী শরিয়াহ মেনে চলতে হয়। বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরিয়াহ পরিপালনের জন্যই এ ব্যাংকব্যবস্থা। সুতরাং শরিয়াহই হলো এর মূল চালিকাশক্তি।

---

[২১] সুরা বাকারা, ২: ২৭৫।

www.bjilibrary.com

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, ইসলামী ব্যাংক একটি শরিয়াহ সুপারভাইজারি বা শরিয়াহ এডভাইজারি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। শরিয়াহ বোর্ড গঠিত হয় দেশে বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা। যাদের ইসলামী শরিয়াহ বিষয়ক প্রগাঢ় জ্ঞান রয়েছে, বিশেষত ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং বিষয়ে পাণ্ডিত্য রয়েছে। আমরা এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া শরিয়াহ বোর্ডের সদস্যদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ড

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণিত Guidlines for Islamic Banking-November-2009, মতে যে কোনো ইসলামী ব্যাংক-কে শরিয়াহ বোর্ড গঠন করতে হবে। উক্ত গাইড লাইন মতে শরিয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ডের সদস্যদের নিম্নোক্ত শিক্ষাগত ও নৈতিক যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

১. *শিক্ষাগত যোগ্যতা*

ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে কামিল বা দাওরা হাদিস অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি থাকতে হবে। সাথে সাথে আরবি ভাষায় পর্যাপ্ত দক্ষতাও থাকতে হবে।

২. *অভিজ্ঞতা*

ক. কমপক্ষে তিন বছরের শিক্ষকতা, কিংবা ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, ইসলামী আইন, ইসলামী ব্যাংকিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

খ. যেকোনো দারুল ইফতা/ফতোয়া বোর্ডে তিন বছরের ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্য/ব্যাংকিং অথবা অর্থনীতি বিষয়ে শরিয়াহর বিধান বিষয়ক ফাতওয়া দানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

গ. ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক কমার্সিয়াল জুরিসপ্রুডেন্স, বিষয়ে যেকোনো স্বীকৃত জার্নালে তিনটি প্রবন্ধ অথবা উক্ত বিষয়ে তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ থাকতে হবে।

www.bjilibrary.com

৩. *স্বচ্ছতার রেকর্ড*

ক. অবশ্যই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ থাকতে হবে।

খ. কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পরিচালক বা ডাইরেক্টর কর্তৃক বহিষ্কৃত বা বরখাস্তকৃত নয় এমন হতে হবে।

৪. *আর্থিক স্বচ্ছতা*

ক. কোনো অনৈতিক কাজের সাথে/বিশেষত ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত নয় এমন হতে হবে।

খ. কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে ডিফল্টার নয় এমন হতে হবে/কোনো কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ডিফল্টার নয় এমন হতে হবে।

৫. *স্বচ্ছতা ও সুনাম*

ক. কোনো সামাজিক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো অনৈতিকতা ও অসততা ধরা পড়েনি এমন হতে হবে।

খ. কোনো ধরনের অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ড-বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয়ে-যথা: জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদির সাথে জড়িত নয় এমন হতে হবে।

গ. দেশের আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক শিষ্টাচার বিরোধী কোনো কাজের সাথে জড়িত নয় এমন হতে হবে।

ঘ. ধর্মীয় আইনের ব্যাখা দানের ব্যাপারে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মীয়) ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত নয় এমন হতে হবে[২২]।

---

[২২] Guidlines for Islamic Banking, November 2009, p. 19.

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকসমূহের তহবিলের উৎস

প্রচলিত ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকও একটি আর্থিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে পুঁজি বা অর্থ সংগ্রহ করে আবার তা জনগণের মধ্যে সুদে বিনিয়োগ করে। অন্য দিকে ইসলামী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে অতঃপর তা তাদের কাছে ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, এটাই ব্যাংকের কাজ। প্রচলিত ব্যাংকের মতো ইসলামী ব্যাংকেরও ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য পুঁজির প্রয়োজন হয়। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তা, শেয়ার হোল্ডার, চলতি হিসাব ও সঞ্চয়ী হিসাব, ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত ও সুদে পুঁজি সংগ্রহ করে। ইসলামী ব্যাংকগুলোও অন্যান্য ব্যাংকের মতো জনগণের কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে সত্য, তবে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে। ইসলামী ব্যাংক সাধারণত তিনটি খাত বা উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। উৎস তিনটি হলো:

ক. ইসলামী ব্যাংকের মূল উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারদের যোগান দেওয়া মূলধন।

খ. আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব নম্বরে জমাকৃত অর্থ।

গ. মুদারাবা হিসাব নম্বরে জমাকৃত অর্থ।

আমরা এখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কোন খাত থেকে ইসলামী শরিয়াহর কোন বিধানের আলোকে পুঁজি ও মূলধন সংগ্রহ করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করেছি। কারণ প্রচলিত ব্যাংক আর ইসলামী ব্যাংকের মূলধন ও জমা সংগ্রহের মধ্যে পদ্ধতিগত যেমন পার্থক্য আছে তেমনি বিনিয়োগ পদ্ধতিতেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্যের কারণেই প্রচলিত ব্যাংকগুলো সুদী ব্যাংক বলে পরিচিত, আবার অপর কিছু ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক হিসেবে পরিচিত।

ক. ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডারদের যোগান দেওয়া মূলধন

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায়ও প্রচলিত ব্যাংকের মতো উদ্যোক্তারা ব্যাংকের মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। তবে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় উদ্যোক্তরা সুদে অর্থ রোজগার করার জন্য যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে তহবিল যোগান দিয়ে কোম্পানি গঠন করে

www.bjilibrary.com

এবং সে অর্থ দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর সুদী লোন দিয়ে সুদী কারবারের মাধ্যমে অর্থ রোজগার করে।

অন্য দিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায়ও উদ্যোক্তারা ব্যাংক-কে মুশারাকা'র ভিত্তিতে মূলধন যোগান দেয়। তারা ঋণ দেওয়ার জন্য নয় বরং হালাল ব্যবসা করার জন্য অর্থ জোগান দিয়ে কোম্পানি গঠন করে; অতঃপর ব্যবসা পরিচালনা করে। তারা তাদের তহবিল বাড়াবার জন্য শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে শেয়ার বিক্রয় করেও অর্থ সংগ্রহ করে। আমাদের জানা মতে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে মূলত তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডার রয়েছে:

১. মূল উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার বা অর্থ যোগানদাতা: যারা ব্যবসা করার জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তারা শুরু থেকেই ব্যাংক পরিচালনা ও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার কাজে সরাসরি জড়িত থাকেন। যারা ব্যাংকের কাজে সরাসরি জড়িত থাকেন তাদের জোগান দেওয়া টাকা ইসলামী শরিয়াহর মুশারাকা নীতিমালার ভিত্তিতে যৌথভাবে ব্যবসা করার জন্য দেওয়া। কারণ যে ব্যবসা সকল অংশীদার এক সাথে পরিচালনা করে ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় তাকে মুশারাকাহ বলা হয়।

২. আর কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আই পি ও তে দরখাস্ত করে শেয়ার প্রাপ্ত হলে তারাও মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসা করার জন্য অর্থ যোগান দেয় বলে পরিগণিত হয়।

৩. অন্য দিকে যারা পুঁজিবাজার (সেকেন্ডারি মার্কেট) থেকে শেয়ার ক্রয় করে তারাও মুশারাকার ভিত্তিতে পুঁজি সরবরাহ করে বলেই পরিগণিত হয়।

এই তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য হতে এক নম্বরে উল্লেখিত শেয়ার হোল্ডারদেরকে উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডার আর দুই ও তিন নম্বরে উল্লেখিত শেয়ার হোল্ডারদেরকে সাধারণ শেয়ার হোল্ডার বলা হয়। আর তাদের সকলের যোগান দেওয়া অর্থ মুশারাকার ভিত্তিতে যোগান দেওয়া হয়েছে বলেই পরিগণিত হয়। কারণ

এই তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য থেকে পরিচালক বা ডাইরেক্টর নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে অনেক ব্যাংক-ই এই তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডার পদ্ধতি বাতিল করে সবাইকে একই গ্রুপে একিভুক্ত করা হয়েছে। তাই সকলেই ব্যাংক পরিচালনার কাজে অংশীদার হতে পারছে।

www.bjilibrary.com

যারা পরিচালক নির্বাচিত হচ্ছেন তাদের যোগান দেওয়া অর্থ যে, ইসলামী শরিয়াহর মুশারাকার ভিত্তিতে যোগান দেওয়া তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর যারা সরাসরি ব্যাংক পরিচালনার কাজে জড়িত থাকে না, যেহেতু তারা বার্ষিক এ জি এম-এ ব্যাংক পরিচালনার ব্যাপারে তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ পায় এবং তারাই পরিচালক নির্বাচন করেন, তাই তাদেরকেও ব্যাংক পরিচালনার কাজে শরিক গণ্য করা হয় এবং তাদের যেগান দেওয়া অর্থ ইসলামী শরিয়াহর আলোকে মুশারাকার ভিত্তিতে দেওয়া বলে পরিগণিত করা হয়।

খ. 'আল ওয়াদিয়া' চলতি হিসাব নম্বরে জমাকৃত অর্থ

আল-ওয়াদিয়া (الوديعة) একটি আরবি শব্দ। এটি আরবি ওয়াদ্‌য়ুন (ودع) ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আমানত রাখা, গচ্ছিত রাখা, সংরক্ষণ করা, ত্যাগ করা ইত্যাদি। ইসলামী ফিকাহ্‌র পরিভাষায় ওয়াদিয়াহ ও আমানাহ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ওয়াদিয়ত ও আমানতের মধ্যে সমান্য পার্থক্য রয়েছে। ওয়াদিয়াত-এর মধ্যে মুয়াদ্দি তথা যে ওয়াদিয়ত রাখে তার আমানত রাখার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত, আর আমানতের মধ্যে তার অভিপ্রায় থাকা শর্ত নয়। যেমন কেউ কোনো মাল কুড়িয়ে পেলে সে মাল তার হাতে থাকা পর্যন্ত তাকে আমানত বলা হবে এবং তা তার কাছে আমানত হিসেবেই থাকবে, একে ওয়াদিয়া বলা যাবে না। তবে কেউ কারো কাছে স্বেচ্ছায় কোনো জিনিস হেফাজতের জন্য রাখলে তাকে আমানত ও ওয়াদিয়ত উভয় শব্দে অবহিত করা যাবে[১]।

ইসলামী ব্যাংকের পরিভাষায় *আল ওয়াদিয়া* হলো,

هي الودائع التي تُكَوِّن الحساب الجاري، بحيث يتملك المصرف المبالغ المودعة، ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء

এক ধরনের চলতি হিসাব নম্বর বা কারেন্ট একাউন্টে সঞ্চিত অর্থ যা আমানতদার ব্যাংক তার কারবারে খাটাতে পারে আর আমানতকারী তার অর্থ যখন ইচ্ছা তুলে নিতে পারে[২]।

---

১ ফাতাওয়া ও মসাইল (ইফা, বাংলাদেশ), খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ২২৫।

২ আলী ইবন নায়েফ আশ্‌শাহুদ, আল মুফাস্‌সাল ফি আহকামির্ রিবা (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৭২।

www.bjilibrary.com

সমসাময়িক ইসলামী ব্যাংক বিষয়ক গবেষকগণের মধ্যে আল ওয়াদিয়া কারেন্ট একাউন্টের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাদের মতভেদের সার কথা মূলত দু'টি।

এক. এ একাউন্টে সঞ্চিত অর্থ মূলত ওয়াদিয়া বা আমানত হিসেবে ব্যাংকের কাছে থাকে। ব্যাংক তার কাজ-কারবারে এ টাকা ব্যাবহার করার অনুমতি আমানতকারীদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়; এবং ব্যবহার করে।

দুই. এ একাউন্টে সঞ্চিত অর্থ মূলত ব্যাংকের কাছে ওয়াদিয়া বা আমানত নয়, বরং তা হচ্ছে কর্জ।

এ দ্বিতীয় আভিমতটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে আমরা মনে করি। কারণঃ যেকোনো জিনিসের ব্যাপারে দেখার বিষয় হলো তার আসল উদ্দেশ্য ও তাৎর্পয; তা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্য নয়। কোনো বস্তু সম্বন্ধে শরিয়াহর হুকুম হয়, তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য দেখেই এবং তার ভিত্তিতেই। যেমন মাদকদ্রব্যকে পানি বলা হলে যেমন মাদকদ্রব্য পানি হয় না; এবং তার উপর পানির হুকুম দেওয়া যায় না। তেমনিভাবে শুকরকে গরু বলা হলেও শুকরের উপর গরুর হুকুম দিয়ে তার গোস্ত হালাল বলা যায় না। ব্যাংক এবং ওয়াদিয়া একাউন্টধারীদের কর্ম-কাণ্ডের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, তাদের লেনদেনটি মূলত ঋণ বা কর্জের লেনদেন, ওয়াদিয়া বা আমানতেন লেনদেন নয় এবং তা নিম্নোক্ত দুটি কারণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রথমত: ব্যাংক ওয়াদিয়া একাউন্টে গচ্ছিত অর্থ তার কাজ কারবারে ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু যখন একাউন্টধারী ফেরত চায় তখন তার অর্থের অনুরূপ অর্থ তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এটাই হলো কর্জের প্রকৃতি। কর্জ যাকে দেওয়া হয় সে তা তার কাজে-কারবারে খাটাতে পারে এবং খরচ করতে পারে, কিন্তু যখন কর্জদাতা ফেরত চায় তখন সে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। অন্য দিকে ফকিহ্দের পরিভাষা অনুযায়ী ওয়াদিয়া অনুরূপ নয়। ওয়াদিয়া হলো কারো কাছে কোনো মাল হেফাজতের জন্য আমানত রাখা, আমনতদার তা ব্যবহার করতে পারে না, নিজের কাজে খরচও করতে পারে না। আর যখন আমানতকারী ফেরত চায় তখন তার জিনিসটি তাকে হুবহু অপরিবর্তিত অবস্থায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। যেহেতু ব্যাংক গ্রাহকের ওয়াদিয়া একাউন্টে সঞ্চিত টাকা অপরিবর্তিত ও অটুট অবস্থায় তার কাছে ফেরত দিতে পারে না বরং অনুরূপ অর্থই ফেরত দিয়ে থাকে, কাজেই এ একাউন্টে

www.bjilibrary.com

সঞ্চিত টাকাকে ওয়াদিয়া বলা হলেও তা প্রকৃত পক্ষে ওয়াদিয়াত বা আমানত নয়; বরং তা হলো কর্জ।

দ্বিতীয়ত: ওয়াদিয়া কারেন্ট একাউন্টে সঞ্চিত টাকা আমানতকারী ফেরত চাইলে ব্যাংক অনুরূপ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। একাউন্টের টাকা কোনো কারণে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তা ব্যাংকের ভুলের কারণে হোক বা অন্য যে কোনো কারণে হোক তখন ব্যাংক তার জামিন হয়, ফলে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। অন্য দিকে ওয়াদিয়া বা আমানতের টাকা আমানতদারের কাছে থাকা অবস্থায় তার হেফাজতের ভুল ত্রুটির কারণে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তখন সে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে, আর ভুল-ত্রুটি ছাড়া অন্য কারণে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে, তখন সে তা ফেরত দিতে ইসলামী শরিয়াহর বিধান মতে বাধ্য থাকে না[৩]।

হিদায়াহ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়,

الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها لقوله عليه الصلاة والسلام ليس المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم

ওয়াদিয়া আসলে যার কাছে রাখা হয় তার হাতে আমানত বলে গণ্য হয়। তাই তা নষ্ট হয়ে গেলে ফেরত দিতে হয় না। কারণ রসুল সা. বলেছেন,'আরিয়ত গ্রহণকারীর বাড়াবাড়ি ছাড়া আরিয়তের মাল নষ্ট হয়ে গেলে তাকে জামিন হতে হয় না। সুতরাং ওয়াদিয়ত গ্রহণকারীর অবহেলা ছাড়া ওয়াদিয়তের মাল নষ্ট হয়ে গেলে তাকে জামিন হতে হয় না[৪]। তাছাড়া

---

[৩] আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আলন ইমরানী, আল মান্‌ফা'য়া ফিল কারাজিঃ দিরাসাতুন তা'সিলিয়াতুন, তাতবিকিয়া (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-৮-৯।

[৪] দুরুকুতনী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৪১; বায়হাকী, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৯১; আল্লামা সুয়ূতী জামে উল কাবীরে বলেন হাদিসটি মারফু হিসেবে সহিহ নয়। তবে ইবন সিরীনের উক্তি হিসেবে সহিহ (মাক্‌তাবা শামিলা)।

www.bjilibrary.com

মানুষের ওয়াদিয়ত রাখার প্রয়োজন আছে। যদি আমরা তাকে জামিন সাব্যস্ত করি তাহলে মানুষ ওয়াদিয়ত রাখবে না। ফলে মানুষের কল্যাণ বাধাগ্রস্ত হবে[৫]।

এখানে উল্লেখ্য যে *আল ওয়াদিয়া* সম্পর্কে আমাদের উপর্যুক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পর আমরা আল ওয়াদিয়া একাউন্ট সম্পর্কে ওআইসি'র ফিকাহ একাডেমির অভিমত ও সিদ্ধান্ত পেয়ে যাই। ওআইসি'র ফিকাহ একাডেমিও আল ওয়াদিয়া একাউন্টে সংরক্ষিত অর্থকে ইসলামী ফিকাহর আলোকে কর্জ বলে অবহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.

চাওয়া মাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকা ওয়াদিয়াহ (অর্থাৎ কারেন্ট) একাউন্টের টাকা তা ইসলামী ব্যাংকে সঞ্চিত হোক বা সূদি ব্যাংকে; যেখানেই হোক না কেন তা আসলে ইসলামী ফিকাহর আলোকে কর্জ। কারণ এসব অর্থ ওয়াদিয়াহ গ্রহণকারীর হাতে জমানত হিসেবে থাকে। চাহিবা মাত্র সে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে[৬]।

সুতরাং *আল ওয়াদিয়া* একাউন্টকে *আল-ওয়দিয়া* বলা হলেও তা মূলত ওয়াদিয়াত বা আমানত নয়। তার কারণ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। যেহেতু আল ওয়াদিয়া একাউন্টে রাখা টাকা ইসলামী শরিয়াহর আলোকে কর্জ বা ঋণ, সেহেতু সে একাউন্টে রাখা টাকার সমস্ত ব্যবহার হবে ঋণের টাকার ব্যবহারের মতোই। তা থেকে হিসাব গ্রহণকারী কোনো লাভ নিতে পারবে না। কোনো ধরনের লাভ নিলে তা হবে অবশ্যই সুদ। আর ব্যাংক আল ওয়াদিয়া একাউন্টের টাকা তাদের

---

৫ আবুল হাসান আলী ইবন আবু বকর আল মারগিনানী, আল্ হিদায়া শারহুল বিদায়া (আল মাক্তাবা আল ইসলামীয়্যা), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২১৫ (শামিলা)।

৬ মুজাল্লাতুল মাজ্মাউল ফিক্হ আল ইসলামী, সংখ্যা-৯, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৯৩১; ড. ওয়াহাবা আযযুহাইলী, আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দেমাশক: দারুল ফিকির, চতুর্থ সংস্করণ), খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ১৯৮।

www.bjilibrary.com

কারবারে ব্যবহার করতে পারবে। কারণ ব্যাংক একাউন্ট খোলার সময় একাউন্টধারীর কাছ থেকে তা তাদের কাজ-কারবারে ব্যবহার করার অনুমতি নিয়ে থাকে। কাজেই ব্যাংক এ টাকা বিনিয়োগ করে লাভ করলে তা ব্যাংকের জন্য হালাল হবে। যেমন: আমরা কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটিয়ে তা থেকে লাভ করলে সে লাভ আমাদের জন্য হালাল হয়। আর যদি ব্যাংক আল-ওয়াদিয়া একাউন্টে সঞ্চিত টাকা বিনিয়োগ করে লোকসান দেয় তখন সে লোকসানের ভার ব্যাংককেই বহন করতে হয়, হিসাবধারী লাভ-লোকসানের অংশীদার হয় না।

এ দেশের ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক এক গবেষকের মতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আল-ওয়াদিয়া একাউন্টে সঞ্চিত টাকা ব্যাংকের কাছে আরিয়া হিসেবে সঞ্চিত থাকে। তার ভাষায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ আল-ওয়াদিয়া হিসাবের মাধ্যমে এই (আরিয়া) পদ্ধতিতে অর্থ জমা গ্রহণ করে, যাতে তা ব্যবহারের মাধ্যমে তা থেকে উপকারিতা লাভ করা যায়। এ ক্ষেত্রে হিসাব ধারক আরিয়ত প্রদানকারী এবং ব্যাংক আরিয়ত গ্রহণকারী...[৭]।

আমাদের মতে দুটি কারণে আল ওয়াদিয়া হিসাবধারীর সঞ্চিত টাকা আরিয়া বা ধার নয়। কারণ দুটি হলো:

এক. শরিয়াহর পরিভাষায় আরিয়ত হলো কোনো জিনিসের মূল অক্ষত রেখে বিনিময়বিহীন ব্যবহার করার জন্য বা উপকারিতা লাভের জন্য কাউকে প্রদান করা। এ হিসেবে টাকা পয়সা ও পানাহারের কোনো বস্তু কাউকে আরিয়াত বা ধার দেওয়া হলে তা আরিয়াত থাকে না। কারণ তার মূল বাকি থাকে না। গ্রহীতা এগুলোকে অক্ষত রেখে ফেরত দিতে সক্ষম হয় না। বরং ব্যবহারের মাধ্যমে আসল বিলীন করে তার সমপরিমাণ জিনিস ফেরত দেয় মাত্র। এ কারণেই এশ্রেণির জিনিস আরিয়াত নেওয়ার ক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্রে কর্জ শব্দটি ব্যবহৃত হয়[৮]।

---

[৭] কাজী ওমর ফারুক, ইসলামী ব্যাংকিং পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর, ২০০৬), পৃষ্ঠা- ৬৬।

[৮] কাওয়ায়েদুল ফিকহ, হিদায়া (দেখুন: ফাতাওয়া ও মাসাইল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ২০০১), পৃষ্ঠা- ২৩১।

www.bjilibrary.com

এ প্রসঙ্গে 'ফতোয়া আলমগিরি'তে বলা হয়,

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ إِلَى مَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لِلْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ، وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ فَيَكُونُ قَرْضًا، هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

আরিয়তের মূল নিয়ম হলো, যে সব জিনিসের আসল অক্ষত রেখে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সে সব জিনিস আরিয়ত দেওয়া মানে উপকারের মালিক বানানো, মূল বস্তুর মালিক বানানো নয়। আর যে সব জিনিসের মূল বিনষ্ট না করে উপকৃত হওয়া যায় না, সে সব জিনিস আরিয়ত দেওয়া মানে মূল বস্তুটির মালিক বানানো। সুতরাং তা কর্জে পরিণত হয়। 'সিরাজুল ওয়াহ্হাজেও এমন কথা বলা হয়েছে[৯]।

দুই. আরিয়তকৃত জিনিস আরিয়ত গ্রহণকারীর কাছে আমানত হিসেবেই থাকে, তাই ব্যবহারকারীর অবহেলা ও ত্রুটি ছাড়া নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসমূহের আল-ওয়াদিয়া একাউন্টের টাকা যেকোনো কারণে নষ্ট হলে ব্যাংক সে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

এ প্রসঙ্গে *আল ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ* প্রণেতা বলেন:

قَالَ (وَالْعَارِيَّةُ أَمَانَةٌ إنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ إلَخْ) إنْ هَلَكَتْ الْعَارِيَّةُ ، فَإِنْ كَانَ بِتَعَدٍّ كَحَمْلِ الدَّابَّةِ مَا لَا يَحْمِلُهُ مِثْلُهَا أَوْ اسْتِعْمَالِهَا اسْتِعْمَالًا لَا يُسْتَعْمَلُ مِثْلُهَا مِنْ الدَّوَابِّ أَوْجَبَ الضَّمَانَ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَضْمَنُ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ لَا عَنْ اسْتِحْقَاقٍ ، فَيَضْمَنُ .

আরিয়ত আমানত হিসেবে গণ্য। আরিয়ত গ্রহণকারীর সীমালঙ্ঘন ছাড়া আরিয়তের মাল নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। তবে ইমাম শাফেয়ী

---

৯ আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়াহ (ফাতাওয়া আলমগিরী) (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ৩৪, পৃষ্ঠা- ১২২।

www.bjilibrary.com

রা. বলেন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ সে অন্যের সম্পদ নিজের ব্যবহারের জন্য তার মালিক না হওয়া সত্ত্বেও- নিয়েছে, সুতরাং তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অবশ্য নেওয়ার অনুমতি থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমোদন প্রমাণিত হবে[১০]।

কাজেই ইসলামী ব্যাংকের আল-ওয়াদিয়া একাউন্টের টাকা ব্যাংকের কাছে কর্জ হিসেবেই থাকে, আমানত বা আরিয়াত হিসেবে নয়।

এখানে উল্লেখ্য রসুল সা.-এর সাহাবি জোবাইর ইবন আওয়াম রা. একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সকলের কাছে বেশ বিশ্বস্তও ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক লোক তাদের টাকা পয়সা আমানত রাখার জন্য আসত। তিনি আমানতকারীদের টাকাগুলো তার কাছে আমানত হিসেবে না রেখে তাঁকে ঋণ বা কর্জ দানের জন্য আবেদন জানাতেন। যাতে তিনি টাকাগুলো তাঁর নিজের ব্যবসায় ও কারবারে খাটাতে পারেন। আর কোনো কারণে টাকাগুলো নষ্ট হয়ে গেলে তাঁরা তাদের টাকা ফেরত পান। এতে ঋণদাতাদেরই ছিল লাভ। কারণ আমানত রাখা হলে তাতে আমানতদারের বিনা অবহেলায় কোনো কারণে টাকাগুলো নষ্ট হয়ে গেলে শরিয়াহর বিধান অনুযায়ী তাঁরা তাদের টাকার ক্ষতিপূরণ পান না। এ কারণেই লোকেরাও তাঁর কাছে তাদের টাকা পয়সা আমানত হিসেবে না রেখে তাঁকে ঋণ ও কর্জ হিসেবে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ইমাম বুখারি উল্লেখ করেছেন যে জোবাইরের মৃত্যুকালে ঋণদাতাদের কাছে তাঁর দেনার পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল। এতে তার দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দুই মিলিয়ন দুইশত হাজার দিরহাম[১১]।

সে সময় যুবাইর ইবনে আওয়াম রা. যা করেছিলেন আজকে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের আল-ওয়াদিয়া হিসাবধারীদের সাথে একই রকমের মুআমেলা করছে। এসব ব্যাংকও আল-ওয়াদিয়া হিসাবধারীদের টাকা পয়সা আল-ওয়াদিয়া বললেও মূলত ঋণ বা কর্জ হিসেবেই জমা রাখছে।

---

[১০] মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল্ বা বরতি, আল ইনায়া শারহুল হিদায়াহ, খণ্ড- ১২, পৃষ্ঠা- ২৪৩ (মাক্তাবা শামিলা)।

[১১] জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, সুদ নিষিদ্ধ, পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায় (সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯), পৃষ্ঠা- ৪৭।

www.bjilibrary.com

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা প্রমাণ করে যে এ ধরনের একাউন্টকে আল ওয়াদিয়া একাউন্ট না বলে আল কর্জ একাউন্ট বলা হলে আসলে সঠিক হতো। ইসলামী ব্যাংকগুলো তা না করে এসব একাউন্টকে আল ওয়াদিয়া একাউন্ট বলে যাচ্ছে। সম্ভবত তা এ কারণে যে, যে নাম ইসলামী ব্যাংকের সূচনা হতে রাখা হয়েছে তা তারা পরিবর্তন করার ঝামেলায় যেতে চায় না। কারণ নামে কি আসে যায়? কাজ যা হবে তার উপর ভিত্তি করেইতো শরিয়াহর হুকুম হবে। তাছাড়া এ নাম রাখার কারণে শরিয়াহ লঙ্ঘন তো আর হচ্ছে না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রাচীন যুগের ফকিহগণ আল ওয়াদিয়া-কে দুইভাগে ভাগ না করলেও বর্তমান যুগের জনৈক গবেষক আল ওয়াদিয়া-কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তার মতে আল ওয়াদিয়া দুই রকম, যথা:

এক: *আল ওয়াদিয়া আল আমানাহ*: সম্পদের মালিক যদি চাহিবা মাত্র হুবহু একই সম্পদ ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনো সম্পদ কারো কাছে নিরাপদ হেফাজতের জন্য গচ্ছিত রাখে তাহলে সেই চুক্তিকে বলা হয় 'আল-ওয়াদিয়াহ আল-আমানাহ।

দুই: *আল ওয়াদিয়া আজ্জামানাহ*: সম্পদের মালিক যদি ব্যবহারের অনুমতি ও চাহিবা মাত্র অনুরূপ সম্পদ সমপরিমাণে ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনো অর্থ বা পণ্য কারো কাছে নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য গচ্ছিত রাখে তখন তাকে বলা হয় আল ওয়াদিয়া আজ্জামানাহ[১২]।

উক্ত গবেষকের এ বক্তব্যানুযায়ী ইসলামী ব্যাংকের চলিত হিসাব নম্বর বা কারেন্ট একাউন্ট'কে আল ওয়াদিয়া নামকরণ যথাযথ হয়েছে। কারণ তার মতে তা আল ওয়াদিয়া আজ্জামানাহ্'র পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের আল ওয়াদিয়া একাউন্টের নাম পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমারা গবেষকের আল ওয়াদিয়াকে দুইভাগে বিভক্তিকরণ কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। কারণ:

প্রথমত: বিভিন্ন হাদিসে ওয়াদিয়ত গ্রহণকারীর অবহেলা বা ত্রুটি ছাড়া ওয়াদিয়ার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে ওয়াদিয়াত গ্রহণকারীকে তার জামিন হতে হবে না বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না বলে মন্তব্য করা হয়েছে। যেমন:

---

[১২] প্রফেসর মুহাম্মদ শরিফ হোসাইন, আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ, Thoughts on Economics, পৃষ্ঠা- ১০৩-১০৪।

www.bjilibrary.com

ক. আমর ইবন শোয়াইব থেকে তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, রসুল সা. বলেছেন, مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ যে ব্যক্তি কোনো ওয়াদিয়ত রাখে তাকে জামিন হতে হবে না' (অর্থাৎ-ক্ষতি হলে-তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না)[১৩]।

খ. আমর ইরবন শোয়াইব থেকে তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে আছে لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ ওয়াদিয়াত রক্ষককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না[১৪]।

গ. আমর ইবন শোয়াইব থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে আছে রসুল সা. বলেছেন, لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ যে আমানত রাখে তাকে জামিন হতে হয় না (ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না)[১৫]।

আমর ইবন শোয়াইব তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে যে সব হাদিস বর্ণনা করেছেন সে সব হাদিসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মধ্যে নানা কথা থাকলেও নাসির উদ্দিন আলবানী তার বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত এ হাদিসটিকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন[১৬]। আব্দুর রহমান মোবারকপূরী তার তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী নামক গ্রন্থে বলেন, আমর ইবন শোয়াইব তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে যেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন তার বাকি সনদ সহিহ প্রমাণিত হলে তা সহিহ বা হাসান বলে পরিগণিত হয়। ইবন হাজর আসকালানীও ফাতহুল্বারী'তে প্রায়

---

১৩ ইবন মাজাহ, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৮০২, হা: ২৪০১; নাসির উদ্দিন আল্বাণীর মতে হাদিসটির এ সনদটি সহিহ নয়। তবে (অন্যান্য সনদের কারণে) হাদিসটি হাসান পর্যায়ের।

১৪ দারুকুতনী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৪১; বায়হাকী, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৯১; হাফেয ইবন হাজর হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী 'জামে উল কাবীরে' বলেন হাদিসটি মারফু হিসেবে সহিহ নয়। তবে ইবন সিরীনের উক্তি হিসেবে সহিহ (মাক্তাবা শামিলা)।

১৫ দার কুতনী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৪৫৫, হা: ৩০০১; বায়হাকী, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ২৮৯, হা: ১৩০৭৬।

১৬ সাহীহ আল জামে আস্ সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৩৪৮, হা: ১৩৪৭৫।

www.bjilibrary.com

অনুরূপ মন্তব্য করেছেন[১৭]। সুতরাং হাদিসটি ইসলামী শরিয়াহর বিধি-বিধানের দলিল হওয়ার অবশ্যই উপযোগী।

ঘ. রাসুল সা.-এর সাহাবি আবু বকর, আলী, ইবন মাসউদ ও জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে তারা বলেছেন ওয়াদিয়ত আসলে আমানত[১৮]।

ঙ. জাবির থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি থলে থেকে কিছু ওয়াদিয়াতের সম্পদ হারিয়ে গেলে আবু বকর রা. তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না বলে ফায়সালা দিয়েছিলেন[১৯]।

উর্পযুক্ত হাদিস ও সাহাবাদের অভিমতগুলোতে যে ওয়াদিয়াত রাখে তার হাত থেকে ওয়াদিয়াতের মাল (তার অবহেলা ছাড়া) নষ্ট হয়ে গেলে তাকে জামিন হতে হবে না, বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না বলে সুস্পষ্ট মন্তব্য করা হয়েছে, সুতরাং আল ওয়াদিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তার একটিকে আল ওয়াদিয়া আজ্জামানাহ বা ক্ষতিপূরণযোগ্য ওয়াদিয়ত নাম করণ কিভাবে বৈধ হতে পারে তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল ওয়াদিয়াকে এভাবে বিভক্ত করা হলে আল ওয়াদিয়া আর আল ওয়াদিয়া থাকে না। তা মূলত কর্জ বা ঋণের সংজ্ঞাভুক্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে ওয়াদিয়াতের পরিবর্তে ঋণের সকল গণাগুন চলে আসে। কারণ প্রায় সকল মায্হাবের ফিকিহ্দের মতে ওয়াদিয়ত গ্রহণকারীর ত্রুটি ছাড়া ওয়াদিয়াতের সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে ওয়াদিয়াত গ্রহণকারীকে তার জামিন হতে হয় না, বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

তাছাড়া ওয়াদিয়াতের মাল যেমন ওয়াদিয়াত রাখা হয়েছিল তেমনিভাবে তা অটুট রেখে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের মাল অটুট রাখতে পারে না, বরং ব্যাংক তা নিজের কাজে ব্যবহার করে অতঃপর গ্রাহক

---

[১৭] আব্দুর রহমান মোবারকপুরী, তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৫৭।

[১৮] ইবনুল মুলকিন সিরাজ উদ্দিন, বাদ্রুল মুনীর ফি তাখরীজিল আহাদীসি ওয়াল আছার ফি সিয়ারিল কাবীর (রিয়াদঃ দারুল হিজরা লিন্নাশরি ওয়াত্ তাওযী), খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩০৭।

[১৯] মুহাদ্দিসগণ এ বর্ণনাটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন (বাদরুল মুনীর, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩০৭)।

www.bjilibrary.com

চাইলে তখন অনুরূপ মাল ফিরিয়ে দেয় এবং মালের জামিন হয়, সেহেতু তা ওয়াদিয়াত হতে পারে না, তা আসলে কর্জ বা ঋণ।

গ. মুদারাবা হিসাব নম্বরে জমাকৃত অর্থ

ইসলামী ব্যাংক সমূহের মুদারাবা হিসাবসমূহ বিভিন্ন রকমের। তবে তা বিভিন্ন রকমের হলেও সবই ইসলামী শরিয়াহর মুদারাবা'র বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে সবগুলোকেই মুদারাবা হিসাব বলা হয়। আমরা এখানে সংক্ষেপে মুদারাবার পরিচয় পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

মুদারাবা দারবুন-এর ক্রিয়ামূল। দারবুন অর্থ, ভ্রমণ করা, দেশ সফর করা, পায়ে চলা ইত্যাদি। এ অর্থেই পবিত্র কুরআনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো[২০] এখানে পৃথিবীতে ভ্রমণ কর বলতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য ভ্রমণবিহীন করা যায় না। এই দারবুন শব্দ থেকেই যৌথ ব্যবসা বুঝাবার জন্য মুদারিবা শব্দটি উৎপন্ন করা হয়েছে।

ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় মুদারাবা

মুদারাবা হলো যৌথভাবে ব্যবসা করার জন্য সম্পাদিত এমন এক চুক্তি, যাতে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেয় (আর অপর পক্ষ শ্রম দেয়)। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হয় লভ্যাংশে শরিক হওয়া। লভ্যাংশের অধিকারী হয় এক পক্ষ মূলধন যোগান দানের জন্য, আর অপর পক্ষ শ্রম দানের জন্য। এ দুটি বিষয় না থাকলে মুদারাবা চুক্তি সঠিক হয় না[২১]। তাই মুদারাবা হলো পুঁজি ও শ্রমের অংশীদারি কারবার।

মুদারাবা ব্যবসায় লাভ হলে তা উভয়ে তাদের মধ্যে পূর্বে নির্ধারিত নিয়মানুসারে যথা দু'জনেই সমান সমান বা কেউ ৬০% আর কেউ ৪০% হিসেবে ভাগাভাগি করে নেয়। আর ব্যবসায় ক্ষতি হলে তখন অর্থ যোগানদাতার অর্থ লোকসান যায়, আর শ্রমদাতার শ্রম যায়।

---

[২০] সুরা নিসা, ৩: ১০১।

[২১] আবুল হাসান আলী আল মারগিনানী, আল হিদায়া শারহু বিদায়াতুল মুবতাদী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০২।

www.bjilibrary.com

মুদারাবা চুক্তিতে অর্থ যোগানদাতাকে সাহিবুল মাল, আর শ্রম দাতাকে মুদারিব বলা হয়। যেহেতু ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করে সেহেতু ব্যাংক মুদারিব। আর আমানতকারী সাহিবুল্‌মাল। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংক মুদারাবার ভিত্তিতে সংগৃহীত অর্থ আবার বিনিয়োগকারীদের কাছে কখনো মুদারাবার ভিত্তিতেই বিনিয়োগ করে থাকে। এ কারণেই ব্যাংক যখন মুদারাবার ভিত্তিতে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তখন ব্যাংক মুদারিব এবং গ্রাহক সাহিবুলমাল। আবার যখন ওই অর্থ কোনো বিনিয়োগ গ্রহীতার কাছে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে তখন ব্যাংক সাহিবুল মাল আর বিনিয়োগ গ্রাহক মুদারিব।

মুশারাকা ও মুদারাবা, যৌথ ব্যবসার দুটো বৈধ ইসলামী পদ্ধতি। এতে কোনো ধরনের সুদের ছোঁয়া থাকে না। আমরা মুদারাবা ও মুশারাকা প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ইন্‌শাহ আল্লাহ।

ইসলামী ব্যাংকগুলো এভাবে শরিয়াহসম্মত মুশারাকা মুদারাবা কর্জ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে অতঃপর এসব অর্থ ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত মুশারাকা, মুদারাবা, মুরাবাহা, ইজারা, হায়ার পার্চেজ, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইস্‌তিসনা, ইত্যাদি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং তা থেকে অর্থ রোজগার করে।

আমরা এখানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি.-এর মুদারাবা হিসাবসমূহের তালিকা পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর মুদারাবা হিসাবসমূহ

১. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

২. মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ হিসাব

৩. মুদারাবা মেয়াদি হিসাব

৪. মুদারাবা হজ সঞ্চয়ী হিসাব

৫. মুদারাবা সঞ্চয়ী বণ্ড হিসাব

৬. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) হিসাব

www.bjilibrary.com

৭. মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব

৮. মুদারাবা ওয়াক্‌ফ ক্যাশ ডিপোজিট হিসাব

৯. মুদারাবা দেনমুহর জমা হিসাব

১০. বিশেষ মুদারাবা আমানত হিসাব

১১. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক এর মুদারাবা হিসাবসমূহ

১. মুদারাবা মান্থলি প্রফিট ডিপোজিট একাউন্ট

২. মুদারাবা হজ ও ওমরা সেভিং একাউন্ট

৩. মুদারাবা এডুকেশন সেভিং ডিপোজিট একাউন্ট

৪. মুদারাবা স্পেসাল সেভিং (পেনশন) স্কিম একাউন্ট

৫. মুদারাবা মিলিয়নিয়ার স্কিম একাউন্ট

৬. মুদারাবা মান্থলি সেভিং বেস্‌ড টারম ডিপোজিট একাউন্ট

৭. মুদারাবা লাখপতি ডিপোজিট স্কিম একাউন্ট

৮. মুদারাবা ডবল বেনিফিট ডিপোজিট স্কিম একাউন্ট

৯. মুদারাবা ফরেন কারেন্সি টার্ম ডিপোজিট স্কিম একাউন্ট

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি. এর মুদারাবা হিসাবসমূহ

১. মুদারাবা কোটিপতি ডিপোজিট স্কিম

২. মুদারাবা লাখপতি ডিপোজিট স্কিম

৩. মুদারাবা মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কিম

৪. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় স্কিম

৫. মুদারাবা আল আরফা মাসিক কিস্তি ভিত্তিক হজ স্কিম

www.bjilibrary.com

৬. মুদারাব দ্বিগুণ/তিনগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প

৭. মুদারাবা প্রবাসী কল্যাণ পেনশন স্কিম

৮. মাসিক জমা ভিত্তিক মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প

৯. মাসিক মুনাফা প্রদানভিত্তিক মেয়াদি জমা প্রকল্প

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব হিসাবসমূহ ইসলামী শরিয়াহর মুদারাবা'র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচলিত হয় বলে এসব একাউন্টকে মুদারাবা একাউন্ট বলা হয়। যারা এসব হিসাব নম্বরে টাকা রাখে তারা মূলত ব্যাংকের কাছে মুদারাবার, ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য টাকা দেয়। এ ক্ষেত্রে শরিয়াহর পরিভাষায় অর্থ যোগানদাতা মুদারাবা হিসাবধারীগণ হলেন সাহিবুল মাল, আর ব্যাংক হলো মুদারিব। ব্যাংক এসব টাকা নিয়ে তার ব্যবসা-বাণিজ্যে ও বিভিন্ন শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে, অতঃপর লাভ হলে তা ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে একাউন্ট খোলার সময়ের চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী-সাধারণত ৩৫% এবং ৬৫% হিসেবে-বণ্টন করে। অর্থাৎ ব্যাংক রাখে ৩৫% আর জমাকারীদের দেয় ৬৫%। তবে এ ক্ষেত্রে একাউন্টে টাকার স্থিতির মেয়াদের দীর্ঘসূত্রিতা ও স্বল্পতা অনুযায়ী লাভের পরিমাণের কিছুটা তারতম্য হয়। আর লোকসান হলে তা একা মুদারাবা একাউন্টধারীদের বহন করতে হয়, অন্য দিকে ব্যাংকের শ্রম পণ্ড হয়। মুদারাবার সাথে সুদী কারবারের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ মুদারাবা বিনিয়েগের একটি আদর্শ ইসলামী পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত। আমরা মুদারাবা প্রসঙ্গে পরে সবিস্তারে আলোচনা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতি

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ জনগণের কাছ থেকে মোট তিনটি শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে অর্থ বা পুঁজি সংগ্রহ করে। পদ্ধতিগুলো হলো: মুশারাকা, মুদারাবা ও আল-ওয়াদিয়া বা কর্জ। এসব পদ্ধতির সবই ইসলামী শরিয়াহসম্মত। শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে ব্যাংক কখনও নিজে সরাসরি ব্যবসা করে, আবার কখনও জনগণের কাছেই শরিয়াহসম্মত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। ব্যাংক সাধারণত যে সব পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে তা এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো:

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকগুলো কিভাবে তাদের সঞ্চিত অর্থ জনগণের মধ্যে সুদমুক্ত শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে অর্থ আয় করবে এটা একটি গবেষণার বিষয়। সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরিয়াহ বোর্ডের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক গবেষকগণ এ বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহে তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পদ্ধতিগুলো হলো:

১. মুশারাকা
২. মুদারাবা
৩. বাই মুয়াজ্জাল
৪. বাই তাকসিত
৫. বাই মুরাবাহা (Murabaha to the purchase orders)
৬. বাই সালাম
৭. বাই ইসতিসনা
৮. ইজারা
   ক. আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত্তাম্‌লিক (Hire purchase)
   খ. আল ইজারা বিল বাই মা আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা।

www.bjilibrary.com

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ আসলে তিন ধরনের।

ক. অংশীদারি পদ্ধতি বা যৌথকারবার। যথা: মুদারাবা ও মুশারাকা।

খ. ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি। যথা: বাই মুয়াজ্জাল, বাই তাকসিত, বাই মুরাবাহা, বাই সালাম, বাই ইসতিস্না ইত্যাদি।

গ. ইজারা বা লিজিং পদ্ধতি। যথা: আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত্তাম্লিক ও আল ইজারা বিল বাই মা আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা ইত্যাদি।

আমরা এখানে এসব পদ্ধতির কোনটা ইসলামী শরিয়াহর কোন বিধানের আলোকে বৈধ সে প্রসঙ্গে আলোচনা পেশ করছি।

প্রথম অনুচ্ছেদ: মুশারাকা

মুশারাকা পরিচিতি

মুশারাকা (مشاركة) একটি আরবি শব্দ। এ শব্দটির মূল শব্দ হলো শির্কাতুন্ (شركة)। এর আভিধানিক অর্থ, শরিকানা, অংশীদারিত্ব ও যৌথ কর্ম ইত্যাদি। অতএব মুশারাকা শব্দটি দুই পক্ষের পারস্পরিক শরিকানা, অংশীদারিত্ব ও যৌথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বুঝায়।

ইসলামী ফিকাহ্র পরিভাষায় মুশারাকা'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সৈয়দ সাবিক বলেন, 'দুই বা ততোধিক শরিকের মধ্যে সকলেই ব্যবসার মূলধন যোগান দিবে এবং ব্যবসার লাভ ও লোকসান পরস্পরের মধ্যে মূলধন অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নিবে মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হওয়াই হলো মুশারাকা'[১]।

প্রখ্যাত হানাফী ফিকাহ গ্রন্থ *রাদ্দুল মুখতার*-এ জাওহারা নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় মুশারাকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

وَشَرْعًا عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ جَوْهَرَة

[১] সৈয়দ সাবিক, ফিক্হুস্ সুন্নাহ (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৫৪।

www.bjilibrary.com

> দুই বা ততোধিক শরিকের মধ্যে সকলেই মূলধন যোগান দিয়ে ব্যবসা করবে এবং লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নিবে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হওয়াকেই শরিয়াহর পরিভাষায় মুশারিকা বলা হয়[২]।

মোটকথা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, তারা সকলেই সমান সমান বা যে যতটুকু পারে মূলধন যোগান দিয়ে এক সাথে ব্যবসা করবে এবং ব্যবসায় লাভ হলে সকলেই মূলধন অনুযায়ী তা ভাগাভাগি করে নেবে, আর ক্ষতি হলে তাও মূলধন অনুযায়ী বহন করবে, তাই হলো মুশারাকা।

অন্য ভাষায় দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে ব্যবসায় লাভ হলে লভ্যাংশ সকলেই পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগাভাগি করে নিবে, আর লোকসান হলে তাও তারা প্রত্যেকে মূলধন অনুযায়ী বহন করবে মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়াই হলো মুশারাকা। মুশারাকাকে ইসলামী ফিকাহর গ্রন্থগুলোতে শিরকাহ নামে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে শিরকাহ-এর পরিবর্তে ব্যাপকভাবে মুশারাকা শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

মুশারাকার দর্শন

ইসলামী অর্থনীতির মূল দর্শন মুশারাকা পদ্ধতির ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে। কারণ তাতে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও আস্থা জন্মে। মুশারাকা পদ্ধতির ব্যবসা করার জন্য প্রয়োজন উন্নত নৈতিকতা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার। ইসলাম চায় মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হোক। তারা একে অপরের প্রতি খেয়ানত এবং বিশ্বাসহীনতার মতো কোনো কাজ না করুক। ইসলাম এমন এক সমাজ বিনির্মাণ করতে চায় যাতে কেউ কারো সম্পদ অবৈধভাবে খাবে না। কেউ কারো ধন সম্পদ বাতিলভাবে আত্মসাৎ করবে না। মুশারাকা মুদারিবা ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ ধরনের সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। তাই ইসলাম এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কামনা করে। মুসলমানদের এসব পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উৎসাহিত করে।

মুশারাকা পদ্ধতির ব্যবসা শুধু যে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করে কেবল তাই নয়। বরং তাতে বিভিন্ন মানুষের হাতে থাকা ছোট ছোট আকারের পুঁজি

---

[২] ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখ্‌তার (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ১৭, পৃষ্ঠা- ৯।

www.bjilibrary.com

একত্রিত করে বৃহদাকারের পুঁজি সৃষ্টি করে শিল্প কারখানা গড়া যায়। শিল্প কারখানা গড়ে বেকার মানুষের বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করা যায়। তবে এসবের জন্য পূর্বশর্ত হলো বিশ্বাস ও আস্থার। প্রয়োজন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের। প্রয়োজন আমানতদারী ও দিয়ানতদারীর। প্রয়োজন খোদাভীতি ও তাক্ওয়ার। প্রয়োজন পরকালে বিশ্বাস ও আল্লাহর শাস্তির ভয়ের। এসব থাকলে মুশারাকা ও মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করা কোনো কঠিন কাজ নয়। অতীতের মুসলমানরা এ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তারা এ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করেই অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত ও সঞ্চিত হওয়ার বিপরীতে অর্থ যোগানদাতা সাধারণ মানুষের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। ফলে সমাজে পুঁজিপতি সৃষ্টি হতে পারে না। আর সুদী কারবারের কারণে সমাজে পুঁজিপতি সৃষ্টি হয়, সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তি সুদী টাকা নিয়ে ব্যবসা করল আর একজন মুশারাকা বা মুদারাবার ভিত্তিতে টাকা নিয়ে ব্যবসা করল, এই দুই জন মানুষের ব্যবসায় লাভ লোকসানের ব্যাপারটি তুলানামূলক আলোচনা করলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

আমরা জানি যে, যদি কোনো ব্যক্তি দশ লক্ষ টাকার মালিক হয়, সে ইচ্ছা করলে তার দশ লক্ষ টাকা দেখিয়ে ব্যাংক থেকে বাকি ৯০ লক্ষ টাকা নিয়ে মূল এক কোটি টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করতে পারে।

মনে করুন, এক ব্যক্তির কাছে ১০ লক্ষ টাকা আছে, সে ব্যাংক থেকে তার সে টাকা দেখিয়ে আরো ৯০ লক্ষ টাকা সুদে লোন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করল। ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী তাকে সুদ দিতে হবে মাত্র ১০% বা ১২%। এমতাবস্থায় সে যদি এক কোটি টাকা নিয়ে ব্যবসা করে ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করে তখন এই লাভের টাকা থেকে ১০ বা ১২ লক্ষ টাকা সুদ দেওয়ার পর তার কাছে বাকি থাকবে ৪০ বা ৩৮ লক্ষ টাকা নিরেট লাভ। অন্য দিকে তার দেওয়া ১০ বা ১২ লক্ষ টাকা সুদের মধ্য হতে ২% ব্যাংক রেখে দিলে বাকি মাত্র আট বা দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকের আমানতকারীদের হাতে পৌছবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে তার নিজের মাত্র ১০ লক্ষ টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করে একা ৪০ বা ৩৮ লক্ষ টাকা লাভ নিয়ে যায়। আর ব্যাংকের আমানতকারীগন তার ব্যবসায় ৯০ লক্ষ টাকা পুঁজির যোগান দিয়ে মাত্র

www.bjilibrary.com

১০ বা ১২ লক্ষ টাকা সুদ পায়। ফলে এভাবে সুদে টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে করতে সে একদিন পুঁজিপতিতে পরিণত হয়।

অন্যদিকে আর এক ব্যক্তি, তার নিজের ১০ লক্ষ টাকার সাথে ইসলামী ব্যাংক থেকে বা অন্য কোনো ইসলামী প্রতিষ্ঠান থেকে ৯০ লক্ষ টাকা মুশারাকা বা মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি নিয়ে লাভ লোকসান অর্ধেক অর্ধেক ভাগাভাগি করার শর্তে মোট এক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করল, সেও তার ব্যবসায় ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করল। এমতাবস্থায় দেখা যায় যে, মুদারাবা বা মুশারাকার শর্ত অনুযায়ী তাকে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিতে হয়। তার দেওয়া এই ২৫ লক্ষ টাকার মধ্য হতে ব্যাংক দুই লক্ষ টাকা রাখলে, বাকি ২৩ লক্ষ টাকা তার ব্যবসায় পুঁজি যোগানদাতা ব্যাংকের আমানতকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। সুতরাং ব্যবসার লভ্যাংশের ২৩ লক্ষ টাকা তার ব্যবসায় পুঁজি যোগানদাতা ব্যাংকের সকল আমানতকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার ফলে সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হতে পারে না। সম্পদের বড় একটি অংশ সকল আমানতকারীদের হাতে পৌছে যায়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত মুশারাকা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় নানাভাবে 'মুশারাকা'র ব্যবহার হতে দেখা যায়। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে মুশারাকার কতিপয় ব্যবহার পদ্ধতি পেশ করছি।

ক. কখনও কোনো পণ্য রপ্তানিকারক কোম্পানি যথা: কোনো গার্মেন্টস কোম্পানি বা অন্য কোনো পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের কাছে এসে পণ্য তৈরির জন্য অর্থ চাইলে ব্যাংক কোম্পানিকে তার রপ্তানি ব্যবসায় ব্যাংককে শরিক করে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কোম্পানি ব্যাংকের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তখন মুশারাকা'র ভিত্তিতে পণ্য তৈরির জন্য অর্থ যোগান দেয়। এ পদ্ধতিতে কোম্পানি ও ব্যাংক পণ্য রপ্তানি করে যা লাভ করে তা উভয়ে পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। এভাবে ব্যাংক মুশারাকা ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে যা আয় করে তা ব্যাংকের জন্য সম্পূর্ণ হালাল। কারণ এ আয় হয় নিরেট হালাল ব্যবসা থেকে অর্জিত।

খ. আবার কখনও কোনো ব্যবসায়ী ব্যাংকের কাছে এসে তার ব্যবসায় পুঁজি বাড়াবার জন্য ব্যাংক থেকে টাকা চায়। এমতাবস্থায় ব্যাংক যদি তার ব্যবসাটি হালাল মনে করে, আর লোকটিকে আমানতদার, বিশ্বস্ত এবং

www.bjilibrary.com

গ্রহণযোগ্য মনে করে, আর ব্যবসাটিও লাভজনক হবে বলে মনে করে তখন ব্যাংক মুশারাকা'র ভিত্তিতে তার ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করে। অতঃপর এ ব্যবসায় লাভ হলে তখন তারা তাদের পূর্বে নির্ধারিত নিয়মানুসারে মুনাফা ভাগ করে নেয়।

উপর্যুক্ত মুশারাকা পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো যে বিনিয়োগ করে, তা ইসলামী শরিয়াহর আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য আমরা এখানে তা পাঠক সমাজের সামনে পেশ করতে চাই। কারণ আমাদের জানা মতে মুশারাকা আসলে ইসলামী অর্থায়নের একটি আদর্শ পদ্ধতি।

মুশারাকার বৈধতা

মুসলিম ফকিহ্দের মতে ইসলামী আইনের অন্যতম চার উৎস তথা আল-কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা এবং কিয়াস বা যুক্তির আলোকে মুশারাকা বৈধ। আমরা এখানে মুশারাকা বৈধ হওয়ার প্রমাণগুলো পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

ক. পবিত্র কুরআনে মুশারাকা বা যৌথ ব্যবসার অনুমোদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

যদি তারা এর চেয়ে অধিক হয় তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে[৩]।

আলোচ্য আয়াতে মিরাসি সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করা প্রসঙ্গে উক্ত কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোনো পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার এক ভাই অথবা এক বোন থাকে; তখন তারা প্রত্যেকে তার মিরাসি সম্পদের ছয় ভাগের একভাগের মধ্যে সম অংশীদার হবে। আর যদি তারা এর চেয়ে অধিক হয় তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে। এ আয়াতের সমঅংশীদার হবে বক্তব্য থেকে অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হলো। যদিও এ অংশীদারিত্ব ব্যবসা-বাণিজ্যে নয়। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনূভী বলেন, উক্ত আয়াতটি শিরকাতুল ইনান বা শিরকাতুল মিলক বিল জাবার-এর দলিল হিসেবে প্রযোজ্য[৪]।

---

৩ সূরা নিসা, ৪: ১২।

৪ ফাতাওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১৭৪।

www.bjilibrary.com

খ. পবিত্র কুরআনে মুশারাকা সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

আর শরিকদের অনেকেই একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করে থাকে। তবে কেবল তারাই এরূপ করে না যারা ইমান আনে এবং নেক আমল করে[৫]।

আলোচ্য আয়াতে শরিকদের সাধারণ মানসিকতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের মানসিকতা বন্ধের জন্য রাসুল সা. আল্লাহ তায়ালা থেকে নিম্নোক্ত 'হাদিসে কুদসী'টি বর্ণনা করেছেন।

গ. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি হাদিসটি মারফু সনদে বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

আল্লাহ তায়ালা বলেন আমি দুই শরিকের মাঝে তৃতীয় জন হিসেবে থাকি যতক্ষণ না তারা এক অপরের সাথে খেয়ানত করে। আর যখন খেয়ানত করে তখন আমি তাদের মধ্য হতে বের হয়ে যাই[৬]।

এ হাদিসের তাৎপর্য হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শরিকদের মধ্যে কেউ কারো সম্পদ কোনো ধরনের খেয়ানত করে আত্মসাৎ করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দেন। আর যখন একে অন্যের প্রতি খেয়ানত করে, একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে; তখন তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা বরকত তুলে নেন। উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসটি মুশারাকা ব্যবসার বৈধতা প্রমাণ করে।

---

৫ সুরা সাদ, ৩৮: ২৪।

৬ আবু দাউদ, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ২২৮, হা: ২৯৩৬; নাসিরুদ্দিন আল বানী হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন (সহিহ ওয়া দয়ীফু আবি দাউদ), খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩৮৩।

www.bjilibrary.com

ঘ. অপর এক হাদিসে সায়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي

আমি রাসুল সা.-এর কাছে (মক্কা বিজয়ের দিন) আসলাম, তখন তাঁর সাহাবিগণ আমার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং আমার (অতীতের কথা) স্মরণ করতে লাগলেন। তখন রাসুল সা. বললেন, আমি তাকে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। আমি বললাম, হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন, আমার মা বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি ছিলেন আমার (ব্যবসার) উত্তম শরিক। আপনি কোনো বিবাদ ও দ্বন্দ্ব করতেন না[৭]।

এ হাদিসে সায়েব এবং মহানবি সা.-এর জাহেলি যুগে এক সাথে মুশারাকা তথা শরিকি পদ্ধতিতে ব্যবসা করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ হাদিসটি মুশারাকা ব্যবসার দুটি কারণে দলিল হতে পারে।

এক. রাসুল সা.-এর সায়েবের বক্তব্য সমর্থনকরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুশারাকা পদ্ধতির ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ।

দুই. এ হাদিস হতে আরো প্রমাণিত হয় যে, মুশারাকা পদ্ধতির ব্যবসা-বাণিজ্য জাহেলি যুগ থেকে হয়ে আসছে। ইসলাম আগমনের পর ইসলামও তা অনুমোদন করেছে।

ঙ. অপর এক হাদিসে আছে নাওফেল ইবন হারেছ যখন বদর যুদ্ধে বন্দি হলেন তখন রাসুল সা. তাকে বললেন, নওফেল তুমি মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নাও। তখন তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসুল আমার কাছে মুক্তিপণ দেওয়ার মতো কিছু নেই। মহানবি সা. বললেন, জিদ্দায় তোমার যে বর্মগুলো আছে তা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কছম! জিদ্দায় যে আমার কিছু লৌহ বর্ম আছে তার কথা আল্লাহ আর আমি ছাড়া তৃতীয় আর কেউ জানতো না। তখন আমি সাক্ষ্য দিলাম, সত্যই আপনি আল্লাহর রাসুল। অতঃপর তিনি নিজেকে সে বর্ম

---

[৭] আবু দাউদ, খণ্ড- ১২, পৃষ্ঠা- ৪৬৩, হা: ৪১৯৬; নাসির উদ্দিন আলবানী বলেন, হাদিসটি সহিহ।

www.bjilibrary.com

দিয়ে মুক্ত করে নিলেন। সেখানে হাজারটি বর্ম ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সা. নাওফেল ও আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে জাহেলি যুগে তারা শিরকতে মুফাওয়াদা-এর ভিত্তিতে মাল যোগান দিয়ে যৌথ ব্যবসা করতেন। তারা পরস্পরকে ভালোবাসতেন...[৮]।

চ. সুফিয়ান বলেন, আমর (ইবন দিনার) বলেছেন,

كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بِعْتَهَا قَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْهَا قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ دَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى

এখানে নাওয়াস নামক এক লোক ছিল। তার কাছে পানি পান করে তৃপ্ত হয় না এমন একটি উট ছিল। ইবন ওমর উটটি নাওয়াসের যৌথ ব্যবসার শরিকের কাছ থেকে কিনে নিলেন। অতঃপর নাওয়াস যৌথ ব্যবসার শরিকের কাছে ফিরে আসল। তখন নাওয়াসকে তার শরিক জানালো যে, সে উটটি বিক্রয় করে দিয়েছে। নাওয়াস জিজ্ঞাসা করল, কার কাছে বিক্রয় করেছ? জবাবে বলল, এরূপ এক শায়খের কাছে বিক্রয় করেছি। এ কথা শুনে নাওয়াস বলল, তোমার সর্বনাশ হোক! আল্লাহর কছম; তিনি তো ইবন ওমর রা.। অতঃপর নাওয়াস ইবন ওমরের কাছে এসে বললেন, আমার ব্যবসার সাথি আপনার কাছে পানি পান করে তৃপ্ত হয় না এমন একটি উট বিক্রয় করেছে। সে আপনাকে চিনতে পারেনি। তিনি বললেন, সুতরাং তা ফিরিয়ে দিন। রাবী বলেন, যখন উটটি ফিরিয়ে নিতে গেলেন তখন ইবন ওমর বললেন, ওটা রেখে যাও। আমি রাসুল সা.-এর ফায়সালা মেনে নিয়েছি। সংক্রামক বলতে কিছু নেই[৯]।

---

৮ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল হাকিম, আল মুস্তাদরাক আলাস্ সাহী হাইনি, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫০৭৪; তিনি এবং যাহাবী কেউ হাদিসটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি।

৯ বুখারি, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ২৮৩, হা: ১৯৫৭।

www.bjilibrary.com

এসব হাদিস হতে প্রতীয়মাণ হয় যে, আরব দেশে রাসুল সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তিকালে শরিকি কারবার তথা যৌথ ব্যবসার প্রচলন ছিল। রাসুল সা. নবুওয়াত লাভের পর এ ধরনের ব্যবসা বন্ধ করেননি। বরং তিনি এ ধরনের ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছেন। এ ধরনের ব্যবসায় কেউ কারো প্রতি খেয়ানত না করলে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও সহযোগিতা থাকে বলেও জানিয়েছেন।

ছ. ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস ইজমা মতেও মুশারাকা ব্যবসা বৈধ। ইবনুল মুনযির ইত্যাদি ফকিহগণ তা উল্লেখ করেছেন[১০]।

জ. মুশারাকা বা যৌথ ব্যবসা বৈধ হওয়ার কারণ হলো, একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে অনেক সময় বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। কারণ তার জন্য প্রয়োজন হয় বিরাট আকারের পুঁজির, যা একজনের কাছে সাধারণত থাকে না। অথচ সমাজ ও দেশের জন্য বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। এমতাবস্থায় যৌথ বা মুশারাকা পদ্ধতির ব্যবসার অনুমোদন দেওয়া না হলে দেশে বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে না। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ ও সমাজ। ইসলাম এমন কোনো বিষয়ে বাধা দেয়নি, যাতে দেশ ও সমাজের কল্যাণ ব্যাহত হয়। সুতরাং ইসলামের মুশারাকা ব্যবসা বা যৌথ কারবারেও বাধা থাকতে পারে না। কারণ ফকিহদের মতে যেখানেই মানব কল্যাণ সেখানেই ইসলাম।

ইসলাম মুশারাকা ব্যবসায় বাধা দেয়নি কেবল তাই নয়, বরং ইসলাম যৌথ ব্যবসা করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেছে। আমরা ইতোপূর্বে যে হাদিস কুদসিটি রাসুল সা. হতে বর্ণনা করেছি তাতে আছে (আল্লাহ তায়ালা বলেন) আমি দুই শরিকের মাঝে তৃতীয় জন হিসেবে থাকি যতক্ষণ না তারা একে অপরের সাথে খেয়ানত করে। আর যখন খেয়ানত করে তখন আমি তাদের মধ্য হতে বের হয়ে যাই[১১]।

---

[১০] সৈয়দ সাবিক, ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৫৪; ড. ওয়াহাবা আয্ যুহাইলী, আল ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতাহু (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৫২২।

[১১] আবু দাউদ, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ২২৮, হাঃ ২৯৩৬; নাসিরুদ্দিন আল বাণী হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন (সহিহ ওয়া দয়ীফু আবি দাউদ, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩৮৩)।

www.bjilibrary.com

মুশারাকার প্রকার

ফকিহদের মতে মুশারাকা প্রথমত দুই প্রকার। আমরা এখানে মুশারাকার প্রকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো:

এক. শিরকাতুর আমলাক বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব: 'শিরকাতুল আমলাক' আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

ক. *শিরকাতুল মিল্ক বিল ইখ্‌তিয়ার* বা নিজেদের ইচ্ছায় কোনো বস্তুতে শরিক হওয়া। যেমন: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক সাথে মূলধন দিয়ে কোনো ব্যবসায় শরিক হলো, বা কোথাও এক সাথে যৌথ শ্রম দানের মাধ্যমে কোনো কিছু লাভ করল ইত্যাদি। এ ধরনের মুশারাকা বৈধতার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদিস হতে পাওয়া যায়।

(ইমাম বুখারি বলেন) সোলাইমান ইবন আবু মুসলিম আমাকে সংবাদ দেন। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

আমি আবু মিন্‌হালকে হাতে হাতে বা নগদে মুদ্রার সাথে মুদ্রার বিনিময় করা যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক শরিক কিছু জিনিস হাতে হাতে নগদে আর কিছু জিনিস বাকিতে কিনলাম। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে বারা ইবন আযেব আসলেন, তখন আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, আমি এবং আমার ব্যবসায়ী শরিক যাইদ ইবন আরকাম এরূপ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে মহানবি সা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন মহানবি বলেছিলেন যা হাতে হাতে নগদে কিনেছ তা নাও, আর যা বাকিতে কিনেছ তা বাদ দাও[১২]।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ

[১২] বুখারি, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৪০৭, হা: ২৩১৭।

www.bjilibrary.com

আমি আম্মার ও সা'দ, বদর যুদ্ধের দিন শরিক হলাম। তখন সা'দ দু'জন কয়েদি ধরে নিয়ে আসলেন। আর আমিও আম্মার কিছুই আনতে পারলাম না[১৩]। অর্থাৎ আমরা এ মর্মে শরিক হলাম যে যুদ্ধে যা গনিমত হিসেবে পাব তা তিন জনে সমান সমান ভাগ করে নেব।

উপর্যুক্ত হাদিস দুটির প্রথমটিতে দেখা যায় যে, হাদিসে উল্লেখিত সাহাবিদ্বয় দু'জনে সেচ্ছায় ব্যবসায় শরিক হয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদিসটিতে দেখা যায় যে, তিনজন তথা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, আম্মার এবং সা'দ বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধে গনিমত হিসেবে যা পাবে তাতে তারা সমান সমান লাভ করবে মর্মে সেচ্ছায় এক চুক্তিতে শরিক হয়েছিলেন।

খ. *শিরকাতুল মিল্ক বিল জাবার* বা বাধ্য হয়ে কোনো বস্তুতে শরিক হওয়া। সাধারণত মানুষ নিজের কোনো ইচ্ছা ছাড়াই এ ধরনের শরিকানায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন: দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বা কারো দানের কারণে কোনো একটি জিনিসের মালিক হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের মুশারাকা অনুমোদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ যদি তারা এর চেয়ে অধিক হয় হয় তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সম অংশীদার হবে[১৪]।

আলোচ্য আয়াতে মিরাসি সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোনো পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার এক ভাই অথবা এক বোন থাকে, তখন তাদের প্রত্যেকে তার সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি তারা এর চেয়ে অধিক সংখ্যক হয় তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে। পবিত্র কুরআনের এ বক্তব্য থেকে শিরকাতুল মিল্ক বিল জাবার বা বাধ্য হয়ে কোনো বস্তুতে অংশীদার হওয়া বৈধ প্রমাণিত হয়। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনূভী বলেন, উক্ত আয়াতটি শিরকাতুল ইনান বা শিরকাতুল মিলক (বিল জাবার)-এর দলিল হিসেবে প্রযোজ্য[১৫]।

---

১৩ নাসায়ি, খণ্ড- ১২, পৃষ্ঠা- ২৭৯, হা: ৩৮৭৬; নাসির উদ্দিন আলবানী হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

১৪ সুরা নিসা, ৪: ১২।

১৫ ফাতওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১৭৪।

www.bjilibrary.com

দুই. শিরকাতুল উকূদ: বা চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব। এ ধরনের শরিকানা সাধারণত মানুষ নিজেদের ইচ্ছায় চুক্তি করে গড়ে তোলে। যেমন: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে চুক্তি করে কোনো জিনিস কিনে নিল, বা যৌথ শ্রমদানের চুক্তির মাধ্যমে একত্রে অর্জন করল ইত্যাদি। ফলে তাদের মাঝে ওই জিনিসে শরিকানার ভিত্তিতে মালিকানা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের মালিকানা তাদের সকলের ইচ্ছার ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়।

শিরকাতুল উকুদ আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা:

ক. শিরকাতুর মুফাওয়াদা

খ. শিরকাতুল ইনান

গ. শিরকাতুল আবদান বা শিরকাতুস্ সানায়ে

ঘ. শিরকাতুল ওয়াজুহ

আমরা এখানে পাঠকদের সামনে এসব শিরকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা পেশ করছি:

ক. শিরকাতুল মুফাওয়াদা (সমঅংশীদারিত্ব)

শিরকাতুল মুফাওয়াদা বা সমঅংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হানাফী ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়াহ'য় বলা হয়,

> فاما شركة المفاوضة فهي ان يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما

> দুই ব্যক্তি সমান সমান অর্থ-সম্পদ দিয়ে, সমান শ্রমক্ষমতার অধিকার নিয়ে এবং সমধর্মের অনুসারী হয়ে এক ব্যবসায় অংশীদার হওয়াই হলো শিরকাতুল মুফাওয়াদা[১৬]।

অন্য ভাষায়, যে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবসার সকল অংশীদারগণ মূলধন যোগানো, শ্রম দান, দায় দায়িত্ব পালন, লাভ-লোকসান, ঋণ পরিশোধকরণ এবং ধর্ম অনুসরণ ইত্যাদি বিষয়ে সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করবে মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় সে ব্যবসাকে বলা হয় শিরকাতল মুফাওয়াদা। শিরকাতুল মুফাওয়াদার এ সংজ্ঞা থেকে

---

১৬ ইবন হুমাম, শারহু ফাত্হিল কাদীর (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।

www.bjilibrary.com

প্রতীয়মাণ হয় যে, শিরকাতুল মুফাওয়াদায় নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

১. সকল অংশীদার সমান অর্থ যোগান দিবে। কেউ বেশি আর কেউ কম অর্থ যোগান দিলে তখন তা শিরকাতুল মুফাওয়াদা হবে না।

২. সকল অংশীদার সম কর্ম ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। কাজেই একজন শিশু আর একজন বালেগ লোকের মধ্যে শিরকাতুল মুফাওয়াদা 'হতে পারে না।

৩. সকল অংশীদার একই ধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। সুতরাং একজন মুসলমান আর একজন অমুসলিমের মধ্যে শিরকাতুল মুফাওয়াদার ভিত্তিতে ব্যবসা হতে পারে না।

৪. সকল অংশীদার পরস্পরের ওয়াকিল বা প্রতিনিধি এবং জামিনদার বলে গণ্য হবে। কাজেই একজন পার্টনার কোনো বেচা-কেনা করলে, বা কোনো ঋণের কথা স্বীকার করলে তার দায় দায়িত্ব সকল অংশীদারের উপর সমানভাবে বর্তাবে। কেউ এর কিছু অস্বীকার করতে পারবে না।

এসব শর্ত পাওয়া গেলেই তখন শিরকাতুল মুফাওয়াদা'র ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ হবে। আর পাওয়া না গেলে বৈধ হবে না।

হানাফী ফকিহ্গণ শিরকাতুল মুফাওয়াদার, ভিত্তিতে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী শিরকাতল মুফাওয়দা'র অনুমতি দেননি। কারণ তারা তা বৈধ বলে মনে করেন না। ইমাম মালেক এ প্রসঙ্গে বলে, قال مالك لااعرف ما المفاوضة জানি না মুফাওয়াদা কাকে বলা হয়[১৭]।

আর ইমাম শাফেয়ী এ প্রসঙ্গে বলেন اذالم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل اعرفه في الدنيا যদি শিরকাতুল মুফাওয়াদা বাতিল বলে গণ্য না হয়, তাহলে আমার জানা মতে দুনিয়াতে আর কোনো বাতিল জিনিস থাকে না[১৮]।

---

১৭ প্রাগুক্ত।

১৮ সৈয়দ সাবিক, ফিক্ হস্ সুন্নাহ (মাক্তাবা শামিলা, তৃতীয় সংস্করণ), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

www.bjilibrary.com

সম্ভবত উপরে বর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়া কঠিন বলেই ইমাম মালেক ও শাফেয়ী শিরকাতুল মুফাওয়াদা সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।

হানাফী ফকিহগণের মধ্যে হিদায়াহ প্রণেতা শিরকাতুল মুফাওয়াদা প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত হাদিস দু'টি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

فَاوِضُوا، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

তোমরা মুফাওয়াদার ভিত্তিতে ব্যবসা করো, কারণ তা অত্যন্ত বরকতময়[১৯]।

اذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضة

তোমরা মুফাওয়াদার ভিত্তিতে ব্যবসা করলে তা উত্তমভাবে করো[২০]।

'হিদায়াহ'র ব্যাখ্যাদাতা ইবনে হুমাম প্রথমোক্ত হাদিসটির সাথে দ্বিতীয়োক্ত হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এ দুটি হাদিসের কোনো একটি হাদিসেরও আসল বা অস্তিত্ব হাদিস গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় না।

হিদায়াহ প্রণেতা আরো বলেন, কিয়াস মতে 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' বৈধ হওয়ার কথা নয়। তাই আমরা তা ইস্তিহ্সানের ভিত্তিতে বৈধ বলে মত দিয়েছি। কেননা রাসুল সা. যখন নবি হিসেবে প্রেরিত হন তখন লোকেরা শিরকাতুল মুফাওয়াদা'র ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিলেন। রাসুল সা. তাদেরকে তা করতে নিষেধ করেননি। অতএব এর দ্বারা কিয়াস পরিহার করা হলো[২১]। এ বক্তব্য থেকে শিরকাতুল মুফাওয়াদা সাহাবিদের ঐক্যমতে বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়।

ইতোপূর্বে আমরা নাওফেলের বদর যুদ্ধে গ্রেপ্তার হওয়া সম্পর্কে যে, হাদিসটি বর্ণনা করেছি তাতে আছে, বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সা. নাওফেল ও আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। জাহেলি যুগে তারা শিরকাতুল মুফাওয়াদা'র ভিত্তিতে মূলধন যোগান দিয়ে যৌথ ব্যবসা করতেন। তারা পরস্পরকে ভালোবাসতেন[২২]।

---

১৯ প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

২০ প্রাগুক্ত।

২১ ইবন হুমাম, শারহু ফাতহুর কাদীর, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।

২২ হাকেম, আল মুস্তাদ্রাক, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫০৭৪।

www.bjilibrary.com

উপর্যুক্ত দলিলগুলোর ভিত্তিতে হানাফী ফকিহগণ শিরকাতুল মুফওয়াদা'র ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

খ. শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারিত্ব)

শিরকাতুল ইনান বা অসম অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা: যে ব্যবসায় অংশীদারগণ অর্থ ও শ্রম সমান অথবা অসমানভাবে যোগান দেয় এবং লাভ-লোকসানেও সমান অথবা অসমানভাবে অংশীদারি হয়; তাকে শিরকাতুল ইনান বলা হয়[২৩]।

অন্য ভাষায় যে যৌথ ব্যবসায় অংশীদারগণের মূলধন, দায়িত্ব-কর্তব্য, মুনাফার অংশ ইত্যাদি সমান সমান হয় না তাকে শিরকাতুল ইনান বলা হয়[২৪]।

এতদুভয় সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় যে, শিরকাতুল ইনানে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়া আবশ্যক:

ক. শিরকাতুল ইনানে সকল অংশীদারের মূলধন শ্রম এবং লভ্যাংশ সমান হওয়া শর্ত নয়। একজনের মূলধন অন্যের চেয়ে বেশি হতে পারে।

খ. অংশীদারগণ সকলে একই ধর্মের অনুসারী হওয়া আবশ্যক নয়।

গ. দু'জনের যেকোনো একজন পুরা ব্যবসার দায়িত্বশীল হতে পারে।

ঘ. মূলধন সমান হলেও লভ্যাংশ তাদের চুক্তি অনুসারে বেশ-কম হতে পারে।

ঙ. ব্যবসায় লোকসান হলে প্রত্যেকে নিজের মূলধন অনুযায়ী তা বহন করবে[২৫]।

শিরকাতুল ইনানে অংশীদারগণ পরস্পরের ওয়াকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। একজন অপর জনের জামিনদার তথা দায়িত্বশীল হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং এ জাতীয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসার উপর্যুক্ত যেকোনো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে ব্যবসা করতে পারে। মোট কথা নারী পুরুষ বালেগ নাবালেগ মুসলিম অমুসলিম সকলেই শিরকাতুল ইনানের ভিত্তিতে অংশীদার হতে পারে।

---

২৩ আব্দুর রহমান মুহাম্মদ, মাজ্‌মাউল আন্‌হার ফি শারহি মুল্‌তাকা অল-আবহার (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ১১।

২৪ ফাতওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১৮৩।

২৫ সৈয়দ সাবিক, ফিক্‌হুস্‌সুন্নাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৫৭।

www.bjilibrary.com

গ. শিরকাতুস্ সানায়ে (পেশাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

শিরকাতুস্ সানায়ে বা পেশাভিত্তিক অংশীদারিত্ব কারবারের সংজ্ঞা: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি কোনোরূপ আর্থিক লেনদেন ব্যতিরকে শুধু পেশাভিত্তিক অংশীদারির ভিত্তিতে ব্যবাসা পরিচালনা করে এবং তা থেকে অর্জিত লাভ লোকসানে অংশীদার হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে এই যৌথ ব্যবসাকে শিরকাতুল আবদান বা শিরকাতুস সানায়ে বা শিরকাতুত তাকাব্বুল বলা হয়।

অন্য ভাষায় কোনো পেশাজীবী শ্রেণির কিছু মানুষ যেমন: কুলি, মজুর, সুতার মিস্ত্রি, রাজ মিস্ত্রি ইত্যাদি পেশার মানুষ যদি এক সাথে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা সকলে একসাথে শ্রম দিয়ে কাজ করবে, আর এই কাজ থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে যা লাভ করবে তা তারা ভাগাভাগি করে নিবে তাহলে তাকে শিরকাতুল আবদান বা শিরকাতুস্ সানায়ে বা শিরকাতুত তাকাব্বুল বলা হয়। ইমাম শাফেয়ীর মতে এ ধরনের অংশীদারিত্ব বৈধ নয়। কারণ তার মতে, অংশীদারিত্ব কেবল ধন-সম্পদ নিয়ে যে ব্যবসা হয় তাতে হতে পারে, কেবল শারীরিক শ্রম দানের কাজে অংশীদারিত্ব হতে পারে না[২৬]।

ক. আমাদের মতে এ ধরনের অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কারবার বৈধ হওয়ার প্রমাণ হলো আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন,

اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ

> আমি, আম্মার ও সা'দ বদর যুদ্ধের দিন শরিক হলাম। তখন সা'দ দু'জন কয়েদি ধরে নিয়ে আসলেন। আর আমি ও আম্মার কিছুই আনতে পারলাম না[২৭]।

অর্থাৎ আমরা এ মর্মে শরিক হলাম যে যুদ্ধে গনিমত হিসেবে শ্রম দিয়ে যা পাব তা তিন জনে সমান সমান ভাগ করে নিব। এ অংশীদারিত্ব যে শ্রমভিত্তিক ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এ হাদিস থেকে শিরকাতুল আবদান বৈধ প্রমাণিত হয়।

---

[২৬] সৈয়দ সাবিক, ফিক্হুস্ সুন্নাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৫৯-৩৬০।

[২৭] নাসায়ী, খণ্ড- ১২, পৃষ্ঠা- ২৭৯, হা: ৩৮৭৬; আবু দাউদ, হা: ২৯৪০; ইবন মাজাহ, হা: ২২৭৯।

www.bjilibrary.com

ঘ. শিরকাতুল ওয়াজুহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

শিরকাতুল ওয়াজুহ বা সুনামভিত্তিক অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি কোনো মূলধন ব্যতীত তাদের স্ব-স্ব প্রভাব প্রতিপত্তি সুনামও বিশ্বস্ততাকে পুঁজি করে ধার-কর্জে মাল ক্রয়পূর্বক, নগদ বিক্রয় করার এবং তা থেকে অর্জিত লাভ-লোকসানে শরিক হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তবে তাকে শিরকাতুল ওয়াজুহ বা সুনামভিত্তিক অংশীদারি কারবার বলা হয়।

সুনামভিত্তিক অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারগণ যে মালামাল ক্রয় করে থাকে তাতে তারা পরস্পর একে অপরের উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়[২৮]।

হানাফি এবং হাম্বলি ফকিহগণ শিরকাতুল ওয়াজুহভিত্তিক অংশীদারি কারবার বৈধ বলে মনে করেন। কারণ তা এক ধরনের কাজ, সুতরাং তাতে অংশীদার হওয়া যায়। তারা যে পণ্য ক্রয় করে তাতে মালিকানার তারতম্য হতে পারে, অতএব লাভের অংশেরও তারতম্য হতে পারে, অতএব প্রত্যেকে তার অংশানুপাতে লাভের ভাগি হতে পারেন।

অন্যদিকে, শাফেয়ী ও মালেকি ফকিহদের মতে শিরকাতুল ওয়াজুহভিত্তিক অংশীদারি কারবার বৈধ নয়। কারণ তাদের মতে অংশীদারিত্ব হয় মাল ও কর্মের ভিত্তিতে, এক্ষেত্রে এ দুটাই অনুপস্থিত। সুতরাং শিরকাতুল ওয়াজুহ বৈধ হতে পারে না[২৯]।

মুশারাকা প্রসঙ্গে আবু তৈয়ব মুহাম্মদ সিদ্দিক খানের অভিমত

'আর রাওদা আন-নাদীয়্যাহ' নামক গ্রন্থ প্রণেতা আবু তৈয়ব মুহাম্মদ সিদ্দিক খান মুশারাকা প্রসঙ্গে যে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন তা আমরা এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করছি। তিনি বলেন, জেনে রাখুন বিভিন্ন ফিকাহ গ্রন্থে মুশারাকার প্রকার প্রসঙ্গে যথা: মুফাওয়াদা, ইনান, ওয়াজুহ, আবদান, নামে যে সব প্রকারের কথা বলা হয়েছে, এসব নাম না শরিয়াহভিত্তিক না অভিধানভিত্তিক। বরং এসব নাম পরে পরিভাষা হিসেবে রাখা হয়েছে। দু'জন মানুষের জন্য তাদের মাল একত্রিত করে তথাকথিত মুফাওয়দার মতো করে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নাই। কারণ সম্পদের মালিক তার সম্পদ নিয়ে যেমন ইচ্ছা- শরিয়তে

---

[২৮] ফাতাওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১৮৩।

[২৯] সৈয়দ সাবিক, ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৫৯।

www.bjilibrary.com

নিষিদ্ধ না হলে- ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। দু'জনের মাল সমান সমান হতে হবে, সম্পদ নগদ অর্থ হতে হবে, চুক্তি হতে হবে, ইত্যাদি জরুরি ও আবশ্যক বুঝাবার মতো কোনো দলিল নেই। বরং দু'জনের কেবল একত্রে ব্যবসা করার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

তেমনিভাবে দু'জন লোক একত্রিত হয়ে প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু পুঁজি দিয়ে তথাকথিত 'শিরকাতে ইনানে'র মতো করে কোনো পণ্য ক্রয় করলে তাতেও আপত্তির কিছু নেই। নবির যুগেই এ ধরনের মুশারাকায় ব্যবসা হয়েছে। সাহাবারাও তা করেছেন। তাঁরা অংশীদারির ভিত্তিতে প্রত্যেকে সাধ্যনুযায়ী অর্থ দিয়ে মাল ক্রয় করতেন, ক্রয়ের কাজটি দু'জনে বা দু'জনের একজন করতেন। এধরনের অংশীদারিত্বের জন্য চুক্তি হতে হবে, মাল একত্রে জমা করতে হবে এবং তা আবশ্যক এমন বক্তব্যের পক্ষে কোনো দলিল নেই।

তেমনিভাবে দু'জনের একজন অপর জনকে তার পক্ষ হতে ধার কর্জে মাল ক্রয় করে দু'জনে তথাকথিত শিরকাতুল ওয়াজুহ-এর মতো করে অংশীদারির ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য ওয়াকিল বানালে তাতেও আপত্তির কিছু নেই। তবে এ প্রসঙ্গে যে সব শর্তের অবতারণা করা হয়েছে তার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

অনুরূপ দু'জনের একজন অপর জনকে তার পক্ষ হতে তথাকথিত শিরকাতুল আবদান-এর মতো করে ইজারা নেওয়া ও কাজ করে দেওয়ার জন্য ওয়াকিল বানালে তাতেও আপত্তির কিছু নেই। এ ক্ষেত্রেও যে সব শর্তারোপ করা হয়েছে তারও কোনো ভিত্তি নেই।

মোদ্দা কথা: এসব অংশীদারি কারবারে কেবল সম্মতি যথেষ্ট। কারণ (অন্যের) মালিকাধীন সম্পদে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি আবশ্যক, অন্য শর্ত-শরায়েতের ধার-ধারার প্রয়োজন নেই। আর এর মধ্য হতে যা ওয়াকালা (প্রতিনিধিত্ব) ও ইজারা'র মতো তাতেও তাই যথেষ্ট যা এতদুভয়ে যথেষ্ট। সুতরাং এসব ভাগে বিভক্তি করণ ও এসব শর্ত-শরায়েত আরোপের ভিত্তি কী? কুরআন হাদিসের কোনো দলিল বা যুক্তি তাদের এসব করতে উৎসাহিত করেছে? ব্যাপার আসলে এসব দীর্ঘ শর্ত-শরায়েত ও বাধা ধরা নিয়ম নীতি থেকে সহজতর। কারণ শিরকাতে মুফাওয়াদা, শিরকাতে ইনান, শিরকাতে ওয়াজুহ, এর সার কথা হলো, যে কারো জন্য অন্য কারো সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যবসা করা এবং প্রত্যেকের যোগানো অর্থ সম্পদ অনুযায়ী লভ্যাংশ ভাগাভাগি করা বৈধ হওয়া। একথা সবাই জানে, এমনকি আলেম ব্যতীত অনালেমরাও জানে এবং বুঝে। এসব কারবার বৈধ হওয়ার

www.bjilibrary.com

ফতোয়া সাধারণ আলেমরাও দিতে পারে, এর জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকে যে অর্থ বিনিয়োগ করে তা সমানও হতে পারে আবার বেশ-কমও হতে পারে। যা বিনিয়োগ করে তা নগদ অর্থও হতে পারে আবার মালও হতে পারে। যে ব্যবসা করছে তাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ তাদের প্রত্যেকের পুরো সম্পদও হতে পারে আবার সম্পদের একটি অংশও হতে পারে। আবার তারা দু'জনের একজন বা দু'জনেই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। ব্যাপার যাই হোক! তারা এসব প্রকারের প্রত্যেকটির-আসলে যা এক জিনিস-সুনির্দিষ্ট নামকরণ করেছে। আসলে নামকরণ বা পরিভাষায় কি এসে যায়। তবে এসব বাধ্য-বাধকতা ও শর্ত-শরায়েত আরোপের কি অর্থ হতে পারে। ছাত্রদের এসব শিখতে ও লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য করার এবং কষ্ট দানেরই বা কি প্রয়োজন আছে? আপনি যদি কোনো কৃষক বা কোনো মুদি দোকানিকে জিজ্ঞাসা করেন কোনো জিনিস যৌথভাবে কিনে এবং তা বিক্রয় করে কি লাভ করা বৈধ? তার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দান একেবারেই কঠিন নয়, সে বলতে পারে যে, হ্যাঁ বৈধ। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন শিরকাতুল ইনান, বা শিরকাতুল ওয়াজুহ, বা শিরকাতুল আবদান বৈধ কি না? তখন তারা এসব শব্দের অর্থ বুঝতেই হয়রান হয়ে যায়। বরং আমরা দেখেছি যে, শরিয়াহর সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ অনেক আলেমকে এসব বিষয়ের বিস্তারিত জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা হলে তারাও বিব্রত বোধ করেন। তারাও এর একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করতে পারেন না। অবশ্য যদি সাম্প্রতিককালে কোনো ফিকাহ গ্রন্থ ভালো করে মুখস্ত করে থাকেন তবে ভিন্ন কথা। তখন হয়ত তার পক্ষে এসব বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা দান সম্ভব হতে পারে। মুজতাহিদ তো সে লোক নয় যে দলিলবিহীন বিভিন্ন মত ও রায় ব্যাপকাকারে মুখস্ত করে। আর যে সব কথা বলা হয়েছে তা সবই বাছ-বিচারবিহীনভাবে গ্রহণ করে। এটা তো মুকাল্লিদেরই স্বভাব। বরং মুজতাহিদ হলো সে যে, সঠিক অভিমত বাছাই করে নিতে পারে। বাতিল অভিমতকে বাতিল প্রমাণ করতে পারে এবং প্রত্যেক মাসয়ালা দলিলের আলোকে বাছ-বিচার করে নিতে পারে। সত্য গ্রহণ থেকে তাকে কেউ-সে অন্যের চোখে যত বড়ই হোক না কেন-বিরত রাখতে পারে না। কারণ সত্য মানুষ দেখে বুঝা যায় না। এতদুদ্দেশ্যেই আমি এ প্রসঙ্গে এমন এক পন্থাবলম্বন করেছি যার মূল্য কেবল ওই সমস্ত লোক বুঝতে পারে যাদের হৃদয় পক্ষপাতিত্ব মুক্ত এবং মন মানসিকতা তথাকথিত বিশ্বাস থেকে অবমুক্ত। আল্লাহ পাকই সর্বোত্তম সাহায্যকারী[৩০]।

---

[৩০] আবু তৈয়ব মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, আর রাওদা আন-নাদীয়্যাহ শারহু আদ্দুরার আল

www.bjilibrary.com

মুশারকা বিনিয়োগের প্রস্তাবনা

ইসলামী অর্থায়নের আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি হলো মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা। কিন্তু বির্তমান যুগে এদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো নানা কারণে বিশেষত বিনিয়েগ গ্রহীতাদের অনৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার অভাবের কারণে মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। আমরা এখানে মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার জন্য কিছু প্রস্তাবনা পেশ করছি। আশা করি আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হলে ব্যাংকের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে।

ক) ইসলামী ব্যাংক যে সব পণ্য গণনা করে রাখা যায় এবং নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা হয়, সে সব পণ্য ব্যবসায়ীদেরকে 'শিরকাতুল ইনান' বা অসম মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থ যোগান দিয়ে তাদের সাথে যৌথভাবে ব্যবসা করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনো গাড়ি ব্যবসায়ী বা ফ্রিজ ব্যবসায়ী বা ফার্ণিচার ব্যবসায়ীর যদি বিশ লাখ টাকার মূলধন থাকে আর সে তার ব্যবসা সম্প্রসারিত করার জন্য আরো দশ লাখ টাকা ব্যাংকের কাছ থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে চায় ব্যাংক তাকে 'শিরকাতুল ইনান'-এর ভিত্তিতে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতার লভ্যাংশ নির্ধারণ করে অর্থ যোগান দিতে পারে। তার উপর নানা শর্তও আরোপ করতে পারে, যথা: ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে তার সাথে ব্যবসা তদারক করার জন্য একজন তদারককারী থাকবে এবং নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সাথে সাথে ব্যাংকের লভ্যাংশের টাকা ব্যাংকের প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করবে, তার ব্যবসার যাবতীয় লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে করবে ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ফ্রিজের ক্রয়মূল্য যদি ২০,০০০ টাকা হয় আর তার বিক্রয় মূল্য যদি ২৫,০০০ টাকা নির্ধারিত হয় এবং বিনিয়েগ গ্রহীতার সাথে ব্যাংকের চুক্তি থাকে যে, ব্যাংক ২০% অথবা ৩০% লাভ পাবে। এমতাবসস্থায় ফ্রিজটি বিক্রয় হওয়ার পর ব্যাংক ২০% লাভ পাবে বলে চুক্তি থাকলে তখন ব্যাংক পাবে ১০০০ টাকা। আর ৩০% এর চুক্তি থাকলে ব্যাংক পাবে ১,৫০০ টাকা। কারণ এ ফ্রিজে ব্যাংক আসলে বিনিয়োগ করেছে ৬,৬৬৬ টাকা, আর বিনিয়োগ গ্রহীতা বিনিয়োগ করেছে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৩,৩৩২ টাকা। তদুপরি তার দোকান কর্মচারী ইত্যাদিও রয়েছে সুতরাং সে পাবে ৮০% বা ৭০% লাভ।

বাহিয়্যাহ (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

www.bjilibrary.com

খ. আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংক চাইলে মুশারাকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারে। যেমন কোনো গাড়ি আমদানিকারক যদি গাড়ি আমদানি করার জন্য ইসলামী ব্যাংকে এলসি খুলতে আসে আর সে ২০ কোটি টাকার এলসি খুলতে চায় কিন্তু তার মাত্র ১৫ কোটি টাকা ক্যাশ থাকে; আর বাকি ৫ কোটি টাকা সে ব্যাংকের বিনিয়োগ চায়; এমতাবস্থায় যেকোনো ইসলামী ব্যাংক তাকে বলতে পারে, আমদানি কর্মে আমাকে অংশীদার করা হলে আমরা মুশারাকার ভিত্তিতে ৫ কোটি টাকা যোগান দিতে পারি। গাড়িগুলো আমদানির পর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ক্রেতা পাওয়া গেলে তখন ব্যাংকের পাওনা পাওয়ার শর্তে গাড়ি তাকে হস্তান্তর করা হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মুদারাবা

ইসলামী অর্থায়নের আর একটি অন্যতম আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি হলো মুদারাবা। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা সংস্থা বিশেষ তাদের ব্যবসার জন্য অর্থ যোগানের আবেদন নিয়ে ব্যাংকের কাছে আসে। ব্যাংকের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন বলে মনে হলে, আর ব্যবসাটাও হালাল এবং লাভজনক হবে বলে ব্যাংক মনে করলে, তখন ব্যাংক ব্যবসায় টাকা যোগান দেয়। আর ব্যক্তি বা সংস্থা শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংক এবং ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে উভয়ের সম্মতি ক্রমে এমন একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, লাভ যা হবে তা ব্যাংক আর ব্যবসায়ীর মধ্যে চুক্তির হার আনুযায়ী ভাগ হবে। আর ব্যবসায়ীর ত্রুটি বা অব্যবস্থাপনার কারণ ছাড়া মূলধনের ক্ষতি হলে ক্ষতি পুরাটাই ব্যাংক বহন করবে, অন্য দিকে ব্যবসায়ীর শ্রম যাবে, সে তার শ্রমের কোনো মূল্য পাবে না[৩১]।

আমরা এখানে উপর্যুক্ত ব্যবসাটি ইসলামী শরিয়াহর আলোকে কতটুকু বৈধ হয়েছে তা জানার জন্য চেষ্টা করেছি। আমাদের জানা মতে উক্ত ব্যবসাটি একটি মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবসা।

---

৩১ ড. ওয়াহাবা আয্ যুহাইলি, আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৫৯৯, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা-৪১৫।

www.bjilibrary.com

মুদারাবা পরিচিতি

আমরা ইতিপুর্বে আলোচনা করেছি যে, মুদারাবা (مضاربة) একটি আরবি শব্দ। এটা দারবুন (ضرب)-এর ক্রিয়ামূল। দারবুন শব্দের অর্থ হলো ভ্রমণ করা, দেশ সফর করা। এ অর্থেই শব্দটি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো[৩২] এখানে পৃথিবীতে ভ্রমণ বলতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যে ভ্রমণ বিহীন সফলতা লাভ করা যায় না। প্রাচীন আরবি ভাষায় এবং পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত দারবুন শব্দ থেকেই এক প্রকারের যৌথ ব্যবসা বুঝাবার জন্য মুদারিবা শব্দটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মুদারাবার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হানাফী ফিকাহ্‌র বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়াহ'য় বলা হয়েছে,

> المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونها ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا

> মুদারাবা হলো শরিকানায় ব্যবসা করবে এ মর্মে এক চুক্তি, যাতে এক পক্ষ মূলধন দেয় (আর অপর পক্ষ শ্রম দেয়)। তার উদ্দেশ্য হয় লভ্যাংশে শরিক হওয়া। লভ্যাংশের অধিকারী হয় একপক্ষ মূলধন যোগান দানের জন্য আর অপর পক্ষ শ্রমদানের জন্য। এ দুটি বিষয় না থাকলে মুদারাবা চুক্তি হয় না। দেখুন, যদি এমন শর্ত করা হয় যে, সমস্ত লাভ মূলধন যোগানদাতা পাবে তাহলে তা হবে বুদাআহ। আর যদি শর্ত করা হয় সমস্ত লাভ মুদারিব পাবে তাহলে তা হবে কর্জ বা ঋণ[৩৩]।

অপর এক সংজ্ঞায় সৈয়দ সাবিক তার 'ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ', নামক গ্রন্থে বলেন,

---

[৩২] সুরা নিসা, ৪: ১০১।

[৩৩] হিদায়া (প্রাগুক্ত), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০২।

www.bjilibrary.com

عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.

দুই পক্ষের এমন এক চুক্তি যাতে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ব্যবসা করার জন্য নগদ অর্থ যোগান দিবে এশর্তে যে, লাভ যা হবে তা তারা তাদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নিবে[৩৪]।

মুদারাবা চুক্তিতে অর্থ যোগানদাতাকে সাহিবুল মাল, আর শ্রম দাতাকে মুদারিব বলা হয়। মুদারাবা ব্যবসায় লাভ হলে তা উভয়ে-তাদের পূর্বে নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে যথা: দু'জনেই সমান সমান বা কেউ ৬০% আর কেউ ৪০%- অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগাভাগি করে নেয়। আর ব্যবসায় ক্ষতি হলে তখন অর্থ যোগানদাতার অর্থ লোকসান যায়, আর শ্রমদাতার শ্রম যায়। সুতরাং আর্থিক ক্ষতি সম্পূর্ণটাই সাহিবুল মাল-কে বহন করতে হয়।

মুদারাবা'কে মক্কা-মদিনা তথা হিজাযের ভাষায় *ক্বিরাদ* এবং *মুআমেলা*ও বলা হয়। মহানবি সা.-এর এক হাদিসেও ক্বিরাদ শব্দটি মুদারাবা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে[৩৫]।

এখানে উল্লেখ্য যে মুদারাবা কারবারে লাভ যাই হোক না কেন এক পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে লাভ নেওয়া- যথা: ৫,০০০, বা ১০,০০০ টাকা নেওয়া-বৈধ নয়। কারণ তা অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত। যা নিষেধ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না,[৩৬]

---

৩৪ সৈয়দ সাবিক, ফিক্‌হুস সুন্নাহ (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০২।

৩৫ সৈয়দ সাবিক, ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০২।

৩৬ সুরা নিসা, ৪: ২৯।

www.bjilibrary.com

কারণ এরূপ চুক্তির ক্ষেত্রে কেবল এই পরিমাণ লাভ হলে; শুধু এক পক্ষ লাভবান হবে, আর অন্যপক্ষ পরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি আদৌ ওই পরিমাণ লাভ না হয় তখন সে পক্ষও শর্তানুযায়ী লাভ পাবে না, আর অপর পক্ষ তো পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। ফলে যেকোনো এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের ক্ষতি হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা থাকবে। এ কারণেই মুদারাবা চুক্তিতে নির্দিষ্ট হারে লাভ ভাগাভাগি করার শর্ত করা বৈধ নয়। তেমনিভাবে ৫০% বা ৬০% লভ্যাংশ এক পক্ষের জন্য নির্ধারণ করার পর তার উপর অতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা বা ১০,০০০ টাকা নিব, এমন শর্ত করাও বৈধ নয়। কারণ তাতেও পূর্বোক্ত একই সমস্যা দেখা দিবে।

মুদারাবার প্রকার

মুসলিম ফকিহগণ মুদারাবাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন যথা:

১. *মুদারাবা মুকাইয়্যাদা (শর্ত যুক্ত মুদারাবা):* যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার সময়-সীমা, স্থান, শ্রেণি, অংশীদারদের সংখ্যা, কোন ধরনের মাল ক্রয় করা হবে, কার নিকট হতে মাল ক্রয় করা হবে, কার কাছে বিক্রয় করা হবে, কোথায় ব্যবসা করা যাবে, কোথায় ব্যবসা করা যাবে না, ইতাদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাই মুদারাবা মুকাইয়্যেদা। পরে উল্লেখিত দুটি হাদিস থেকে জানা যাবে যে, হাকীম ইবন হোযাম এবং রাসুল সা.-এর চাচা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব মুদারাবা মুকাইয়্যাদার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। রাসুল সা. তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব এর মুদারাবা চুক্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পর তার কর্ম-কাণ্ড পছন্দ করা থেকে প্রতীয়মান হয়, মুদারাবা মুকাইয়্যাদার ক্ষেত্রে রাব্বুল মাল যে সব শর্ত আরোপ করেন মুদারিব'কে তা মেনে চলতে হবে। অন্যথায়, লোকসান হলে তার দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

২. *মুদারাবা মুত্লাকা (শর্তহীন মুদারাবা):* আর যে মুদারাবা চুক্তিতে এরূপ কোনো শর্ত করা হয় না বরং 'মুদারিব'কে তার ইচ্ছামতো ব্যবসা করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাই হলো মুদারাবা মুত্লাকা। মুদারাবা মুত্লাকার ক্ষেত্রে 'রাব্বুল মাল' কোনো শর্ত আরোপ না করলেও

www.bjilibrary.com

মুদারিবের নৈতিক দয়িত্ব হলো এমন কোনো রিস্ক ও পদক্ষেপ না নেওয়া যাতে ব্যবসায় লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। কারণ এ সম্পদ তার হাতে আমানত। এরূপ রিস্ক নিয়ে ব্যবসা করলে আর তাতে লেকসান হলে তখন তা আমানতের খেয়ানত বলে গণ্য হয়।

মুদারাবা চুক্তির বৈধতা

মুদারাবা চুক্তি পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস সবকিছু মতেই বৈধ। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে মুদারাবা চুক্তি বৈধ হওয়ার দলিলগুলো সংক্ষিপ্ত রূপে পেশ করছি।

প্রাচীন কালে মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবসার জন্য সাধারণত দেশ ভ্রমণ ও সফরের প্রয়োজন হতো। এ কারণেই কুরআনে বার বার মুদারাবা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেশ ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। আর মুদারাবা বুঝাবার জন্য ফাদলুল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মুদারাবা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা আমরা এখানে পেশ করছি।

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আর এক দল পৃথিবীতে বিচরণ বা ভ্রমণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ বা ব্যবসার আশায়। অপর এক দল আল্লাহর পথে জিহাদ করে[৩৭]।

খ. আল্লাহ তায়ালা অপর এক আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ইমানদারগণ যখন জুমার দিন সালাতের জন্য আজান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের (সালাতের) দিকে ধাবিত হও। আর

---

[৩৭] সুরা আল মুযযাম্মিল, ৭৩: ২০।

www.bjilibrary.com

বেচা-কেনা বর্জন কর।এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো[৩৮]।

গ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم

তোমাদের জন্য (হজের সময়) আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করাতে কোনো ক্ষতি নেই[৩৯]।

প্রায় সকল মুফাস্‌সির ও ফকিহ্‌র মতে উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে ফাদলুল্লাহ বা আল্লাহর অনুগ্রহ বাক্য দ্বারা মুদারাবা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতগুলো অনুযায়ী মুদারাবা বৈধ[৪০]।

মহানবি সা.-এর সুন্নাহতেও মুদারাবা বৈধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এখানে তার কিছু প্রমাণ পেশ করছি।

ঘ. আব্দুল্লআহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সা. মিনায় খুতবা দিলেন। তখন তিনি বললেন,

إن يَوْمُكُمْ يَوْمٌ حَرَامٌ ، وَشَهْرُكُمْ شَهْرٌ حَرَامٌ ، وَبَلَدُكُمْ بَلَدٌ حَرَامٌ وإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بينكم حَرَامٌ ، إلا عن تجارة أو قراض

তোমাদের আজকের দিনটি একটি হারাম দিন। তোমাদের এ মাসটিও একটি হারাম মাস। তোমাদের এ শহরটিও একটি হারাম শহর। তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ তোমাদের মধ্যে (পরস্পরের জন্য) হারাম, তবে ব্যবসার মাধ্যমে বা ক্বিরাদ (মুদারাবা) এর মাধ্যমে হলে হালাল[৪১]।

---

৩৮ সুরা আল জুমআ, ৬২: ১০।

৩৯ সুরা বাকারা, ২: ১৯৮।

৪০ ফিক্‌হুল মুআমিলাত (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।

৪১ ফাকেহী, আখবারু মাক্কা (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৯৭।

www.bjilibrary.com

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মক্কা-মদিনা তথা হিজাযে মুদারাবা বুঝাবার জন্য তখনকার আরববাসীরা 'ক্বিরাদ' শব্দটি ব্যবহার করতো। এ হাদিসে মহানবি সা. মুদারাবা বুঝাবার জন্য ক্বিরাদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৬. হারেছ আল-আকলী থেকে বর্ণিত।

فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً وَأَلْفٍ دَيْناً وَلَمْ يَدَعْ إِلاَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ .

এক লোক মৃত্যুর সময় স্বীকার করল যে, তার কাছে এক হাজার দিরহামমুদারাবা'র ও এক হাজার দিরহাম কর্জ বা দেনা আছে। লোকটি কেবল এক হাজার দিরহাম রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় আগে তার কর্জ পরিশোধ করা হবে। তা পরিশোধের পর কিছু বাকি থাকলে তখন তা মুদারাবার সাহিবুল মাল কে দেওয়া হবে[৪২]।

চ. রাসুল সা. অপর এক হাদিসে বলেন,

ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে; বাকি বেচা-কেনা, মুদারাবা এবং গমের সাথে -বাড়িতে খাওয়ার জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়- যব মিশানো[৪৩]।

মুহাদ্দিসদের মতে এ হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল। শেখ শান্‌কিতি তার তাফসীর *আদওয়ায়ুল বায়ান ফি ঈদাহিল কুরআন বিল কুরআন*-এ বলেন, মুদারাবা প্রসঙ্গে কোনো মারফু সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়নি। তবে সাহাবিগণ তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমায় উপনিত হয়েছেন। কারণ তাদের মধ্যে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কেউ তা

---

৪২ দারিমী, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৪৭৭, হা: ৩০৯৬; হেসাইন সেলিম আসাদ বলেন, হারেছ আকালী পর্যন্ত এর সনদ সহিহ (মাক্‌তাবা শামিলা)।

৪৩ ইবন মাজাহ, হা: ২২৮৯, নাসিরুদ্দিন আল বানী বলেন, হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল (জামেয়ুস্ সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬২৮।

www.bjilibrary.com

করতে আপত্তি ও নিন্দা করতো না। মুসলমানরা সাহাবিদের যুগ হতেই বিনা বাধায় এ ধরনের মুআমিলা করে আসছেন[৪৪]।

ছ. মহানবি সা.-এর সীরাত পাঠে জানা যায় যে, তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্বে খাদীজা রা.-এর মাল নিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য সিরিয়া গিয়েছিলেন। এ ঘটনা নবুওয়াত পূর্ব ঘটনা হওয়ার কারণে ইসলামী শরিয়াহর দলিল হতে পারে না। তবে মহানবি সা. এ ঘটনা নবুওয়াত লাভের পর বার বার উল্লেখ করার কারণে ফকিহ্গণ একে মুদারাবার দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সে কথা বার বার উল্লেখ করা মানে তা সমর্থন করা[৪৫]।

জ. রাসুল সা. যখন নবি হিসেবে প্রেরিত হন তখন লোকজন মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করছিলেন। মহানবি সা. এসব কথা জানতেন। জানা সত্ত্বেও তাদেরকে তা করতে নিষেধ না করা থেকে প্রমাণ হয় যে, মহানবি সা. তা অনুমোদন করেছেন[৪৬]।

ঝ. ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلاَ يَشْتَرِىَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- فَأَجَازَهُ

রাসুল সা.-এর চাচা আব্বাস রা. যখন ব্যবসার জন্য মুদারাবার ভিত্তিতে টাকা পয়সা বিনিয়োগ করতেন তখন তিনি মুদারিবের উপর শর্ত আরোপ করতেন যে; তার সম্পদ নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণ করা যাবে না, মরুভূমি পাড়ি দেওয়া যাবে না এবং তার সম্পদ দ্বারা কোনো জীবিত পশু-প্রাণী ক্রয়বিক্রয় করা যাবে না। যদি করে তাহলে তাকে তার দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। এসব শর্তারোপের কথা রাসুল সা.-এর কাছে

---

৪৪ শেখ শানকিতি, আদওয়ায়ুল বায়ান ফি ঈদাহিল কুরআন বিল কুরআনি, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২৪৭।

৪৫ ফিকহুল মুআমিলাত, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।

৪৬ প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

পৌঁছানো হলে তিনি তা পছন্দ করেন এবং তার অনুমতি দেন[৪৭]। মুহাদ্দিসদের মতে এ হাদিসটিও সহিহ নয়।

ঞ. হাকীম ইবন হিযাম থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي

তিনি কোনো লোককে কোনো সম্পদ মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য দিলে তখন তার উপর শর্ত আরোপ করতেন যে, এ মাল দিয়ে কোনো জীবন্ত প্রাণী ক্রয় করা যাবে না, পণ্য নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণ করা যাবে না, পণ্য নিয়ে উপত্যকার নদীতে অবতীর্ণ হওয়া যাবে না, যদি এরূপ কিছু করা হয় তাহলে তোমাকে আমার মালের জামিন হতে হবে, বা দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। হাফেয ইবন হাজর ও তাঁর তালখীছে-এর সনদ নির্ভর যোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন[৪৮]।

ট. ইমাম মালেক তার মুআত্তায় আলা ইবন আব্দুর রহমান ইবন ইয়াকুব থেকে, তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا- وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

তিনি ওসমান রা.-এর কিছু মাল নিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে লাভের অংশ (অর্ধেক অর্ধেক হিসেবে) ভাগ হবে এশর্তে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করেছিলেন[৪৯]। বুলুগুল মুরামে ইবন হাজর আসকালানী বলেন, এটা একটি মাওকুফ হাদিস। হাদিসটি মাওকুফ হলেও সনদ সহিহ।

---

৪৭ বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১১১, হা: ১১৯৪৫; আল ইখ্‌তিয়ার লি তা'লিল আল্ মুখতার, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০।

৪৮ দারুকতনী, তিনি বলেন, এ হাদিসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৬৩; হাফেয ইবন হাজর ও তার তালখীছে-এর সনদ নির্ভর যোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫৮।

৪৯ মুআত্তা ইমাম মালিক, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৬৮৮; এটা একটা মওকুফ হাদিস, তবে সহিহ (বুলুগুল মুরাম, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩৪৮)।

www.bjilibrary.com

ঠ. আবু জোবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

عَن الرجل يُعْطي الرجل المال قراضا فَيشْتَرط لَهُ كَمَا أعطَاهُ نَحْو يَوْم يَأْخُذهُ قَالَ: لَا بَأْس بذلك

কোনো লোক যদি অপর কোনো লোককে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য কোনো সম্পদ দেয় অতঃপর তার উপর শর্তারোপ করে যে, তাকে যেভাবে সম্পদ দেওয়া হয়েছে সেভাবে অমুক তারিখে নিয়ে নিবে। তিনি জবাবে বললেন, এতে আপত্তির কিছু নেই[৫০]।

ড. আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মুদারাবা বৈধ হওয়ার পক্ষে সাহাবিদের ইজমা রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, সাহাবিরা পরস্পরের সাথে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কেউ কখনও আপত্তি করেননি। তাদের আপত্তি না করা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ইজমা ও ঐক্যমত রয়েছে। সাহাবিদের মধ্যে যারা মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ওমর, আলী, ওসমান, আয়শা, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রা. ইত্যাদি[৫১]। সাহাবিদের মধ্যে এরা সকলেই ইসলামী আইন বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত বলে স্বীকৃত ছিলেন। তাদের মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসাকরণ প্রমাণ করে যে, মুদারাবা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ ছিল না।

ঢ. মুদারাবা বৈধ হওয়ার পক্ষে যুক্তি হলো, সমাজে নানা রকমের মানুষ আছেন। কারো সম্পদ ও পুঁজি আছে আবার কারো সম্পদ নেই। কারো ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞান আছে কিন্তু অর্থ-বিত্ত নেই। আবার কারো টাকা পয়সা আছে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে না বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় পায় না। যার টাকা-পয়সা নেই তার যেমন টাকা-পয়সা রোজগারের প্রয়োজন আছে, তেমনি

---

৫০ ইবন মুলকিন, আল বাদারুল মুনীর ফি তাখরীজি আহাদিস ওয়াল আছার আল ওয়াকিয়া ফি শারহিল কাবির, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ২৭; তিনি বলেন, বাইহাকী এ হাদিসটি তার সুনানে ইবন লাহাইয়্যার সনদে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি একজন দুর্বল রাবী।

৫১ আব্দুল্লাহ ইবন মাহমুদ ইবন মাওদুদ আল মাওসেলী,আল ইখ্‌তিয়ার লি তা'লিল মুখতার (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০; ফিকহুল মুআমিলাত, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।

www.bjilibrary.com

যার টাকা-পয়সা আছে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে না বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় পায় না তারও টাকা-পয়সা বৃদ্ধি এবং রোজগারের প্রয়োজন আছে। এমতাবস্থায় যে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে, যদি তাকে যার পুঁজি ও টাকা-পয়সা আছে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে না বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় পায় না কিংবা ব্যবসা করার মতো শারীরিক সামর্থ নেই সে টাকা পয়সা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দেয়, তাহলে তারা উভয়ে লাভবান হতে পারে। তাদের এ ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা সমাজ উপকৃত হতে পারে এবং দেশ ও জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নও হতে পারে। কাজেই এ ধরনের দুই পক্ষকে যৌথ ব্যবসা করার অনুমতি দান যুক্তিসঙ্গত। এ যৌথ ব্যবসাই হলো মুদারাবা।

ণ. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য করা হয় এর মধ্যে একটি হলো মুদারাবা। এটা হচ্ছে এমন এক ব্যবসা যার মধ্যে এক পক্ষ মূলধনের ব্যবস্থা করে এবং অপর পক্ষ সে মূলধন দিয়ে ব্যবসা করে। এ ব্যবসায় যা মুনাফা হয় তা উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত হার অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যবসা করা হলে পুঁজি একই স্থানে পুঞ্জিভূত না হওয়ার ফলে সকলে উপকৃত হতে পারে[৫২]।

ইসলামী শরিয়াহ মতে শুরুতে মুদারাবার মাল মুদারিবের কাছে আমানত হিসেবে থাকে। অতঃপর যখন ব্যবসা শুরু করে তখন সে রাব্বুল মালের ওয়াকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়। অতঃপর ব্যবসায় লাভ হলে তখন সে হয় অংশীদার[৫৩]।

বর্তমান যুগে মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের সমস্যা

মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির বিনিয়োগ ইসলামী অর্থনীতির মূল দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর্দশ ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি হলেও পৃথিবীর সর্বত্রই ইসলামী বাংক ব্যবস্থায় মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির বিনিয়োগের সংবাদ সুখকর নয়। বর্তমানে এ দেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির বিনিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ বিনিয়োগ গ্রহীতাগণের সততা এবং নৈতিকতার অভাব। এদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠালগ্নে মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে

---

[৫২] শাহ ওয়ালী উলালাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬৬৮।

[৫৩] ফাতাওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১৬৫।

www.bjilibrary.com

কিছু অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিনিয়োগ গ্রহীতাগণ ব্যাংককে লোকসান দেখায়। ব্যাংক জনগণের টাকা নিয়েই কারবার করে। জনগণ কিছুটা লাভের আশায় মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যাংককে টাকা দেয়। ব্যাংক মুদারাবার ভিত্তিতে টাকা নিয়ে তা আবার মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে জনগণের টাকা লোকসান দিলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কেই জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এসব কারণেই প্রায় সবগুলো ইসলামী ব্যাংক মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ খুব সীমিত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আর এসবই হচ্ছে আমাদের সততা ও নৈতিকতার অভাবের কারণে। আমরা ভুলে যাই ইসলামী ব্যাংক থেকে মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে নেওয়া জনগণের টাকা আমাদের হাতে পবিত্র আমানত। এ আমানতের খেয়ানত করে যে অর্থ আত্মসাৎ করা হয় তা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। মুদারাবা ও মুশারাকা দুটি যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি। যারা এতে খেয়ানত করে, খেয়ানতের কারণে তারা আল্লাহর রহমত ও সহযোগিতা হারায়। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুল সা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি দুই শরিকের মাঝে তৃতীয় জন হিসেবে থাকি যতক্ষন না তারা একে অপরের সাথে খেয়ানত করে। আর যখন খেয়ানত করে তখন আমি তাদের মধ্য হতে বের হয়ে যাই[৫৪]। অর্থাৎ খেয়ানতের কারণে তারা আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা হারায়। আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়। আর তাদের আত্মসাৎকৃত অর্থ হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ হারাম। এ হারাম অর্থ খাওয়ার কারণে তাদের ইবাদত বন্দেগি কিছুই কবুল হয় না। এর কুপ্রভাব পড়ে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে। তাদের পারিবারিক জীবনে ও সমাজ জীবনের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ আত্মসাতের ব্যাপারটি দুনিয়ার আদালতকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালার আদালতকে কিছুতেই ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের প্রায় সকলের অন্তরে ক্ষীণ ও ম্রিয়মাণ। আমরা বিশ্বাস করতে চাই না এর জন্য আমাদের দুনিয়ায় নানা অশান্তি ও শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং পরকালে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এসব কারণেই মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আনতে হবে নতুনত্ব। উদ্ভাবন করতে হবে নতুন নতুন মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি। যাতে ব্যাংকের ঝুঁকি কমে, আর জনগণের টাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আমরা এখানে মুদারাবা বিনিয়োগের কিছু নতুন পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

---

[৫৪] আবু দাউদ, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ২২৮, হা: ২৯৩৬।

www.bjilibrary.com

মুদারাবা বিনিয়োগের প্রস্তাবনা

ক. কোনো ইসলামী ব্যাংক যদি ব্যবসায়িক কারবারে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় তাহলে ব্যাংক আগে বাজারের অবস্থা যাচাই করে দেখতে পারে। যদি ব্যাংক মনে করে প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন ব্যাংক মুদারাবা মুকায়্যেদার ভিত্তিতে মুদারিবের নামে একটি একাউন্ট খুলে তাতে অর্থ জমা করতে পারে। মুদারিবের উপর ব্যাংকের আনুকূল্যে নানা শর্ত আরোপ করতে পারে। অতঃপর মুদারিব ওই একাউন্ট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে নিয়ে পণ্যক্রয় করবে, আর পণ্য বিক্রয় করলে ওই একাউন্টেই বিক্রয়ের টাকা জমা করবে। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ব্যাংকে জমা দিবে। পণ্য ক্রয়ের সময় ব্যাংকের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিও মুদারিবের সাথে থাকতে পারে।

খ. আমাদের মতে ইসলামী ব্যাংক তার মুদারাবা বিনিয়োগে ঝুঁকি কমাতে চাইলে এমন পণ্যের ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে যা সহজেই গণনা করে রাখা যায়। যেমনঃ ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন, টেবিল, চেয়ার, খাট ইত্যাদি। এসব পণ্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা হলে এবং ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা সব সময় তদারকি করলে, কয়টা পণ্য বিক্রয় হলো, আর কয় টাকা লাভ হল তা সহজে জানা যাবে। ফলে মুদারিবের, পক্ষে ব্যাংককে ফাঁকি দেওয়া এবং ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ করা সম্ভব হবে না।

গ. ইসলামী ব্যাংক যদি পণ্য আমদানির উদ্দেশ্যে মুদারাবা বিনিয়োগ করতে চায় তাহলে ব্যাংক নিজেই মুদারিবের সাথে কথা বলে আমদানি কারকের নামে একটি মুদারাবা মুকাইয়্যেদা এলসি খুলে আমদানি কর্মে সহযোগিতা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে এলসি-টি মুদারাবা মুকাইয়্যেদা'র ভিত্তিতে হওয়ার কারণে ব্যাংক মুদারিবের উপর ব্যাংকের অনুকুলে নানা শর্ত আরোপ করতে পারে। আমদানির যাবতীয় কর্ম-কাণ্ড ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হয় বলে ব্যাংকের ঝুঁকিও কম থাকে। তবে পণ্য দেশে পৌছার পর ব্যাংক পূর্বে আরোপিত শর্ত অনুযায়ী পণ্য নিজের আওতায় রাখতে পারে, এমতাবস্থায় মুদারিব ক্রেতা পেলে তখন ব্যাংক তার মূল্য পাওয়ার গ্যারান্টি নিয়ে মুদারিবের কাছে পণ্য হস্তান্তর করতে পারে। মুদারিবের সাথে ক্রেতার লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করার শর্তারোপও ব্যাংক চাইলে (মুদারাবা মুকাইয়্যেদার শর্ত অনুযায়ী) করতে পারে।

www.bjilibrary.com

এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মুদারিবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দখলে পণ্য না আসা পর্যন্ত মুদারিবের জন্য তা বিক্রয় করা বৈধ নয়, সুতরাং তা আগে দখলে নিয়ে আসতে হবে। কারণ রাসুল সা. বলেছেন, لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ যা কব্জা বা দখলে নাওনি তা বিক্রয় করো না[৫৫]। অপর এক হাদিসে রাসুল সা. বলেছেন, لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ তোমার কাছে যা নাই তা বিক্রয় করো না[৫৬]। তবে ক্রেতার সাথে বিক্রয়ের কথা পাকাপোক্ত করতে পারে। এমতাবস্থায় পণ্য তার দখলে আসলে তখন বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে বেচা-কেনা

মুয়াজ্জাল (مؤجل) একটি আরবি শব্দ। এটা মূলত আজল (اجل) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো, সময়, মেয়াদ, ওয়াক্ত ইত্যাদি। বাই মুয়াজ্জাল (بيع مؤجل) কে একারণেই বাই মুয়াজ্জাল বলা হয় যে, তাতে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য সময় বা মেয়াদ দেওয়া হয়। বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করা ইসলামে বৈধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এখানে পাঠকদের সামনে বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার প্রমাণ ও দলিল উপস্থাপন করা হলো:

বাই মুযাজ্জাল বৈধতার দলিল

ক. বাই মুয়াজ্জাল একারণেই বৈধ যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আল্লাহ তায়ালা বেচা-কেনা বৈধ করেছেন আর সুদ হারাম করেছেন[৫৭]।

---

৫৫ সুয়ূতী, মু'জামুল কাবীর (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৯৬, হা: ৩১০৭।

৫৬ মাওসূয়া আতরাফিল হাদিস, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৯২৮৭৬; ইবন আবু শাইবা, মুসান্নাফ, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা-৩১১,২০৪৯৯; মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে দুর্বল বলে মন্তব্য করলেও ইবন মনযার বলেন, এ ব্যাপারে আলেমদের ঐক্যমত আছে যে, কেউ কোনো খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করলে তা নিজের দখলে না এনে বিক্রয় করা যাবে না। ইবন কায়্যিম এ কথা উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের কথা আরও অনেক আলেম থেকে বর্ণিত আছে। (২৭৬/৯) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

৫৭ সুরা বাকারা, ২: ২৭৫।

www.bjilibrary.com

আলোচ্য আয়াত নগদ এবং বাকি বিক্রয় উভয়কে শামিল করে। সুতরাং বাই মুয়াজ্জাল বৈধ।

খ. বাই মুয়াজ্জাল একারণেও বৈধ যে, মহানবি সা. নিজে এবং মহানবির যুগে তার সহাবীগণ পরস্পরের সাথে এ পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করতেন। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে এ ধরনের বেচা-কেনা সংক্রান্ত কতিপয় হাদিস উপস্থাপন করছি।

গ. আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ, فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, فَامْتَنَعَ أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল অমুক এসেছে। তার কাছে সিরিয়ার কিছু কাপড় আছে। আপনি যদি তার কাছে কাউকে পাঠাতেন অতঃপর স্বচ্ছল হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে দুটি কাপড় কিনতেন (তাহলে ভালো হতো) একথা শুনে রাসুল সা. এক লোককে তার কাছে পাঠালেন। কিন্তু লোকটি বাকিতে বিক্রয় করতে অস্বীকার করলো[৫৮]। রাসুল সা.-এর বাকিতে পণ্য ক্রয় করতে চাওয়া থেকে তা বৈধ বলে প্রতীয়মাণ হয়।

ঘ. আবু বকর ইবন আব্দুর রহমান ইবন হারেছ ইবন হেশাম থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে রাসুল সা. বলেন, কোনো লোক কোনো পণ্য বিক্রয় করল অতঃপর ক্রেতা দরিদ্র হয়ে গেল আর বিক্রেতা তার পণ্যের কোনো মূল্য পেলো না, এমতাবস্থায় যদি সে পণ্যটি হুবহু পেয়ে যায়; তাহলে সে তার পণ্যটি নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার। আর যদি ক্রেতা মারা যায় এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার পণ্য নিয়ে যাবার ব্যাপারে ঋণ প্রাপকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবে[৫৯]।

---

[৫৮] হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত, এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (দেখুন, বলুগুল মুরাম, মিন আদিল্লাতিল আহকাম, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩২৬)

[৫৯] মালেক, মুআত্তা (আল্ মাক্তাবা আল্ এলমিয়া), পৃষ্ঠা- ২৭৮।

www.bjilibrary.com

ঙ. অপর এক হাদিসে আছে,

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ

ইবন ওমর চারটি উটের বিনিময়ে একটি আরোহনযোগ্য উট রাব্যা নামক স্থানে উটগুলো হস্তান্তর করার কথা দিয়ে বাকিতে কিনেছিলেন[৬০]।

চ. অপর এক হাদিসে আছে সাফফারের আযাদকৃত গোলাম ওবাইদ আবু ছালেহ হতে বর্ণিত। তিনি এ সংবাদ দেন যে,

أَنَّهُ قَالَ بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلاَ تُوكِلَهُ

তিনি 'দারে নাহলা' নামক স্থানের অধিবাসীদের কাছে কিছু কাপড় বাকিতে বিক্রয় করেছিলেন। অতঃপর তিনি কুফা যেতে চাইলে তখন তারা কাপড়ের মূল্য এ শর্তে নগদ পরিশোধ করবে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কিছু মূল্য কমিয়ে রাখবেন। তিনি এ প্রসঙ্গে যাইদ ইবন ছাবেতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তা তোমাকে খাওয়ার আদেশ করব না, আর না অন্যকে খাওয়াবার আদেশ করব[৬১]।

ছ. ইবন ইয়ামিনের আযাদকৃত গোলাম কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন ওমর কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে বললাম,

إِنَّا نَخْرُجُ بِالتِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ وَإِلَى الشَّامِ ، فَنَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ نُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَيَقُولُونَ: ضَعُوا لَنَا وَنُنْقِدُكُمْ ، فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهِ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا

---

৬০ বুখারি হাদিসটি শিরোনামে মুআল্লক বর্ণনা করেছেন (ফতহুলবারী), খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৪১৯।

৬১ মালেক, মুআত্তা (ইমাম মুহাম্মদ কর্তৃক বর্ণিত, বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামী), পৃষ্ঠা- ২৭১।

www.bjilibrary.com

وَيَطْعَمَهُ ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ " ، فَقُلْتُ: " إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ " قَالَ: " فَلا. "

আমরা বাসরায় ও সিরিয়ায় ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে যাই। গিয়ে সেখানে বাকিতে বেচা-কেনা করি। অতঃপর ফিরে আসতে চাই। তখন তারা বলে আমাদের থেকে কিছু মূল্য কমিয়ে রাখো, আমরা তোমাদেরকে নগদ মূল্য পরিশোধ করছি। তখন ইবন ওমর বললেন, এ লোকটি চাচ্ছে আমি তাকে সুদ খাওয়ার ও সুদ খাওয়াবার ফতোয়া দিই। অতঃপর তিনি তিন বার আমার বাহু ধরলেন, তখন আমি বললাম, আমি আপনার কাছে ফতোয়া চাচ্ছি। তখণ তিনি বলেলন, না (তা করা যাবে না)[৬২]।

উপর্যুক্ত হাদিসগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, বকিতে পণ্য বিক্রয় করা ইসলামে বৈধ। তবে হিদায়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, তবে শর্ত হলো, বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের সময় মূল্য পরিশোধের তারিখ সুনির্ধারিত হতে হবে। কারণ মূল্য পরিশোধের তারিখের অজ্ঞতা বেচা-কেনা চুক্তি দ্বারা যে মূল্য পরেশোধ ওয়াজিব হয় তা আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বিক্রেতা চায় মূল্য দ্রুত আদায় করে নিতে, আর ক্রেতা চায় দেরিতে পরিশোধ করতে (ফলে তাদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধ সৃষ্টি হয়)[৬৩]।

এ প্রসঙ্গে জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি বলেন,

বাইয়ে মুয়াজ্জাল বৈধ, তবে শর্ত হলো মূল্য পরিশোধের তারিখ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, মূল্য পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট তারিখের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে যেমন পহেলা জানুয়ারি পারিশোধ করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতেও হতে পারে। যেমন তিন মাস পর পরিশোধ করা হবে। কিন্তু মূল্য পরিশোধের সময় ভাবিষ্যতের এমন কোনো ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে নির্ধারণ করা যাবে না, যার চূড়ান্ত তারিখ অনির্দিষ্ট এবং অনিশ্চিত,

---

৬২ আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৭৪, হাঃ ১৪৩৬৮

৬৩ ইবন হুমাম, শারহু ফাতহিল ক্বাদীর (বায়রূত; দারু ইহ্ইয়া উত্ তুরাসিল আরবি), খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা-৪৬৮।

www.bjilibrary.com

যদি (মূল) পরিশোধের তারিখ অনির্দিষ্ট কিংবা অনিশ্চিত হয়, তহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না[৬৪]।

বাকি বিক্রয় সংক্রান্ত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করে আমাদের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, রাসুল সা. ও সাহাবাদের যুগে সংঘঠিত বাকি বিক্রয়গুলোতে মূল্য পরিশোধে সময় ও তারিখ প্রায় নির্ধারিত হতো। তাই অনেক সময় আগাম মূল্য পরিশোধের প্রশ্ন দেখা দিলে তখন তারা নির্ধারিত তারিখের পূর্বে মূল্য পরিশোধ করবে বলে মূল্য কিছুটা কমিয়ে দিবে কি না সে প্রশ্নও করতেন। তথাপি আমরা মনে করি বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকলে মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারিত না হলেও বেচা-কেনা শুদ্ধ হবে। কারণ:

ক. ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সা. অমুক এসেছে। তার কাছে সিরিয়ার কিছু কাপড় আছে। আপনি যদি তার কাছে কাউকে পাঠাতেন অতঃপর স্বচ্ছল হওয়ার পর আদায় করার কথা দিয়ে বাকিতে দুটি কাপড় কিনতেন (তাহলে ভালো হতো)। একথা শুনে রাসুল সা. এক লোককে তার কাছে পাঠালেন। কিন্তু লোকটি বাকিতে বিক্রয় করতে অস্বীকার করলো[৬৫]। এ হাদিসে দেখা যায় যে, স্বচ্ছল হওয়ার পর আদায় করার কথা আছে। স্বচ্ছল কবে হবে তা মানুষের জানা নেই। তা একটি অনির্ধারিত ব্যাপার। এ বাক্য প্রমাণ করে যে, ক্রেতা-বিক্রেতার পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকলে এ ধরনের কথা বলে বাকিতে ক্রয়বিক্রয় করা যায়। সুবুলুস্ সালাম নামক গ্রন্থের লেখক আল্লামা কুহ্লানীও এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة এতে প্রমাণ মিলে যে, বাকি বিক্রয় বৈধ এবং স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণও সঠিক[৬৬]।

---

৬৪ জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান (ঢাকা: মাক্তাবাতুল আশরাফ, ২য় মুদ্রণ, ২০০৭), পৃষ্ঠা- ৯৬-৯৭।

৬৫ হাকেম, বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত, এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (সুবুলুস্ সালাম), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫১।

৬৬ প্রাগুক্ত (সুবুলুস্ সালাম), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫১।

www.bjilibrary.com

খ. অপর কতিপয় হাদিস থেকেও বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের তারিখ অনির্ধারিত থাকলে বেচা-কেনা শুদ্ধ হবে বলে প্রতীয়মাণ হয়, হাদিসগুলো নিম্নরূপঃ

وعَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحِبَّةَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَنَا مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهَا أَعْرَضَتْ عَنَّا فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مُحِبَّةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ وَإِنِّي بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا قَالَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَيْنَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ فَأَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَقَالَتْ لَهَا أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْهُ إِلاَّ رَأْسَ مَالِي قَالَتْ (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) قَالَ الشَّيْخُ أُمُّ مُحِبَّةَ وَالْعَالِيَةُ مَجْهُولَتَانِ لاَ يُحْتَجُّ بِهِمَا.

উম্মে আলিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং উম্মে মুহিব্বা মক্কায় গেলাম। অতঃপর আমরা আয়শা র.-এর কাছে তার সাথে দেখা করার জন্য গেলাম। গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। তখন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? আমরা বললাম, আমরা কুফার অধিবাসী। তখন তিনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তাকে উম্মে মুহিব্বা বললেন, হে উম্মুল মুমেনীন! আমার একটি দাসী ছিল আমি তা যাইদ ইবন আরকাম আনসারীর কাছে আট শত দিরহামের বিনিময়ে যখন সে মূল্য আদায় করতে পারবে তখন আদায় করবে, এ কথার ভিত্তিতে বিক্রয় করেছি। অতঃপর তিনি সেটা বিক্রয় করার ইচ্ছা করলেন, তখন আমি তা তার কাছ থেকে নগদ ছয় শত দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি। রাবী বলেন, তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন। তারপর বললেন, তোমরা নিকৃষ্টতম বেচা-কেনা করেছ। যাইদকে জানিয়ে দিও যে, রাসুল সা.-এর সাথে তার জিহাদ বাতিল হয়ে যাবে; যদি সে তাওবা না করে। তখন তাকে উম্মে মুহিব্বা বললেন, যদি আমি তার কাছ থেকে কেবল আমার মূল পুঁজিটা নিই (তা হলে কী হবে? তখন) আয়শা র. (কুরআনের এ আয়াতটি) পড়লেন, যার কাছে তার প্রতিপালকের

www.bjilibrary.com

কাছ থেকে উপদেশ পৌঁছে গেছে; ফলে সে বিরত হয়েছে, তবে যা অতীত হয়ে গেছে তা তার (বিষয়)[৬৭]।

এ হাদিসে দেখা যায় যে, যাইদ ইবনে আরকাম আনসারীর মতো একজন বিখ্যাত সাহাবি একটি দাসী যখন সে মূল্য আদায় করতে পারবে তখন আদায় করবে এ শর্তে কিনেছেন। এ ধরনের কেনা-বেচা তিনি শুদ্ধ হবে না মনে করলে কখনও কিনতেন না। এ হাদিসে উল্লেখিত আয়শা রা.-এর তিরস্কার বাকি বেচা-কেনায় তারিখ অনির্ধারণের জন্যই নয়, বরং তাদের লেনদেনটি বাই ঈনা বা বাই বেক হওয়ার কারণে সুদী হয়েছে বলেই এ তিরস্কার। আল্লামা ইবন তাইমিয়াও আয়শা রা.-এর তিরস্কারের কারণ এটা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, أَنَّ التَّغْلِيظَ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ أَنَّهُ رِبًا, لَا لِأَجْلِ جَهَالَةِ الْأَجَلِ এ তিরস্কারে কারণ এটাই যে, বেচা-কেনাটি সুদভিত্তিক হয়েছে, তিরস্কারের কারণ এটা নয় যে, মূল্য পরিশোধের তারিখ অজ্ঞাত[৬৮]।

গ. মুসান্নাফে আব্দুররাজ্জাকে ইবন ওমর রা. নিজে সচ্ছল হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করবেন এ শর্তে পণ্য কিনতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

أخبرنا معمر قال بلغني أن بن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمى أجلا

মা'মর আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে,ইবন ওমর পণ্যের মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ না করে, সচ্ছল হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করবেন, এমন কথা দিয়ে পণ্য ক্রয় করতেন[৬৯]।

ঘ. অপর এক বর্ণনায় আছে عن يعقوب أن بن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمي أجلا ইয়াকুব থেকে বর্ণিত। ইবন ওমর তার কাছ থেকে পণ্যের মূল্য

---

৬৭ দার কুতনী, সুনান, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩০৮, হা: ৩০৪৫; ইবন আবি শাইবা, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ১৮৫, হা: ১৪৮১৩। অনেক মুহাদ্দিস এ হাদিসের দু'জন মহিলা রাবীই অজ্ঞাত বলে মন্তব্য করে হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করলেও শামসুদ্দিন আহমদ ইবন আব্দুল হাদী হাম্বলী হাদিসটির সনদ শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন (৪/৬৯)।

৬৮ ইবন তাইমিয়া, একামতুদ্দলিল আলা ইবতালিত্ তাহলিল (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৭৭।

৬৯ আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ১৩৮, হা: ১৪৬৩৪।

www.bjilibrary.com

পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ না করে স্বচ্ছল হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করবেন এমন কথা দিয়ে পণ্য ক্রয় করতেন[৭০]।

এসব হাদিস প্রমাণ করে যে, মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ না করে পণ্য বিক্রয় করা হলে সে বেচা-কেনা অশুদ্ধ হবে না।

ঙ. অধিকন্তু আমাদের ধরণায় বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের তারিখ ও সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ওরফ তথা দেশপ্রথার একটি বিরাট প্রভাব আছে। ইসলামী শরিয়াহ দেশ প্রথাকে মূল্যায়ন করে এবং তাকে স্বীকৃতি দেয়। একারণেই দেশপ্রথানুযায়ী যে ধরনের বাকি বিক্রিতে মূল্য পরিশোধের তারিখ অনির্ধারিত হলেও মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয় না সে ধরনের বাকি বিক্রিতে মূল্য পরিশোধের তারিখ অনির্ধারিত রেখে বেচা-কেনা করা যায়। এ ধরনের অনির্ধারণের ফলে বেচা-কেনা অশুদ্ধ হবে বলে আমাদের মনে হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমরা অনেক সময় আমাদের কোনো পরিচিত দোকানে গিয়ে বলি ভাই আমাকে দশ কেজি চাল দাও, টাকা পরে নিও। টাকা কবে দেব তা নির্ধারণ করি না। দোকানদারও পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকার কারণে টাকা কবে দেব তা জানতে চায় না। না জেনেই সে চাল দিয়ে দেয়। আমরা পরে যেকোনো এক সময় টাকা দিয়ে দিই। এতে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় না। আমাদের এ ক্রয়বিক্রয় কি অশুদ্ধ? না তা আমরা অশুদ্ধ মনে করি না। আর কেনইবা কোন দলিলের ভিত্তিতে একে অশুদ্ধ মনে করব? উপর্যুক্ত হাদিসগুলোত তা বৈধই প্রমাণ করে।

আমাদের ইতোপূর্বের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয়, রাসুল সা. এবং সাহাবাদের যুগে নগদ মূল্যে পণ্য বিপণনের প্রথা যেমন ছিল তেমনি বাকিতে পণ্য বিপণনের প্রথাও ছিল।

বাই মুয়াজ্জালের পদ্ধতিসমূহ

সাধারণত তিন পদ্ধতিতে বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন করা হতো। পদ্ধতিগুলো হলো:

ক. বন্ধকবিহীন বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন।

---

[৭০] প্রাগুক্ত, হা: ১৪৬৩৫।

www.bjilibrary.com

খ. বন্ধক রেখে বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন।

গ. বায়না রেখে বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন।

আমরা নিচে এ তিন পদ্ধতির বেচা-কেনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করতে চাই।

ক. বন্ধকবিহীন বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন

রাসুল সা.-এর যুগে সাহাবাগণ একে অপরের কাছে বন্ধক ব্যতিরেকে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করতো। কারণ:

১. এ জাতীয় ক্রয়বিক্রয়ও وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আল্লাহ তায়ালা বেচা-কেনা বৈধ করেছেন, আর সুদ হারাম করেছেন[৭১] এর অর্ন্তভুক্ত।

২. বন্ধকবিহীন বাকিতে পণ্য বিপণন বৈধ প্রমাণ করার জন্য ফকিহগণ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলিল দিয়ে থাকেন। তাদের মতে তা মুদায়না বা বাকি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। যে বাকি লেনদেনের অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই বাণীতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ হে ইমানদারগণ যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর তখন তা লিখে রাখো[৭২]। এ আয়াত সব ধরনের ধার-কর্জ এবং ঋণের লেনদেকে-তা বাকি বেচা-কেনা থেকে হোক, বা কিস্তিতে বেচা-কেনা থেকে হোক, বা সালাম পদ্ধতির বেচা-কেনা থেকে হোক-শামিল করে[৭৩]।

তাছাড়া এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ হওয়ার পক্ষে বেশ কিছু হাদিসও পাওয়া যায়। যেমন:

আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

৭১ সুরা বাকারা, ২: ২৭৫।

৭২ সুরা বাকারা, ২: ২৮২।

৭৩ ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ আশশুবাইল, ফিক্হুল্ মুআমিলাতিল্ মাস্রাফিয়্যা (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৩৫।

www.bjilibrary.com

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল অমুক এসেছে। তার কাছে (বিক্রয়ের জন্য) সিরিয়ার কিছু কাপড় আছে। আপনি যদি তার কাছে কাউকে পাঠাতেন অতঃপর স্বচ্ছল হওয়ার পর আদায় করার শর্তে বাকিতে দুটি কাপড় কিনতেন (তাহলে ভালো হতো)। একথা শুনে রাসুল সা. এক লোককে তার কাছে পাঠালেন। কিন্তু লোকটি বাকিতে বিক্রয়করতে অস্বীকার করলো[৭৪]।

এ হাদিসে দেখা যায় যে, রাসুল সা. বাকিতে কেনার জন্য লোকটির কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো কিছু বন্ধক রাখার প্রস্তাব করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বন্ধকবিহীন বাকিতে পণ্য ক্রয়বিক্রয় করা বৈধ।

অপর এক হাদিসে আবু বকর ইবন আব্দুর রহমান ইবন হারেছ ইবন হেশাম থেকে বর্ণিত। রাসুল সা. বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

কোনো লোক পণ্য বিক্রয় করল। অতঃপর ক্রেতা দরিদ্র হয়ে গেল, আর বিক্রেতা তখনও তার পণ্যের কোনো মূল্য পেল না; এমতাবস্থায় যদি সে পণ্যটি অবিকল পেয়ে যায়, তাহলে সে তার পণ্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার। আর যদি ক্রেতা মারা যায় এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার পণ্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ঋণ প্রাপকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবে[৭৫]।

অপর এক হাদিস হতে জানা যায় যে,

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ

---

৭৪ হাকেম, বায়হাকী, ইবন হাজর বলেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (বলুগুল মুরাম, মিন আদিল্লাতিল আহকাম, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩২৬)।

৭৫ মালেক, মুআত্তা (প্রাগুক্ত), পৃষ্ঠা- ২৭৮, হাঃ ২৪৯৭; আবু দাউদ, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৩৯৭, হাঃ ৩০৫৫।

www.bjilibrary.com

ইবন ওমর একটি আরোহনযোগ্য উট চারটি উটের বিনিময়ে তা তার জিম্মায় বাকি রেখে রাব্যা নামক স্থানে উটগুলো মালিককে হস্তান্তর করার কথা দিয়ে কিনে ছিলেন[৭৬]।

এসব হাদিসে বাকি বিক্রয়ের কথা রয়েছে, কিন্তু কোথাও কোনো বস্তু বন্ধক রাখার কথা বলা হয়নি, সুতরাং তা থেকে বন্ধকবিহীন বাকিতে পণ্য বিপণন বৈধ বলে প্রতীয়মাণ হয়।

খ. বন্ধক রেখে বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে পণ্য বিপণন

বাকিতে পণ্য বিক্রয় করার সময় পণ্য বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য পাওয়ার গ্যারান্টি হিসেবে ক্রেতার কাছ থেকে কোনো বস্তু ইচ্ছা করলে বন্ধক রাখতে পারে। এভাবে বন্ধক রেখে পণ্য বিপণন করা ইসলামী শরিয়াহর দৃষ্টিতে বৈধ। স্বয়ং রাসুল সা. তার নিজের একটি বর্ম বন্ধক রেখে এক ইহুদির কাছ থেকে কিছু খাদ্য কিনেছিলেন।

ক. বুখারি শরিফে আয়শা হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ রাসুল সা. জনৈক ইহুদির কাছ থেকে কিছু খাদ্য বাকিতে কিনেছিলেন এবং তার কাছে তাঁর নিজের একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখে ছিলেন[৭৭]।

অপর এক হাদিস হতে জানা যায় যে, রাসুল সা.-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত লৌহবর্মটি ওই ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল। পরে আবু বকর রা. তার কাছ থেকে তার পাওনা পরিশোধ করে তা ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং আলী রা.-এর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন[৭৮]।

গ. বাই মুয়াজ্জালে বা বাকিতে বায়না রেখে পণ্য বিপণন

বাকি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে বায়না রেখে পণ্য বেচা-কেনা দুইভাবে হতে পারে, যথা:

---

৭৬ বুখারি, ফত্হুলবারী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৪১৯।

৭৭ বুখারি, ফাতহুলবারী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৩০২।

৭৮ ইবন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

www.bjilibrary.com

এক. বেচা-কেনার চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সময় ক্রেতার পক্ষ হতে বিক্রেতাকে কিছু টাকা বায়নাস্বরূপ দিয়ে একথা বলা যে, পণ্যের মূল্যের বাকি টাকা পরিশোধ করে পণ্যটি নিয়ে যাব। আর বাকি টাকা পরিশেধ কালে বায়না স্বরূপ দেওয়া টাকা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধরনের বায়না দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে মুসলিম ফকিহ্দের মধ্যে কারো আপত্তি নেই।

দুই. বেচা-কেনা চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সময় ক্রেতার পক্ষ হতে বিক্রেতাকে কিছু টাকা বায়নাস্বরূপ দিয়ে একথা বলা যে, যদি বাকি টাকা পরিশোধ করে পণ্যটি নিয়ে যাই তাহলে বায়নাস্বরূপ দেওয়া টাকা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি পণ্য না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই তা হলে বায়নাস্বরূপ দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে না। কোনো বিনিময় ছাড়াই তুমি (বিক্রেতা) তা পেয়ে যাবে। এ ধরনের বেচা-কেনাকে ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় 'বাইয়ুল আরবূন' বা 'বাইয়ূল উরবান' বলা হয়। এ জাতীয় বেচা-কেনা সম্বন্ধে দুই ধরনের দুটি হাদিস রাসুল সা. হতে বর্ণিত আছে। আমরা এখানে হাদিস দুটি পেশ করছি।

ক. প্রথম হাদিসটি আমর ইবন শোআইব হতে বর্ণিত। তিনি তার বাবা হতে, তার বাবা তার দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ রাসুল সা. ওরবান (অফেরতযুগ্য বায়না রেখে) পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন[৭৯]।

এ হাদিসটি আহমদ, নাসায়ী, বাইহাকী, আবু দাউদ ও ইমাম মালেক তার মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি যতগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে সবগুলো সনদেই দুর্বল। তবে এসব সনদের একটি অপরটিকে কিছুটা হলেও শক্তিশালী করে[৮০]।

খ. দ্বিতীয় হাদিসটি হলো: যয়েদ ইবন আসলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "سئل رسول الله ﷺ عن العربان في البيع؟ فأحله، রাসুল সা.-কে বেচা-কেনায় ওরবান

---

৭৯ শাওকানী, নইলুল আওতার (বৈরুতঃ দারুল জিল), খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৪০।

৮০ প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

তথা অফেরতযোগ্য বায়না গ্রহণ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা হালাল বলে মন্তব্য করেন[৮১]।

গ. অপর এক হাদিসে আছে: মুহাম্মদ ইবন আসলাম থেকে বর্ণিত। أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ রাসুল সা. বেচা-কেনায় ওরবান (অফেরতযোগ্য বায়না) গ্রহণ হালাল ঘোষণা করেছেন[৮২]। এ হাদিস দুটি ইবন আবু শাইবা তার মুছান্নাফ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ দু'টি হাদিসের সনদও মুরসাল বা দুর্বল। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়।

একারণেই এ ধরনের বেচা-কেনার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব হয়েছে। কেউ কেউ এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ, আবার কেউ কেউ অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তিন ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, মালেক, ও শাফেয়ী অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইবন মান্‌যার এটা ইবন আব্বাস ও হাসান বাসারীর অভিমত বলে দাবি করেছেন। তারা তাদের এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তিনটি দলিলের উপর ভিত্তি করে। দলিলগুলো হলো:

এক. উপর্যুক্ত আমর ইবন শোআইবের হাদিস।

দুই. এ বেচা-কেনা একটি বাতিল শর্ত সম্বলিত। আর তা হলো: এতে একজন অন্যজনের কিছু সম্পদ কোনো বিনিময় ছাড়া পেয়ে যায়।

তিন. এতে ক্রেতা পণ্যটি না নিতে চাইলে না নেওয়ার এখ্‌তিয়ার তার থাকবে, এমন একটি শর্তও রয়েছে।

অন্য দিকে ইমাম আহমদ এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ অভিমত হজরত ওমর, ইবন ওমর, রা. ইবন সিরীন ও সাইয়্যেদ ইবন মুসাইয়্যেবেরও। তাঁরা তাঁদের এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন উপর্যুক্ত যায়েদ ইবন আসলাম, ও মুহাম্মদ ইবন আসলামের হাদিস এবং ওমর রা.এর আমল, ও যুক্তির আলোকে[৮৩]। হাদিস ও যুক্তিগুলো হল:

---

৮১ প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৫১।

৮২ ইবন আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩০৬, হা: ২৩৬৬১।

৮৩ প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৫১।

www.bjilibrary.com

ওমর রা. কর্তৃক নিয়োগকৃত মক্কার গভর্নর

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِئَةٍ لِصَفْوَانَ

নাফি ইবন আব্দুল হারেছ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মক্কার সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা হতে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে আস্‌সিজিন নামক বাড়িটি এ শর্তে ক্রয় করেছিলেন যে, খলীফা ওমর রাজি হলে বেচাকেনাটি চূড়ান্ত হবে। আর তিনি রাজি না হলে সাফওয়ান (বায়নাস্বরূপ দেওয়া) চার শত দিরহাম পাবেন[৮৪]।

এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইমাম আহমদ হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছরের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি বেচা-কেনা চূড়ান্ত না হওয়া অবস্থায় ওরবান বা অফেরতযোগ্য বায়নার টাকা গ্রহণকে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ বলে মনে করেননি। এ যুগের জন্য ইমাম আহমদের এ অভিমতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ এ অভিমতটি ইসলামী শরিয়াহ- যা কিনা মানুষের কষ্ট লাঘব ও দূরীভূত করার নিমিত্তে সহজ বিধান হিসেবে এসেছে- এর উদ্দেশ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

প্রফেসর খলীল মুস্তাফা আয্‌যারকা'র বক্তব্য মতে এ কথা সর্বজ্ঞাত যে, ওরবান পদ্ধতিটি আধুনিক কালের ব্যবসা সংক্রান্ত আইন কানুন ও নিয়ম নীতির উপর নির্ভরশীল। এটাই ব্যবসায়ী চুক্তির ভিত্তি। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর বেচা-কেনা চুক্তি বাতিল করার কারণে এক পক্ষের যে ক্ষতি অবধারিত তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে (লক্ষ্য করা গেছে যে, অপেক্ষমান কালে উপযুক্ত মূল্যে পণ্যটি বিক্রয় করার একাধিক সুযোগ চলে যায়)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমও এ অভিমতটি ইমাম বুখারি কর্তৃক 'যে সব শর্ত করণ বৈধ' নামক অনুচ্ছেদে ইবন আউনের সনদে ইবন সীরিন থেকে বর্ণিত রেওয়ায়তের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন। ইবন সীরিন বলেন, এক লোক তার ঠিকাদার; গাড়ি ভাড়াদাতাকে বলল, আমি আপনার গাড়ি ভাড়া নিয়ে ভ্রমণে যাব। আর অমুক দিন যদি না যাই তাহলে আপনি একশত দিরহাম পাবেন। এ প্রসঙ্গে কাযী শোরাইহ

---

[৮৪] ইবন আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩০৬, হা: ২৩৬৬২।

www.bjilibrary.com

বলেন, এ জাতীয় শর্ত যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজের বিরুদ্ধে করে তাহলে তাকে তার শর্ত পূরণ করতে হবে। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর বেচা-কেনা চূড়ান্ত না হওয়ায় অপেক্ষার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ সংক্রান্ত কাযী শোরাইহ হতে বর্ণিত এ রকম শর্তকে আধুনিক বিদেশি আইনে ক্ষতিপূরণ শর্ত বলা হয়।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী আরো বলেন, এসব শর্তের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রচলিত নিয়ম নীতি ও সুবিচারের শর্ত আরোপ করতে হবে। কারণ অনেকেই এ জাতীয় শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে এমন সব বাড়াবাড়ি করে, যাকে বিবেক বুদ্ধির আলোকে সুস্পষ্ট জুলম না বলার উপায় থাকে না। যেমন কেউ কেউ একটি বাড়ি নির্মাণের বেলায় ঠিকাদারের উপর এমন শর্ত আরোপ করে থাকেন যে, অমুক তারিখ নির্মাণ কাজ শেষ করে বাড়ি হস্তান্তর করতে হবে। যদি কোনো কারণে একদিনও দেরি হয়ে যায় তাহলে ঠিকাদার কোনো বিল ও খরচ পাবে না[৮৫]।

বাইয়ে মুয়াজ্জালে পণ্যের দাম বাজারদরের চেয়ে বেশি ধার্যকরণ

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুয়াজ্জলে মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতাকে দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়। এর বিপরীতে ক্রেতার কাছ থেকে বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্য নেওয়া হয়। সময়ের বিপরীতে কোনো পণ্যের বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্য ধার্য করা বৈধ কি না? এ বিষয়টি জানার জন্য আমরা মহানবি ও সাহাবাদের যুগে বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে মূল্য ধার্য করা হতো, তা দেখার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সে যুগেও বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারদরের চেয়ে পণ্যের মূল্য বেশি ধার্য করা হতো। এখানে পাঠকদের সামনে প্রমাণগুলো পেশ করা হলো:

ক. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মক্কার কাফিরদের উক্তি নকল করে বলেন, قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا তারা বলে ক্রয়বিক্রয় তো রিবার মতোই[৮৬] প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইবন আবি হাতিম সাঈদ ইবন যুবায়েরের সূত্রে মক্কার কাফেরদের এ উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা বিক্রয়কালে বেশি দাম ধার্য করি বা মেয়াদ উত্তীর্ণ

---

৮৫ ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ ইং), পৃষ্ঠা- ১৩২।

৮৬ সুরা বাকারা, ২: ২৭৫।

www.bjilibrary.com

হলে পাওনার পরিমাণ বাড়াই, কথা একই। উভয়ই সমান। কুরআন মজিদে উল্লেখিত আয়াতে কাফেরদের এই আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো রিবার মতোই।

অর্থাৎ কাফেরদের আপত্তি হলো এখানে যে, যখন আমরা পণ্য বাকিতে বিক্রয় করি তখন দাম পরে পাওয়া যাবে এই কারণে বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে ধার্য করি, আর তা বৈধ বিক্রয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু বাকিতে বিক্রয় করার পর দেনাদার যদি নির্ধারিত সময়ে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তখন পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তাকে বলা হয় রিবা। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির ধরন একই রকম[৮৭]।

উপর্যুক্ত বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, সেকালে বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্য ধার্যকরণ একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনেরও কোনো আপত্তি ছিল না। পবিত্র কুরআনের আপত্তি হলো, সময় বৃদ্ধি করে দিয়ে মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেওয়াকে সুদ না বলে বাকি বিক্রিতে বেশি মূল্য ধার্যকরণের সাথে তুলনা ও একাকার করার ব্যাপারে।

খ. আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের পরস্পরের সম্পদ বাতিলভাবে খাবে না, তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে খেতে পারো[৮৮]। এ আয়াতে এক জনের সম্পদ আরেকজনকে বাতিলভাবে তার অনুমতিবিহীন খেতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুয়াজ্জল এ কারো সম্পদ কেউ বাতিলভাবে খাওয়া হয়না। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমেই ক্রয় মূল্যের উপর অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। কাজেই এই অতিরিক্ত ধার্যকরণ কিছুতেই বাতিল ও নিষিদ্ধ হতে পারে না। কারণ তা উভয়ের সম্মতিক্রমেই হয়ে থাকে।

---

৮৭ জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, সুদ নিষিদ্ধ, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, পৃষ্ঠা- ২৭।

৮৮ সুরা নিসা, ৪: ২৯।

www.bjilibrary.com

গ. এ প্রসঙ্গে আমরা ইমাম মালেকের মুআত্তা ও ইবন আছিরের জামেউল উসূলে বর্ণিত এক হাদিসে দেখতে পাই যে,

সাফফাহের আযাদকৃত গোলাম ওবাইদ আবু ছালেহ হতে বর্ণিত। তিনি এ সংবাদ দেন যে, তিনি দারে নাহলা নামক স্থানের অধিবাসীদের কাছে কিছু কাপড় বাকিতে বিক্রয় করেছিলেন। অতঃপর তিনি কূফা যেতে চাইলে তখন তারা কাপড়ের মূল্য এ শর্তে নগদ পরিশোধ করবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তিনি কিছু মূল্য কমিয়ে নিবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যাইদ ইবন ছাবেতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তা তোমাকে খাওয়ার আদেশ করব না, আর না অন্যকে খাওয়াবার আদেশ করব[৮৯]।

উপর্যুক্ত হাদিস প্রমাণ করে যে, আবু ছালেহ নাহলার অধিবাসীদের কাছে নগদ মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কাপড়গুলো বাকিতে বিক্রয় করেছিলেন। তাই তারা নগদ মূল্য কিছুটা কমিয়ে আদায় করবে কিনা প্রশ্ন করেছিলেন। এ হাদিস হতে আরো জানা যায় যে, সে সময় কেবল কাফিররা নয় বরং মুসলমানরাও বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্য ধার্য করতেন। তারা এতে ইসলামী শরিয়াহর কোনো বাধা আছে বলে মনে করতো না। এ ব্যাপারে প্রায় সকল মাযহাবের ফকিহদের অভিমত আছে যে, বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা বৈধ।

ঙ. অপর এক হাদিস থেকেও বাইয়ে মুয়াজ্জাল-এ অতিরিক্ত মূল্য ধার্যকরণ বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়। হাদিসটি হলো:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

আব্দুলাহ ইবন আমর ইবন আছ থেকে বর্ণিত। রাসুল সা. তাকে যুদ্ধের জন্য একটি সেনাদল তৈরি করার আদেশ দিলেন। তখন উটের সংকট দেখা দিলে

---

৮৯ মালেক মুআত্তা, পৃষ্ঠা- ২৭১, আব্দুল কাদের আরনূত বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। قال عبد القادر الأرنؤوط: إسناده صحيح

www.bjilibrary.com

মহানবি সা. তাকে ছাদকার উটের বিনিময়ে উট নিতে আদেশ করলেন। তিনি বলেন, তখন আমি বাকিতে এক উটের বিনিময়ে ছাদকার দুটি উট দিব বলে উট ক্রয় করলাম[৯০]। এ হাদিস প্রমাণ করে যে, বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য ধার্য করা বৈধ।

চ. ফকিহগণ বাই মুয়াজ্জাল-এ অতিরিক্ত মূল্য ধার্যকরণ-কে বাই সালাম এর সাথে তুলনা করেছেন। তারা বলেন, বাই সালাম এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পণ্যের মূল্য নগদ বা আগাম দিয়ে পণ্য বাকিতে নেওয়া হয় বলে পণ্যের মূল্য বাজারদরের চেয় কম ধার্য করা হয়। এটা কেউ অযৌক্তিক, অন্যায় ও অবৈধ বলে মনে করেন না। এটা যদি বৈধ হয় এবং এ ব্যাপারে কারো আপত্তি না থাকে তাহলে বাই মুয়াজ্জাল-এর ক্ষেত্রে পণ্য নগদ সরবরাহ করে মূল্য বাকিতে পরিশোধের সুযোগ দানের জন্য অতিরিক্ত মূল্য ধার্যকরণের ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকতে পারে না।

ছ. আমরা অপর দুটি হাদিস থেকে জানতে পাই যে, মহানবি সা. নগদ মূল্যে ১০০% শতাংশ লাভ করে পণ্য বিপণনের অনুমতি দিয়েছেন। হাদিস দুটি নিম্নরূপ:

এক. ওরোয়া ইবন আবু জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ

[৯০] হাকেম, বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত, ইবন হাজর বলেন, এ হাদিসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য (বুলুগুল মুরাম), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩১৯।

www.bjilibrary.com

একবার রাসুল সা. (মদিনায় আগত) এক ব্যবসায়ীকে দেখে আমার হাতে এক দিনার দিয়ে বললেন, ওরোয়া ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে আমার জন্য একটি বকরি কিনে নিয়ে আস। তিনি বলেন অতঃপর আমি ব্যবসায়ীর কাছে গেলাম। তারপর তার সাথে দরদাম করে এক দিনার দিয়ে দুটি বকরি কিনলাম। অতঃপর বকরী দুটি নিয়ে আসছিলাম অথবা বললেন বকরি দুটি হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এমতাবস্থায় এক লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। লোকটি আমার কাছে একটি বকরি কিনতে চাইল। দরদাম করে এক দিনারের বিনিময়ে তার কাছে একটি বকরি বিক্রয় করলাম। অতঃপর একটি বকরি ও এক দিনার নিয়ে ফিরে আসলাম। তারপর বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ হলো আপনার দিনার আর এ হলো আপনার বকরি। রাসুল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি করে সম্ভব হলো? তখন আমি তাঁকে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। তখন রাসুল সা. বললেন, আল্লাহ তুমি এর হাতে ব্যবসায় বরকত দিও। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে কুফা শহরের কুনাছা নামক স্থানে অবস্থান করে বাড়িতে ফিরে আসার আগেই চল্লিশ হাজার (টাকা) রোজগার করতে দেখেছ। (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি দাস দাসী কেনা-বেচার ব্যবসা করতেন[৯১]।

দুই. অপর হাদিসটি হলো: হাকীম ইবন হিযাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ

রাসুল সা. তার কাছে রাসুল সা.-এর জন্য একটি কুরবানির পশু ক্রয় করার জন্য একটি দিনার পাঠালেন। তিনি দিনারটি নিয়ে বাজারে

---

[৯১] আহমদ, খণ্ড- ৩৯, পৃষ্ঠা- ৩৫৬; শোয়াইব আরনূত বলেন, এর মরফু হাদিসটি সহিহ। তবে এটার সনদ হাসান। تعليق شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد وهو لمازة بن زبار

www.bjilibrary.com

> আসলেন এবং একটি পশু এক দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। অতঃপর সেটা দুই দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় করলেন। অতঃপর আবার ফিরে এসে এক দিনারের বিনিময়ে একটি কুরবানির পশু কিনলেন এবং এক দিনার নিয়ে রাসুল সা.-এর কাছে ফিরে আসলেন। তখন রাসুল সা. দিনারটি ছাদকাহ করে দিলেন এবং (আল্লাহ তায়ালার কাছে) তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দানের জন্য দোয়া করলেন[৯২]।

এ দুটি হাদিসে দেখা যায় যে, ক্রয় করার কিছুক্ষণ পরেই ১০০% শতাংশ লাভ করে সাহাবিদ্বয় পশু দুটি বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। রাসুল সা. তাদের এ কর্ম শুধু অনুমোদনই করেননি, বরং তাদের বেচা-কেনায় বরকত দানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়াও করেছিলেন। যদি ক্রয়ের কিছুক্ষণ পর পুনরায় ১০০% শতাংশ লাভ করে নগদে পণ্য বিক্রয় করা যায়, তাহলে বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০% বা ২০% শতাংশ লাভ করে বিক্রয় করা আপত্তিজনক হবে কেন?

জ) সৌদি আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতি শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বাযকে সময়ের বিপরীতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার হুকুম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

> এ ধরনের লেনদেনে কোনো অসুবিধে নেই। কারণ নগদ বিক্রয় আর বাকি বিক্রয় এক নয়। মুসলমানরা সব যুগেই এ ধরনের লেনদেন করে আসছে। তাই তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে যেন তাদের মধ্যে ইজমা হয়েছে। জনৈক আলেম (শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী) এ প্রসঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন, তিনি সময়ের বিপরীতে মূল্য বেশি ধার্যকরণকে নিষিদ্ধ এবং তা সুদ হবে বলেও মন্তব্য করেছেন। তার এ মন্তব্যের কোনো যুক্তি নেই। এটা কিছুতেই সুদ নয়। কারণ বিক্রেতা যখন বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে তখন সে বেশি মূল্য পেয়ে লাভবান হবে বলেই বাকিতে বিক্রয় করতে রাজি হয়। আর ক্রেতা তার কাছে নগদ মূল্য নাই বলে মূল্য পরিশোধের সময় পাবে বলেই কিনতে রাজি হয়। কাজেই এ ধরনের লেনদেনে উভয়েই লাভবান হয়[৯৩]।

---

৯২ সুনানু আবি দাউদ, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ২৩১, হা: ৩৩৮৬; নাসির উদ্দিন আলবানী হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

৯৩ ফাতওয়া শায়খ ছালেহ আল মুনজিদ (মাকতাবা শামিলা), পৃষ্ঠা- ৩।

www.bjilibrary.com

ঝ) *ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ* গ্রন্থে বলা হয়েছে, বেচা-কেনা নগদ মূল্যে যেমন বৈধ, তেমনি বাকি মূল্যেও বৈধ। কিছু মূল্য নগদ আর কিছু মূল্য বাকি তাও বৈধ, যদি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকে। আর যদি বাকিতে বিক্রয় করা হয়, আর বিক্রেতা বাকি বিক্রয়ের জন্য কিছু মূল্য অতিরিক্ত ধার্য করে তাহলেও বৈধ। কারণ বাকি বা সময়েরও কিছু মূল্যে রয়েছে। এটাই হানাফি, শাফেয়ি, যাইদ ইবন আলী, মুয়াইয়েদ বিল্লাহ এবেং অধিকাংশ ফকিহর অভিমত। কারণ সাধারণ দলিলসমূহ তার বৈধতা দাবি করে। আল্লামা শাওকানীও এ অভিমতকে অগ্রধিকার দিয়েছেন।

ঞ) বিভিন্ন মায্‌হাবের ফিকাহ গ্রন্থগুলোতে বাকি বিক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত মূল্য ধার্যকরণ বৈধ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে চার মাযহাবের চারটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হতে চারটি উক্তি নকল করা হলো:

১. হানাফি মায্‌হাবের বাদায়েয়ুস্ সানায়ে নামক গ্রন্থে বলা হয়, কখনও বাকি বিক্রয়ের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ হয়।

২. মালেকি মায্‌হাবের বিদায়াতুল মুজতাহিদ নামক গ্রন্থে বলা হয় সময়ের জন্য মূল্যের একটি অংশ নির্ধারণ করা যায়।

৩. শাফেয়ি মায্‌হাবের আল ওয়াজিয নামক গ্রন্থে বলা হয় নগদ পাঁচ (টাকা) বাকি ছয় (টাকা)-এর সমান।

৪. হাম্বলি মায্‌হাবের মাজমু ফতোয়া ইবন তাইমিয়াতে বলা হয়, সময় মূল্যের একটি অংশ নিয়ে নেয়।

ট) বাইয়ে মুয়াজ্জালে পণ্যের দাম বাজারদরের চেয়ে বেশি ধার্যকরণ ইজমা মতেও বৈধ। এ প্রসঙ্গে আলী ইবন নায়েফ আশ্‌শাহুদ, তার *আল মুফাস্‌সাল ফি আহকামির রিবা* নামক গ্রন্থে বলেন,

بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال.

কোনো কোনো ফকিহ বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্য নির্ধারণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফকিদের মধ্যে ইজমা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন[৯৪]।

---

[৯৪] আলী ইবন নায়েফ আশ শাহুদ, আল মুফাস্‌সাল ফি আহকামির রিবা (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা-৬৬।

www.bjilibrary.com

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, বাই মুয়াজ্জাল-এ বাকি বিক্রয়ের জন্য বাজারদরের চেয়ে পণ্যের মূল্য বেশি ধার্যকরণ বৈধ। ইসলামী শরিয়ত সময়ের বিপরীতে বেশি মূল্য ধার্যকরণকে অনুমোদন করে। ইসলামী ফিকাহর সকল মাযহাব এটা অনুমোদন করে। আমরা ইতোমধ্যে ফিকাহ্ গ্রন্থ থেকে মাযহাবগুলোর অভিমত নকল করেছি।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, কোনো পণ্যের একবার মূল্য ধার্য করা হলে তা আর বৃদ্ধি করা যায় না, এমন কি ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ না করলেও। কারণ যে মূল্যটি একবার নির্ধারিত হলো তা নগদ পরিশোধ না করলে ক্রেতার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকে। এমতাবস্থায় ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে আবার যদি সে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তখন তা ঋণ দিয়ে সে ঋণের আসলের উপর অতিরিক্ত নেওয়ার মতোই হয়ে যায়, যা নিরেট সুদ বলেই পরিগণিত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ বাই তাক্সিত বা কিস্তিতে পণ্য বিপণন

তাক্সিত (تقسيط) আরবি কিস্ত (قسط) শব্দের ক্রিয়ামূল। তাকসিত অর্থ ভাগ করা, বণ্টন করা, অংশ করা ইত্যাদি।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় বাই তাকসিত-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

بيع التقسيط هوعقد على مبيع حال ، بثمن مؤجل ، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة ، في أوقات معلومة

> বাই তাকসিত হলো এমন এক প্রকারের বেচা-কেনা যাতে পণ্য নগদ সরবরাহ করা হয় আর মূল্য বাকিতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কিস্তি কিস্তি করে ভাগ করে নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ করা হয়[৯৫]।

বাই তাকসিতকে এ কারণেই বাই তাকসিত বলা হয় যে, তাতে ক্রেতা পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে ভাগ ভাগ করে কিস্তিতে পরিশোধ করে। সাধারণত কিস্তিতে পণ্য বিপণনের সময় মূল্যের একটি অংশ নগদ পরিশোধ করে বাকি মূল্য কিস্তিতে

---

[৯৫] আলী ইবন নায়েফ আশ্শাহুদ, আল মুফাস্সাল ফি আহকামির রিবা, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৬৫।

www.bjilibrary.com

পরিশোধ করবে মর্মে ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তি সম্পাদন করে। এ জাতীয় কেনা-বেচার একটি ঘটনা রাসুল সা.-এর যুগে ঘটলেও সাধারণত পুরানো ফিকাহ গ্রন্থে 'বাই তাকসিতের' আলোচনা দেখা যায় না। তবে আধুনিক যুগের ফকিহগণ এ বিষয়ে বেশ আলোচনা করেছেন। তারা এ জাতীয় বেচা-কেনাকে আধুনিক পরিভাষায় বাই তাকসিত নামে অবহিত করেছেন। আমরা এখানে এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি। ফকিহগণ বাই তাকসিত বা কিস্তিতে বেচা-কেনা বৈধ প্রমাণ করার জন্য নিম্মোক্ত দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছেন:

ক. ফকিহদের মতে এ জাতীয় বেচা-কেনা আল্লাহ তায়ালার বাণী وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আল্লাহ তায়ালা বেচা-কেনা হালাল করেছেন আর সুদ হারাম করেছেন[৯৬] এর অর্ন্তভুক্ত। কারণ এটা এক ধরনের উপকারী বেচা-কেনা।

খ. ফকিহগণ আরো বলেন, কিস্তিতে বেচা-কেনা মূলত বৈধ হওয়ারই কথা, কারণ তা মূলত এক ধরনের বাকি বেচা-কেনা। আর শরিয়াহ মতে বাকি বেচা-কেনা বৈধ। কারণ তা মুদায়না বা বাকি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। যে বাকি লেনদেনের অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা তার এই বাণীতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ হে ইমানদারগণ যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের কারবার করো তখন তা লিখে রাখো[৯৭]। এ আয়াত সব ধরনের ধার-কর্জ এবং ঋণের লেনদেনকে -তা বাকি বেচা-কেনা থেকে হোক, বা কিস্তিতে বেচা-কেনা থেকে হোক, বা সালাম পদ্ধতির বেচা-কেনা থেকে হোক,-শামিল করে[৯৮]।

গ. ফকিহগণ কিস্তিতে বেচা-কেনা বৈধ হওয়ার পক্ষে নিম্নোক্ত হাদিসটি দ্বারাও দলিল দিয়েছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ

---

৯৬ সুরা বাকারা, ২: ২৭৫।

৯৭ সুরা বাকরা, ২: ২৮২।

৯৮ ফিক্হুল্ মুআমেলাতিল্ মাসরাফিয়া, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৩৬।

www.bjilibrary.com

وَلَاؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বারিরা আসল, এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে এ মর্মে লিখিত চুক্তি করেছি যে, আমি তাদেরকে প্রতি বছর এক উকিয়্যাহ করে রূপা আদায় করব। সুতরাং আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করুন। তখন আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে তাহলে আমি তা সবই একসাথে আদায় করে দিতে পারি। তবে শর্ত হলো তোমার উত্তরাধিকার হব আমি। এ কথা শুনে বারিরা তাদের কাছে গেল। তাদেরকে এ প্রস্তাব দিলো, কিন্তু তারা তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর বারিরা তাদের কাছ থেকে ফিরে আসল, তখন রাসুল সা. বসা ছিলেন। অতঃপর বলল, আমি প্রস্তাবটি তাদের কাছে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা নিজেরা উত্তরাধিকারী হওয়া ছাড়া মানলো না। তখন রাসুল সা. একথা শুনতে পেলেন। আয়শা রা.ও রাসুল সা.-কে ব্যাপারটি শুনালেন। তখন মহানবি সা. বললেন, তুমি তাকে কিনে নাও। আর তাদের উপর শর্তারোপ করো যে উত্তরাধিকারী তুমিই হবে। কারণ উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তিই হয় যে আযাদ করে। তখন আয়শা তাকে কিনে নিলেন। অতঃপর রসুল সা. লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্‌দ ও প্রশংসা

www.bjilibrary.com

করলেন। অতঃপর বললেন, কিছু লোকের কি হয়েছে! যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে সব শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল, এমনকি শত শর্ত হলেও। আল্লাহর শর্ত বেশি হকদার, বেশি শক্তিশালী। উত্তরাধিকারী অবশ্যই সে হবে যে আযাদ করে[৯৯]।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে কিস্তিতে বেচা-কেনা করা বৈধ। কারণ বারিরা তার মালিক পক্ষের কাছ থেকে নয় উকিয়্যাহ রূপা নয় বছরে আদায় করার কথা দিয়ে নিজেকে কিস্তিতে ক্রয় করে নিয়েছিল। আর এ বেচা-কেনাটি রাসুল সা.-এর সামনেই হয়েছে। তিনি এতে কোনো আপত্তি করেননি। সুতরাং এ ঘটনা থেকে কিস্তিতে বেচা-কেনা করা ইসলামে বৈধ প্রমাণিত হয়।

ঘ. কিস্তিতে পণ্য বিপণন এ কারণেও বৈধ যে, পণ্যের মূল্য নগদ নিবে কি বাকিতে নিবে, সেটা বিক্রেতার অধিকার। বিক্রেতা চাইলে তার অধিকার এক সাথে নিতে পারে, আবার চাইলে তার অধিকার ভাগ ভাগ করে কিস্তিতেও নিতে পারে[১০০]।

ঙ. অধিকন্তু বর্তমান যুগে অনেক দামি ও মূল্যবান জিনিস বাজারে এসেছে। এসব পণ্য অনেক দামি হওয়ার কারণে একসাথে মূল্য পরিশোধ করে কেনা অনেক ক্রেতার পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলে বিক্রেতার পক্ষে বিপণনও সম্ভব হয় না। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দিলে ক্রেতার পক্ষে যেমন এসব মূল্যবান জিনিস ক্রয় করা সম্ভব হয় তেমনি বিক্রেতার পক্ষেও বিপণন সম্ভব হয়। এ কারণেই বর্তমানে বড় বড় কোম্পানিগুলো কিস্তিতে তাদের দামি পণ্যগুলো সরবরাহ করছে এবং এতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে লাভবান হচ্ছে। এসব কারণেই ফকিহগণ কিস্তিতে বেচা-কেনা করা বৈধ বলে মত দিয়েছেন[১০১]।

আমরা এখানে পাঠকদের সামনে কিস্তিতে বেচা-কেনা প্রসঙ্গে ফকিহদের কিছু অভিমত পেশ করছি।

---

[৯৯] বুখারি, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩৮৬, হা: ২১৬৮।

[১০০] ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান, রসুল ও সাহাবাদের যুগে পণ্য বিপণন পদ্ধতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬।

[১০১] প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

১. বিখ্যাত হানাফী ফিকাহ গ্রন্থ *মুজাল্লাতুল আহকাম আল আদালিয়্যাহ*'তে বলা হয়েছে, বাকি এবং কিস্তিতে বেচা-কেনা করা বৈধ (ধারা: ২৪৫)।

বাকি ও কিস্তিতে বেচা-কেনা করার সময় মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক (ধারা: ২৪৬)।

২. *আল্ বাই বিত্তাকসিতি* নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে: বেচা-কেনা তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে হোক, বা অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে হোক না কেন, তার মূল্য নগদে হতে পারে, বাকিতেও হতে পারে, এমনকি কিস্তিতে ও হতে পারে[১০২]।

৩. ড. আব্দুল লতীফ ছালেহ *আল্ ফারফুর তার বাইয়ুত্ তাকসিত* নামক প্রবন্ধে বলেন, আমি এ মাসআলার (কিস্তিতে বেচা-কেনার) সুস্পষ্ট কোনো বিবরণ কোনো (প্রাচীন) গ্রন্থে পাইনি। তবে ইবন আবেদীন তার রাদ্দুল মুখতার নামক টিকায় বলেন, মূল্য পরিশোধের সময়ের অজ্ঞতার মধ্য হতে আর এক প্রকার অজ্ঞতা হলো বিক্রেতাকে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করবে বলে শর্ত করা। অথবা প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু দিবে বলে কথা দেওয়া। যদি বেচা-কেনার সময় এরূপ শর্ত করা না হয়, বরং বেচা-কেনার পরে শর্ত করা হয়, তাহলেও সে বেচা-কেনা ফাসিদ হবে না। তবে বিক্রেতা এমতাবস্থায় এক সাথে সমস্ত মূল্য চাইতে এবং নিয়ে নিতে পারবে[১০৩]। ইবন আবেদীনের এই উক্তিটি একটি দুর্লভ উক্তি। এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূল্য ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে (কিস্তিতে) পরিশোধ করা বৈধ, যদি বেচা-কেনার সময় বা পরে এরূপ শর্ত করা হয়[১০৪]।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় 'বাই তাকসিত' বা কিস্তিতে বেচা-কেনা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সাধারণত বাই মুরাবাহা বাই মুয়াজ্জাল বা বাকি বেচা-কেনার মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগের সময় বাই তাকসিত-এর প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

---

১০২ মুকাশেফী ত্বাহা আল কাবাসী, বাইয়ুল মুরাবাহা ওয়াত্ তাকসীত ওয়া দাওরুহা ফিল মুআমিলাত আল্ মাস্‌রাফিয়্যা, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২০।

১০৩ মুজাল্লাতু মাজমা আল্ ফিক্‌হিল ইসলামী, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১২৫; مجلة مجمع الفقه الإسلامي খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১২৫।

১০৪ ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার আলা দুর্‌রিল মুখতার, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৫৩১; ৫৩১/৪ حاشية ابن عابدين

www.bjilibrary.com

ইসলামী ব্যাংক বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল-এর সাথে বাই তাকসিত'কে একাকার করে পণ্য বিপণন করে। ফলে অর্থ আয় সহজতর হয়। ইসলামী ব্যাংক বিশেষজ্ঞ ফকিহদের মতে এতে আপত্তির কিছু নেই। কারণ সবই বৈধ বেচা-কেনা। কয়েক ধরনের বৈধ বেচা-কেনা এক বেচা কেনায় সমন্বিত হয়ে গেলে সে বেচা-কেনাটি অবৈধ হয়ে যায় না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: বাই মুরাবাহা

মুরাবাহা (مرابحة) একটি আরবি শব্দ। এ শব্দটি আরবি রিব্হুন (ربح) শব্দ থেকে উদ্ভূত। রিব্হুন অর্থ লাভ, মুনাফা, আয়, ইত্যাদি।

ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় বাই মুরাবাহা'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হানাফি মায্হাবের বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ হিদায়াহ'য় বলা হয়েছে,

قال المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح

> প্রথম যে ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্যের মালিক হয়েছে সে ক্রয়মূল্যের উপর কিছু অতিরিক্ত লাভ যোগ করে (বিক্রয়ের মাধ্যমে) সে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা[১০৫]।

অন্য ভাষায় বলা হয়েছে, বাই মুরাবাহা হলো, বিক্রেতা কর্তৃক তার ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে জানিয়ে তার উপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যোগ করে পণ্য বিপণন করা'।

এ প্রসঙ্গে মালেকি মাযহাবের আল্লামা ইবন রুশদ বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে ইজমায় উপনীত হয়েছে যে, বেচা-কেনা দুই ধরনের। মুসাওমা'ও মুরাবাহা। মুরাবাহা হলো, বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে তার ক্রয়মূল্য জানিয়ে এমন শর্ত আরোপ করা যে, তাকে এত দিনার বা দিরহাম লাভ দিতে হবে[১০৬]।

হাম্বলি মায্হাবের আল মুগ্নী'র লেখক বাই মুরাবাহা সম্পর্কে বলেন, বাই মুরাবাহা হলো ক্রয় মূল্যের উপর সুনির্দিষ্ট অতিরিক্ত লাভ যোগ করে বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে উভয়ের ক্রয়মূল্য সম্পর্কে জানা থাকা আবশ্যক। তাই বিক্রেতাকে বলতে হবে,

---

[১০৫] আবুল হাসান আলী ইবন আবু বকর আল মার্ গিনানী আল হিদায়াহ শারহু বিদায়াতুল মুব্তাদী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫৬।

[১০৬] ইবন রুশদ, বিদায়তুল মুজতাহিদ (বৈরুত: দারুল্ মা'রিফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১১৩)।

www.bjilibrary.com

আমার ক্রয়মূল্য বা আমার পড়তা খরচ একশ টাকা, আর আমি তা তোমার কাছে দশ টাকা লাভ যোগ করে, একশ দশ টাকায় বিক্রয় করলাম। এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তা কেউ অপছন্দ করেছেন বলেও আমাদের জানা নেই[১০৭]।

এ জাতীয় বেচা-কেনা ইসলামে বৈধ। তবে তা বৈধ হওয়ার জন্য ফকিহগণ বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে সঠিক মূল্য বা পড়তা মূল্য জানানো আবশ্যক বলে মন্তব্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত কিছু নিলে তা তার জন্য হারাম হবে বলেও মন্তব্য করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাই মুরাবাহা চুক্তি নগদ বেচা-কেনার ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে তেমনি বাকি বেচা-কেনার ক্ষেত্রেও হতে পারে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় 'বাই মুরাবাহা'র প্রচলন প্রায়ই বাকি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বলে অনেকেই মনে করে থাকেন যে, বাই মুরাবাহা চুক্তি কেবল বাকি কেনা-বেচার ক্ষেত্রেই বৈধ, নগদ বেচা-কেনার ক্ষেত্রে বৈধ নয়। ব্যাপার আসলে তা নয়। নগদ আর বাকি উভয় ক্ষেত্রে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করা যায়।

বাই মুরাবাহা বৈধতার প্রমাণ

ফকিহগণ বাই মুরাবাহা বৈধ প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছেন:

ক. ফকিহদের মতে, বাই মুরাবাহা আল্লাহ তায়ালার বাণী 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন'[১০৮] এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তা এক ধরনের বেচা-কেনা।

খ. রাসূল সা. মুরাবাহা পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করেছিলেন কিনা তা কোনো হাদিস থেকে জানা যায় না।

এখানে উল্লেখ্য যে, এদেশের জনৈক গবেষক[১০৯] মুরাবাহার দলিল হিসেবে মহানবি সা.-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

---

[১০৭] ইবন কুদমা, আল মুগনী, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৩২৮ (মাক্তাবা শামিলা)।

[১০৮] সূরা বাকারা, ২: ২৭৫।

www.bjilibrary.com

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ -ﷺ- وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِى تِجَارَتِهِ.

হাকীম ইবন হেযাম হতে বর্ণিত। রাসুল সা. একটি কুরবানীর পশু খরিদ করার জন্য একটি দিনার দিয়ে তাকে বাজারে পাঠালেন। তিনি একটি পশু এক দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করলেন অতঃপর সেটা দুই দিনারে বিক্রয় করলেন। অতঃপর আবার ফিরে এসে এক দিনারের বিনিময়ে একটি কুরবানীর পশু কিনলেন এবং এক দিনার নিয়ে রাসুল সা.-এর কাছে ফিরে আসলেন। তখন রাসুল সা. দিনারটি ছাদকাহ করে দিলেন এবং (আল্লাহর কাছে) তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দানের জন্য দোয়া করলেন[১১০]।

আমাদের ধারণায় এ হাদিসকে সুনির্দিষ্টভাবে বাই মুরাবাহা'র দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না। কারণ হাকীম ইবন হিযাম তার ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে জানিয়ে তার উপর একশত ভাগ লাভ যোগ করে দুই দিনারে তার কাছে কুরবানীর পশুটি বিক্রয় করেননি। সম্ভবত একারণেই চার মাযহাবের ফকিহদের মধ্যে কেউ তাদের প্রণিত গ্রন্থসমূহে হাদিসটিকে মুরাবাহার দলিল হিসেবে উল্লেখ করেননি।

রাসুল সা. মুরাবাহা পদ্ধতিতে বেচা-কেনা না করলেও সাহাবিগণ যে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবিদের মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যবসা করার প্রমাণ নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِزَارًا غَلِيظًا ، فَقَالَ: " اشْتَرَيْتُهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ " ، وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

---

১০৯ মাওলানা মো: ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে? মাহিন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১১৪-১১৫।

১১০ সুনানু আবি দাউদ, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ২৩১, হা: ৩৩৮৬; নাসির উদ্দিন আলবানী হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

www.bjilibrary.com

আবু বাহার থেকে বর্ণিত। তিনি তাদের এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আলী রা.-এর কাঁধের উপর একটি মোটা চাদর দেখতে পেলাম। তখন আলী রা. বললেন, আমি এটা পাঁচ দিরহামে কিনেছি। যে আমাকে এর ক্রয়মূল্যের উপর এক দিরহাম লাভ দিবে আমি তার কাছে তা বিক্রয় করে দিব। (বায়হাকী তার মা'রিফাতিস্ সুনান ওয়াল আসার নামক গ্রন্থে এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন) এ ধরনের অর্থবোধক হাদিস আমি ওসমান রা. থেকেও বর্ণনা করেছি[১১১]।

গ. (বাইহাকী) তার *সুনানুল কুবরা নামক* গ্রন্থে উপর্যুক্ত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

وَرُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ بَيْعَ دَهْ دُوَازْدَه

আমরা কাযী শোরাইহ্, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব, ও ইবরাহীম নাখায়ী থেকেও বর্ণনা করেছি যে, তারা সকলেই দশ টাকার উপর (দুই টাকা লাভ করে) বার টাকায় বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন[১১২]।

ঘ. দশ টাকার পণ্য তোমার কাছে বার টাকায় বিক্রয় করব-এ ধরনের বেচা-কেনা ইবন আব্বাস সুদী লেনদেন বলে মন্তব্য করেছেন। ইবন ওমর একে সরাসরি সুদ বলে দাবি করেছেন। আর ইক্‌রামা তাকে হারাম বলে মন্তব্য করেছেন। হাসান এবং মাস্‌রুকও একে মাকরুহ বলে মন্তব্য করেছেন। (তারা বলেছেন) বরং বলতে হবে এত টাকায় কিনেছি আর এত টাকায় বিক্রয় করব।

ইবন মাসউদ এধরনের বেচা-কেনার অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূল্যের উপর পড়তা খরচের জন্য কোনো লাভ নেওয়া যাবে না। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেবও এ ধরনের বেচা-কেনার অনুমতি দিয়েছেন। কাযী শোরাইহ ও ইবন সীরিন বলেছেন, এ ধরনের

---

[১১১] বায়হাকী, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৩৪০।

[১১২] বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩৩০।

www.bjilibrary.com

বেচা-কেনা হতে পারে এবং পড়তা খরচও পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করা যায়[১১৩]।

ঙ. হানাফি মায্হাবের হিদায়াহ গ্রন্থের লেখক বাই মুরাবাহা বৈধ প্রমাণ করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন, এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ। কারণ এতে বৈধ হওয়ার সমস্ত শর্ত বিদ্যমান। তাছাড়া এ ধরনের বেচা-কেনার প্রয়োজনও রয়েছে। কারণ যে নির্বোধ বেচা-কেনা বুঝে না, তাকে বুদ্ধিমানের কর্মের উপর নির্ভর করতে হয়। তাকে সে যে মূল্যে পণ্য কিনেছে তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং কিছু লাভও অতিরিক্ত দিতে হয়। কাজেই অবশ্যই এ ধরনের বেচা-কেনাকে বৈধ বলতে হবে[১১৪]।

চ. শাফেয়ি মায্হাবের *আছ্নাল মতালিব শারহু রাওযাতিত্ তালিব* নামক গ্রন্থে বাই মুরাবাহা বৈধ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনটি দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

এক. তা (বাই মুরাবাহা) নিম্নোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে বৈধ, মাকরূহ নয়। فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ। যখন এসবের (পণ্যের) প্রজাতি ভিন্ন হয় তখন যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার।

দুই. তা সুনির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় সুতরাং বৈধ।

তিন. ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দশ টাকার উপর এক টাকা লাভ যোগ করে এগার টাকায়, বা দশ টাকার উপর দুই টাকা লাভ যোগ করে বার টাকায় বিক্রয় করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি আছে বলে মনে করতেন না[১১৫]।

মোদ্দাকথা: বাই মুরাবাহা ইসলামী ফিকাহর সকল মায্হাব মতেই বৈধ। তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় সাহাবি ও কিছু তাবেয়ির দ্বিমত থাকলেও কোনো মায্হাবের কোনো ইমামের দ্বিমত নেই।

---

১১৩ মুহাম্মদ আল মুনতাছর আল কাত্তানী, মু'জামু ফিক্ হিস্সালাফ (মাক্কাঃ মাত্বাউস্ সাফা), খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৮২।

১১৪ আল হিদায়া, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫৬।

১১৫ যাকারিয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন যাকারিয়া, আছনাল মতালিব শারহু রাওযাতুত্ তালিব, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৩৪৮।

www.bjilibrary.com

বাই মুরাবাহার প্রকার

সারা বিশ্বে বর্তমানে দুই প্রকারের বাই মুরাবাহা হতে দেখা যায়। মুরাবাহার পদ্ধতিগুলো হলো:

এক. **সাধারণ বাই মুরাবাহা:** এতে পণ্য বিক্রেতা তার ক্রয়মূল্য বা পড়তা খরচ বিক্রেতাকে জানিয়ে তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যোগ করে নগদ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। যেমন: বিক্রেতা বলে, আমি এ পণ্যটি এক হাজার টাকায় কিনেছি, এখন আমি এটি দু'শ টাকা লাভ যোগ করে নগদ বারশ টাকায় বিক্রয় করব।

দুই. **বিশেষ বাই মুরাবাহা:** এ পদ্ধতির বাই মুরাবাহা বর্তমানে সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুশীলন হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে একজন বিনিয়োগ গ্রহীতা তার কাছে পণ্যের নগদ মূল্য না থাকায় সাধারণত ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হয় এবং ব্যাংককে পণ্য সরবরাহ করার জন্য অর্ডার দেয়। তিনি ব্যাংকের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হন যে, ব্যাংক বাজার থেকে পণ্যটি ক্রয় করে তার উপর ১২% বা ১৫% লাভ যোগ করে তার কাছে এক বছর বা তার চেয়ে বেশি বা কম সময়ে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে পণ্যটি বিক্রয় করবে। এ পদ্ধতির বাই মুরাবাহা আধুনিক ইসলামী ব্যাংকের আবিষ্কার। আধুনিক যুগের ফকিহগণ এ ধরনের বাই মুরাবাহাকে আরবি ভাষায় বাই মুরাবাহা লিল্ আমির বিশ্‌শিরা আর ইংরেজি ভাষায় Bai-murabaha On order and Promise বলে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় যে মুরাবাহা পদ্ধতি অনুকরণ করা হয় তাতে দেখা যায় যে, একজন গ্রাহক তার কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি ক্রয় করার জন্য-তার নিজের কাছে পণ্যের মূল্য না থাকায়-ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হয়, অতঃপর ব্যাংককে পণ্যটি কিনে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। এমতাবস্থায় ব্যাংক তার কাছে গ্যারান্টি চায় যে, ব্যাংক পণ্যটি বাজার থেকে কিনে বা বিদেশ থেকে আমদানি করে তার কাছে 'বাই মুরাবাহা' পদ্ধতিতে বিক্রয় করলে তিনি ব্যাংক থেকে তা নিবেন কিনা? যদি তিনি ব্যাংকের কাছ থেকে পণ্যটি কিনবেন মর্মে গ্যারান্টি দেন, তখন ব্যাংক তা বাজার থেকে কিনে, বা বিদেশ থেকে আমদানি করে তার কাছে ক্রয় মূল্যের উপর উভয়ের

www.bjilibrary.com

সম্মতিক্রমে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পুনরায় বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যাংক পণ্যটির ক্রয় মূল্যের উপর বা পড়তা মূল্যের উপর ১০% বা ১৫% বা ২০% অতিরিক্ত লাভ যোগ করে দশ পনের বা বিশ কিস্তিতে পরিশোধ করবে মর্মে চুক্তি সম্পাদন করে।

উপর্যুক্ত লেনদেন পদ্ধতির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে তিন প্রকারের বেচা-কেনা সমন্বিত বা একাকার হয়ে গেছে, যা নিম্নরূপ:

১. পণ্যের মূল্য নগদ পরিশোধ না করে বাকিতে পরিশোধ করার কারণে বেচা-কেনাটি বাইয়ে মুয়াজ্জাল হয়েছে।

২. পণ্যের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ দানের কারণে বেচা-কেনাটি বাই তাক্সিত হয়েছে।

৩. ক্রয় মূল্যের সাথে ক্রেতাকে জানিয়ে ১০%, ১৫% বা ২০% লাভ যোগ করার কারণে বেচা-কেনাটি বাই মুরাবাহা হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে দেখেছি বাই মুয়াজ্জাল, বাই তাকসিত ও বাই মুরাবাহা সবই ইসলামী শরিয়তে আলাদা আলাদাভাবে বৈধ। যে বেচা-কেনা আলাদা আলাদাভাবে করা হলে বৈধ তা সমন্বিতভাবে করা হলে অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংক বিশেষজ্ঞ ফকিহ্গণও বর্তমান যুগে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা'কে বৈধ বলে মত দিয়েছেন।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত এই বাই মুরাবাহা পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিশ্বের ইসলামী শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ আলেম সমাজ বৈধ বলে অভিমত দিলেও এদশের কতিপয় আলেম ও কিছু মানুষ এপদ্ধতি প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন তোলেন। তাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:

১. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা'য় পণ্যের দাম বাজারদরের চেয়ে বেশি নির্ধারণ করা হয়, এরূপ নির্ধারণ বৈধ কি?

২. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা'য় এক বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে তিন বাণিজ্য চুক্তি সমন্বিত হয়, এ ধরনের বাণিজ্য চুক্তি বৈধ কি না?

৩. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা'য় ব্যাংকের মালিকানায় নেই এমন পণ্য বিক্রয় করা হয়, ইসলামে এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ কি না?

www.bjilibrary.com

৪. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা'য় ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করবে মর্মে একটি ওয়াদা নেওয়া হয় এবং তা পালন করতে বাধ্য করা হয়। ইসলামী শরিয়াহ মতে কাউকে ওয়াদা পালন করতে বাধ্য করা বৈধ কি না?

আমরা এখানে এসব প্রশ্নের জবাব দানের চেষ্টা করছি।

১. বাই মুরাবাহায় পণ্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি নির্ধারণ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা প্রসঙ্গে প্রথম অভিযোগটি হল, এতে পণ্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি নির্ধারণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো এতে ইসলামী শরিয়াহর কোনো আপত্তি নেই। কারণ আমরা বাই মুয়াজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছি যে, বাকি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি নির্ধারণে শরিয়াহর কোনো আপত্তি নেই এবং তা ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তেমন কোনো দ্বিমতও নেই। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা'তেও পণ্যের মূল্য আসলে বাকিতে কিস্তি কিস্তি করে পরিশোধ করা হয়, সুতরাং তাও বৈধ।

ড. ওয়াহাবা যুহাইলি তার আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু গ্রন্থে বলেন,

ويجوز في رأي جمهور الفقهاء أن يكون سعر التقسيط أو المؤجل أعلى من السعر الحالّ أو النقدي، بشرط تحديد السعر تحديداً نهائياً عند الاتفاق على البيع .

'সমস্ত ফকিহদের মতে বাই তাকসিত ও বাই ময়াজ্জালে পণ্যের মূল্য বর্তমান (বাজারদর) মূল্য ও নগদ মূল্যের চেয়ে বেশি নেওয়া বৈধ। তবে শর্ত হলো, বেচা-কেনা চূড়ান্ত করার সময় মূল্য চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণ করতে হবে[১১৬]।

২. এক বাণিজ্য চুক্তিতে একাধিক বাণিজ্য চুক্তির সমন্বয়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অভিযোগটি হল, তাতে এক বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে তিন বাণিজ্য চুক্তি সমন্বিত হয়, এ ধরনের বাণিজ্য চুক্তি বৈধ কিনা? এ প্রশ্ন প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো, আমরা হাদিস ও ফিকাহ গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করে জানতে পেরেছি যে, রাসুল সা. এক বাণিজ্য চুক্তিতে দুই

[১১৬] ড. ওয়াহাবা আয্যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৪১৫।

www.bjilibrary.com

বাণিজ্য চুক্তি একাকার করতে নিষেধ করেছেন। তবে এতদ্‌সংক্রান্ত হাদিসগুলোর তাৎপর্য মুহাদ্দিসদের মতে আলাদা। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা সে সব হাদিসে নিষিদ্ধকৃত বাই-এর আওতায় পড়ে না। নিম্নে এরূপ কিছু হাদিস পেশ করে তার তাৎপর্য পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হলো:

ক. ইমাম তিরমিযী আবু হুরাইরা রা. এর সূত্রে মহানবি সা. থেকে এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. এক বিক্রয় চুক্তিতে দুই বিক্রয় চুক্তি (সমন্বিত) করতে নিষেধ করেছেন। এ সংক্রান্ত হাদিস আব্দুল্লাহ ইবন আমর, ইবন ওমর ও ইবন মাসউদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, আবু হুরাইরার এ হাদিসটি একটি হাসান ও সহিহ হাদিস। ইসলামী ফকিহগণ এমতেই আমল করেন। কিছু কিছু ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ এক বিক্রয় চুক্তিতে দুই বিক্রয় চুক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়) এক

www.bjilibrary.com

ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি এই কাপড় তোমার কাছে নগদ দশ দিরহাম অথবা বাকি বিশ দিরহামে বিক্রয় করলাম (একথা বলে কাপড়টি তাকে দিয়ে দেওয়া হল)। কোন মূল্যে কাপড়টি বিক্রয় করা হলো তা নিষ্পত্তি করা হল না। (ফলে কোনো বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হলো না)। আর যদি কোনো লোক দুটির মধ্যে একটি মূল্যে নিতে রাজি হয় তবে কোনো আসুবিধে নেই, যদি দুই মূল্যের এক মূল্যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, রাসুল সা. এক বিক্রয় চুক্তিতে দুই বিক্রয় চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন এর অর্থ হলো, এ কথা বলা যে, আমি আমার এ বাড়িটি তোমার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করব এ শর্তে যে, তুমি তোমার গোলামটি আমার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করবা। আমি তোমার গেলাম লাভ করলে তুমিও আমার বাড়ি লাভ করবে। এ ব্যাখ্যাটি (প্রথম ব্যাখ্যা) সুনির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া বিক্রয় -যাতে দু'জনের কেউ জানে না কত দামে বিক্রয় সম্পাদিত হলো- থেকে আলাদা[১১৭]। এ হাদিস প্রসঙ্গে নাসির উদ্দিন আল-বানী সাহীহুল জামে আস্ সাগীরে বলেন, হাদিসটি হাসান[১১৮]। আবার তিনি মিশকাত এবং এর্ওয়া য়ুল গুলিল-এর টিকায় বলেন, হাদিসটি সহিহ[১১৯]।

আল্লামা শাওকানী বলেন, এক বিক্রয় চুক্তিতে দুই বিক্রয় চুক্তি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এ ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারিত না হওয়া। কাজেই যদি মূল্য দুটির মধ্যে যেকোনো একটি নির্ধারিত হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। যেমন ক্রেতা যদি বলে, আমি এটা দশ দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিলাম, তাহলে বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে ক্রেতা যদি বলে আমি এটা বিশ দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে কিনে নিলাম-এভাবে বেচা বিক্রয় চূড়ান্ত করে- তাহলেও বিক্রয় শুদ্ধ হবে[১২০]।

---

[১১৭] তিরমিযি, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৭, হা: ১১৫২।

[১১৮] নাসির উদ্দিন আলবানী, সহীহুল জামে, হা: ৬১১৬।

[১১৯] নাসির উদ্দিন আলবানী, সহীহুল মিশ্কাত, হা: ২৮৬৮; আল-এরওয়া, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ১৪৯।

[১২০] শওকানী (মুহাম্মদ আলী ইবন মুহাম্মদ), নাইলুল আওতার মিন আহাদীসে সৈয়্যা দিল আখইয়ার, শারহু মুন্তাকাল আখ্বার, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২১৪।

www.bjilibrary.com

আল্লামা শাওকানী আরো বলেন, যদি কেউ প্রথম থেকে বলে, বাকিতে এত দামে বিক্রয় করব আর তা সে দিনের বাজারদরের চেয়ে বেশি হয়, তা হলেও বিক্রয় বৈধ হবে। এ প্রসঙ্গে আমি 'শাফাউল আ'লীল ফি হুকমি যিয়াদাতিছ ছামান লি মুজার্‌রাদিল আজল' নামক গ্রন্থেও লখেছি[১২১]।

উপর্যুক্ত হাদিসের দুই ব্যাখ্যার কোনো ব্যাখ্যার আলোকেই বাই মুরাবাহা'য় এক বিক্রিয় চুক্তিতে দুই বা ততোধিক বিক্রয় চুক্তি সমন্বিত হওয়ার ব্যাপারটি পড়ে না। প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী দুই মূল্যের একটিও নির্ধারিত না করে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এক বিক্রয়ের সাথে আর এক বিক্রয়ের শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণেই বিক্রয় নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কাজেই এ হাদিস থেকে ইসলামী ব্যংকের বাই মুরাবাহা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। কারণ ইসলামী ব্যাংকের বাই মুরাবাহা'য় এক বিক্রয়ের সাথে আর এক বিক্রয়ের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় না।

খ) আবু হুরাইরা থেকে অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুল সা. বলেছেন,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

যে ব্যক্তি এক বিক্রয়ের সাথে দুই বিক্রয়কে সমন্বিত করে সে দুটির মধ্য হতে নিম্নতম মূল্যটি নিবে, অথবা সুদ নিবে[১২২]।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী এ হাদিস সম্পর্কে বলেন, হাফেয মুনযিরী তার মুখতাসারুস্ সুনান নামক গ্রন্থে বলেন (এ হাদিসের রাবী) আমর বিন আল্‌কামা সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তি সমালোচনা করেছেন[১২৩]। আমাদের জানা মতে হাদিসটি আবু দাউদ, বাইহাকী, আব্দুর রায্‌যাক, ইবন আবু শায়বা, ওকাইলী এবং হাকেম, মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাকেম) বলেন হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তে উপনীত, তবে তারা কেউ বর্ণনা করেননি। আল্লামা যাহাবী তার বক্তব্য কিছুটা

---

১২১ প্রাগুক্ত।

১২২ বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩৪৩; হাকেম, মুস্তাদরাক, তিনি বলেন, হাদিসটি বুখারি মুসলিমের শর্তে উপনীত। তবে তারা কেউ বর্ণনা করেনি। তবে আল্লামা যাহাবী মুসলিমের শর্তে উপনিত বলে মন্তব্য করেছেন, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৫২।

১২৩ ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা, সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৮০।

www.bjilibrary.com

সমর্থন করে বলেন, হাদিসটি মুসলিমের শর্তে উপনীত[১২৪]। শোয়াইব আরনূত সহিহ ইবন হিব্বানের টিকায় বলেন, এ হাদিসের সনদ হাসান[১২৫]। নাসির উদ্দিন আল-বানীও হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন[১২৬]। এসব বক্তব্য প্রমাণ করে যে, হাদিসটি ইসলামী শরিয়াহর বিধি-বিধানের দলিল হওয়ার উপযোগী। বাকি রইল হাদিসের ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য। হাদিসটির প্রকৃত তাৎপর্য কী তা জানা অতি আবশ্যক। কারণ তার উপর নির্ভর করছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা বৈধ হওয়া ও না হওয়া। এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা এখানে মুহাদ্দিসদের কিছু বক্তব্য পোশ করছি। আল্লামা ইবন কায়্যিম তার তাহযিবুস্ সুনান নামক গ্রন্থে বলেন, আলেমগণ এ হাদিসের দুই রকমের ব্যাখ্যা করেছেন:

এক. আমি এ পণ্যটি তোমার কাছে নগদ দশ টাকায় বিক্রয় করলাম, অথবা বাকিতে বিশ টাকায় বিক্রয় করলাম। এ ব্যাখ্যাটি ইমাম আহমদ সাম্মাকের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ ব্যাখ্যাটি ইবন মাসউদের হাদিস রাসুল সা. এক চুক্তিতে দুই চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় বলেছেন। তিনি বলেছেন এক লোক কোনো পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে বললো, এ পণ্যটি নগদ মূল্যে এত, আর বাকি মূল্যে এত। এ ব্যাখ্যাটি একটি দুর্বল ব্যাখ্যা। কারণ এ ধরনের বেচা-কেনায় সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে না, আর এখানে এক চুক্তিতে দুই চুক্তিও নেই। এখানে আসলে দুই মূল্যের এক মূল্যে একটি বিক্রয় চুক্তি রয়েছে।

দুই. কেউ বললো, আমি এ পণ্যটি এক বছর পর মূল্য পরিশোধ করার শর্তে তোমার কাছে এক শত টাকায় বাকিতে বিক্রয় করলাম, এ শর্তে যে, আমি তা তোমার কাছ থেকে আশি টাকায় নগদে এখন কিনব। এটাই এ হাদিসের প্রকৃত অর্থ, এ ছাড়া এর অন্য কোনো অর্থ হতে পারে না। এ অর্থটি রাসুল রাসুল সা.-এর উক্তি সে দুটি মূল্যের মধ্য হতে নিম্নতম মূল্যটি নিবে অথবা সুদ নিবে-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সে হয় অতিরিক্ত মূল্যটি নিবে, তখন সুদ খাবে। অথবা প্রথম মূল্যটি নিবে, তখন সে দুই মূল্যের নিম্নতম মূল্যটি নিবে। এ ব্যাখ্যটিই এক চুক্তিতে দুই চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সে (এ ধরনের চুক্তি দ্বারা) নগদ ও বাকি উভয় ধরনের চুক্তি এক চুক্তিতে এবং এক বেচা-কেনায় একত্রিত করেছে। আসলে

---

[১২৪] হাকেম, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৫২; সুয়ূতী, জামযুল জাওয়ামে, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২২২৫০।

[১২৫] ইবন হিব্বান, সহিহ, খণ্ড- ১১, পৃষ্ঠা- ৩৪৯।

[১২৬] সিল্ সিলাতুল আহাদিস আস্ সহিহা, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩২৫।

www.bjilibrary.com

সে নগদ কম দিরহামের বিনিময়ে বাকি বেশি দিরহাম বিক্রয়ের ইচ্ছা করেছ। অথচ সে তার মূল অর্থটাই কেবল ফেরত পায়, যা আসলে দুই মূল্যের মধ্যে নিম্নতম। যদি সে নিম্নতম মূল্যটি না নিয়ে বেশিটি নেয় তা হলে সে অবশ্যই সুদী কারবার করেছে[১২৭]।

উক্ত হাদিসের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা নিষিদ্ধ এক বিক্রিয়ের সাথে দুই বিক্রয়কে সমন্বিত করণের আওতায় পড়ে না। কারণ নিষিদ্ধ এক চুক্তিতে দুই চুক্তি তখনই হতো যখন একই পণ্য একবার নগদ কম মূল্যে, আবার বাকিতে বেশি মূল্যে ক্রয় করার শর্ত থাকত।

শায়খ সোলাইমানের অপর এক ব্যাখ্যা মতে:

قَالَ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَسْلَفَ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْبُرِّ قَالَ لَهُ بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ بِقَفِيزَيْنِ إِلَى شَهْرَيْنِ فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الأَوَّلِ فَصَارَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَيُرَدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا وَهُوَ الأَصْلُ فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاقَضَا الْبَيْعَ الأَوَّلَ كَانَا مُرْبِيَيْنِ

এক চুক্তিতে দুই চুক্তির তাৎপর্য হলো, কেউ কারো কাছে এক দিনারের বিনিময়ে এক মন গম এক মাস পর শোধ করার শর্তে সালামের ভিত্তিতে আগাম ক্রয় করল। অতঃপর পণ্য সরবরাহ করার সময় যখন আসল তখন ক্রেতা পণ্য চাইলে বিক্রেতা বলল, তুমি আমার কাছে যে একমন গম পাবে সেটা দুই মাস পরে শোধ করার শর্তে দুই মন গমের বিনিময়ে বিক্রয় করো। এ ক্রয় বিক্রয় চুক্তিতে এক ক্রয় বিক্রয় শেষ হওয়ার পূর্বে আর এক ক্রয় বিক্রয় চুক্তি তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় সংঘঠিত হলে সেক্ষেত্রে মহানবি সা. প্রথম ক্রয় বিক্রয় চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। কারণ যদি প্রথম ক্রয়

[১২৭] ইবন কায়্যিম, তাহযিবুস্ সুনান, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ১০৫।

www.bjilibrary.com

বিক্রয় শেষ হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে তা হলে তারা অবশ্যই সুদী কারবারে জড়িয়ে পড়বে[১২৮]।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যানুযায়ীও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। কারণ তাতে বাই সালামের এক বেচা-কেনা অসমাপ্ত রেখে আরেক নতুন বেচা-কেনার সূচনা করা হয় না। বরং ব্যাংক পণ্যটি বাজার থেকে কিনা চূড়ান্ত করে অতঃপর মুরাবাহার ভিত্তিতে ক্রেতার কাছে বিক্রয় করে।

অধিকন্তু হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ শায়খ আলাউদ্দিন কাসানী বাই ইস্তিসনা'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

" فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم والإجارة لأن السلم عقد على مبيع في الذمة واستئجار الصناع يشترط فيه العمل وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا

এতে (ইস্তিসনা চুক্তিতে) দুই ধরনের বৈধ চুক্তি রয়েছে, সালাম ও ইজারা। কারণ সালাম এমন একটি চুক্তি যাতে ভবিষ্যতে হস্তান্তর করার জন্য একটি পণ্য জিম্মায় থাকে। আর ইজারাতে কারিগরকে ভাড়া করা হয় এ শর্তে যে সে একটি কাজ করে দিবে। আর যে চুক্তিতে দুটি বৈধ চুক্তি সমন্বিত রয়েছে তাও বৈধ[১২৯]।

সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলা যায় যে, এক চুক্তিতে তিনটি বৈধ চুক্তি সমন্বিত বা একাকার হলে তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

৩. ব্যাংকের মালিকানায় নেই এমন পণ্য বিক্রয় করা প্রসঙ্গে

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা প্রসঙ্গে তৃতীয় অভিযোগটি হলো: এতে ব্যাংকের মালিকানায় নেই এমন পণ্য বিক্রি করা হয় যা ইসলামে বৈধ নয়।

এ অভিযোগ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো, আসলেই যে পণ্য কারো মালিকানায় নেই সে পণ্য তার জন্য বিক্রয় করা বৈধ নয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক কোনো পণ্য

---

[১২৮] বায় হাকী, সুনানুল কুবরা, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩৪৩।

[১২৯] আলা উদ্দিন কাসানী, বাদায়েয়ুস্ সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৫০০।

www.bjilibrary.com

বিক্রয় করতে চাইলে তা অবশ্যই তার মালিকানায় এবং দখলে মজুদ থাকতে হবে। ব্যাংকের মালিকানায় পণ্য মজুদ না থাকলে, কিংবা ব্যাংকের মালিকানায় আছে কিন্তু দখলে না থাকলে সে পণ্যের বেচা-কেনা করা সঠিক হবে না। কারণ:

ক. হাকীম ইবন হিযাম এক হাদিসে বলেন, রাসুল সা. আমাকে যা আমার কাছে নেই তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন[১৩০] এ হাদিসের অপর এক বর্ণনায় ইমাম ত্বাহাভী বলেন, হাকীম ইবন হিযাম বলেন, রাসুল সা. একবার আমার হাত ধরলেন, তারপর বললেন, যখন কোনো পণ্য বিক্রয় করবে তখন তা কব্জা না করা পর্যন্ত বিক্রয় করবে না[১৩১]। অপর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন আসমা থেকে বর্ণিত, হাকীম ইবন হিযাম বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি অনেক পণ্য বিক্রয় করে থাকি, তার মধ্যে আমার জন্য কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম? তিনি বলেন, যা তুমি দখলে নাওনি তা বিক্রয় করো না[১৩২]।

খ. ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, তোমরা কেউ কোনো খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করলে তা কব্জা না করে (দখলে না এনে) বিক্রয় করবে না[১৩৩]।

গ. আমর ইবন শোআইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে মারফু সনদে বর্ণনা করেন যে (রাসুল সা. বলেছেন)

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

এক সাথে একই ব্যক্তির কাছে পণ্য বেচা ও ঋণদান, এক বিক্রয় চুক্তিতে দুটি শর্তারোপ, যে পণ্যের ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়নি তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় করা হালাল নয়[১৩৪]।

---

[১৩০] তিরমিযি, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ১৪০, তিনি বলেন, এ হাদিসটি একটি হাসান হাদিস।

[১৩১] ত্বাহাভী, শারহু মাআনী আল্ আছার, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৪৯১।

[১৩২] সুয়ূতী, মু'জামুল কাবীর, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৯৬, হা: ৩০১৬।

[১৩৩] আবু দাউদ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৩৬৭; ঠিক এ ধরণের হাদিস ইবন ওমর থেকেও বর্ণিত হয়েছে (দেখুন, মুসলিম, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৭২)।

www.bjilibrary.com

ঘ. ইমাম বুখারি তার সাহিহ বুখারি'র ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে কব্জা বা দখল করার পূর্বে খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করা এবং যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় করা (নিষিদ্ধ) নামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। তিনি এ অনুচ্ছেদে দখল করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য দুটি হাদিস বর্ণনা করলেও যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য কোনো হাদিস বর্ণনা করেন নি। হাফেয ইন হাজরের মতে তা সম্ভবত এ কারণে যে, এতদসংক্রান্ত হাদিসগুলো ইমাম বুখারির শর্তে উপনীত নয়। তা ইমাম বুখারির শর্তে উপনীত না হলেও কব্জা বা দখল করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত বর্ণিত হাদিস দুটি থেকে যা কারো মালিকানায় নেই তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ মালিকানায় আছে অথচ দখলে নেই তার বিক্রয় যদি নিষিদ্ধ হয়, তা হলে যা মালিকানার অধীনে নেই তার বিক্রয় স্বভাবতই নিষিদ্ধ হবে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঙ. এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভী এক আলোচানায়, দুবাইয়ে মে, ১৯৭৯তে অনুষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক সম্মেলনের ফতোয়া এবং কুয়েতে মার্চ ১৯৮৩তে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক সম্মেলনের ফতোয়া এবং সৌদিআরবের গ্র্যান্ড মুফতি, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায এর ফতোয়াতেও পণ্য ইসলামী ব্যাংকের মালিকানায় এবং দখলে নিয়ে আসার পর বিক্রয় করা হলে তখনই 'বাই মুরাবাহা' বৈধ হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করার পর বলেন, আমরা এখানে সন্তুষ্ট চিত্তে বলতে চাই যে সকল আলিম দুবাইয়ে প্রথম ইসলামী ব্যাংক সম্মেলনে এবং কুয়েতে দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক সম্মলনে অংশগ্রহণ করেছেন তারা ইসলামী ব্যাংকের জন্য বাইয়ুল মুরাবাহা লিল আমরি বিশশিরা'কে কেবল তখনই জায়েজ বলে মন্তব্য করেছেন যখন ব্যাংক কার্যত পণ্যের মালিক হবে। ব্যাংক ও ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে এর পূর্বে যা ঘটে থাকে তা হলো উভয়ের পারস্পরিক ওয়াদা বা অঙ্গীকার, বেচা-কেনা নয়।

---

১৩৪ আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি (হা: ৫৫১১) ও ইবন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযি এহাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। قَالَ أَبو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

www.bjilibrary.com

কুয়েতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে যে ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে তা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে:

সম্মেলন এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ক্রয়ের নির্দেশ প্রদানকারীর জন্য বাই মুরাবাহার অঙ্গীকার করা ক্রয়কৃত পণ্যের মালিকানা ও দখল লাভের পর পূর্বনির্ধারিত মুনাফায় ক্রয়ের নির্দেশ দানকারীর কাছে তা বিক্রয় করা শরিয়া মোতাবেক জায়েজ। যেহেতু পণ্য হস্তান্তর করার পূর্বে তা নষ্ট হলে অথবা গোপন কোনো দোষ বেরিয়ে এলে ইসলামী ব্যাংকের উপর দায় দায়িত্ব বর্তায়।

এটাই হচ্ছে শর্ত ও সীমারেখাসহ ফতোয়ার মূল ভাষ্য। কোথাও যদি ইসলামী ব্যাংক থাকে, আর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ শর্ত ও সীমারেখা মেনে না চলে তাহলে ওই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ শর্তাবলী লঙ্ঘনের জন্য দায়ী থাকবে। শরিয়াহ বোর্ডগুলোর দায়িত্ব হলো যতদূর সম্ভব এগুলো পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা[১৩৫]।

এসব দলিল সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যে সব পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় এবং দখলে নেই তা বিক্রয় করা ব্যাংকের জন্য বৈধ নয়। বিনিয়োগ বৈধ করার জন্য ব্যাংককে অবশ্যই পণ্য কিনে তার মালিকানায় এবং দখলে নিয়ে আসতে হবে, অতঃপর বিক্রয় করতে হবে।

আসলে যে সব ইসলামী ব্যাংক সঠিকভাবে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে চায় সে সব ইসলামী ব্যাংক এমন কোনো পণ্য বিক্রয় করে না; যা তার মালিকানায় ও দখলে নেই। তবে যখন কোনো গ্রাহক ব্যাংকের কাছে বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে পণ্য কেনার জন্য এসে পণ্য কেনার প্রস্তাব দেয়, তখন ব্যাংক তার সাথে কথা বলে তার চাহিদানুযায়ী তার কাঙ্ক্ষিত পণ্য তার কাছে বিক্রয় করার একটি ওয়াদা করে এবং গ্রাহকও পণ্যটি ব্যাংক থেকে মুরাবাহা পদ্ধতিতে কিনবেন মর্মে ওয়াদা এবং গ্যারান্টি দেয়। অতঃপর ব্যাংক পণ্যটি বাজার থেকে কেনে অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করে নিজের মালিকানায় ও দখলে নিয়ে এসে তারপর পণ্যটি তার কাছে বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। তাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংকের বিনিয়োগ শরিয়াহ পরিপন্থী নয়।

---

[১৩৫] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা, পৃষ্ঠা- ৯৩-৯৪।

www.bjilibrary.com

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াদা পালনের হুকুম

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা প্রসঙ্গে চতুর্থ অভিযোগটি হলো, এতে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করবে মর্মে একটি ওয়াদা নেওয়া হয় এবং তা পালন করতে তাকে বাধ্য করা হয়। ইসলামী শরিয়াহ মতে কাউকে ওয়দা পালন করতে বাধ্য করা কতটুকু সঠিক?

আমাদের জানা মতে ইসলাম মুসলমানদের ওয়াদা করলে তা পালন করার জন্য জোর তাগিদ দেয়। ইসলামের মতে ওয়াদা পালন করা ইমানের অন্যতম একটি দাবি। সুতরাং মুসলমানকে অবশ্যই তার ওয়াদা পালন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াদা পালনের হুকুম কি সে প্রসঙ্গে মুসলিম ফকিহদের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব হয়েছে। তাঁদের মতদ্বন্দ্বের সার কথা হলো:

ক. শাফেয়ি ও হাম্বলি মায্হাবের মতে ওয়াদা করলে তা পালন করা মুস্তাহাব মাত্র। তাদের মতে ইসলামী বিচার ব্যবস্থানুযায়ী কাউকে ওয়াদা পালনে বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য ওয়াদাকারী ধর্ম মতে ওয়াদা পালন করতে বাধ্য। সুতরাং সে ওয়াদা পালন না করলে গুনাহগার হবে; কিন্তু ওয়াদা পালন না করার জন্য ইসলামী আদালত তাকে কোনো শাস্তি দিতে পারবে না।

খ. হানাফিদের মতে ওয়াদা শর্ত সাপেক্ষ হলে তা পালন করা ওয়াজিব; কাজেই ওয়াদা পালন না করলে গুনাহগার হবে।

গ. মালেকি মায্হাবের মতে, ওয়াদা যদি কোনো কারণের সাথে যুক্ত থাকে এবং ওয়াদার কারণে ওয়াদাকৃত বস্তুটি কোনো বস্তুর ভিতর প্রবেশ করে তবে তা পালন করা ওয়াজিব।

ঘ. আল্লামা ইবন তাইমিয়ার মতে ওয়াদা-যে ধরনের হোক না কেন তা-পালন করা ওয়াজিব[১৩৬]।

আমরাও ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব বলে মনে করি। কারণ পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মহানবি সা.-এর হাদিস তা ওয়াজিব প্রমাণ করে। বিশেষত যে ওয়াদা

---

[১৩৬] ফাহাদ ইবন আলী আল্ হাসূন, আল্ ইজারা আল্ মুন্তাহিয়া বিত্ তামলিক ফিল্ ফিকহিল ইসলামী (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২০।

www.bjilibrary.com

পালন করা না হলে কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা পালন করা ওয়াজিব। কারণ মহানবি সা. এক হাদিসে বলেছেন, لا ضرر ولا ضرار 'নিজের ক্ষতি করবে না পরস্পরের ক্ষতিও করবে না'[১৩৭]।

অমরা এখানে ওয়াদা পালন প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য পাঠক সমাজের সামনে পেশ করছি:

১. ওয়দা পালন প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ হে মুমিনগণ তোমরা চুক্তি (করলে তা) পুরণ কর[১৩৮]। আলোচ্য আয়াতে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য মুমিনদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় চুক্তি এক ধরনের ওয়াদা। এ আয়াতের বক্তব্য মতে চুক্তি বাস্তবায়ন আবশ্যক হলে, ওয়াদা পালন করাও আবশ্যক প্রমাণিত হয়।

২. ওয়াদা পালন প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ যারা তাদের ওয়াদা ও আমানতের হেফাজত করে[১৩৯]। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত মুমিনের গুণাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মুমিনরা ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পালন করে। সুতরাং ওয়াদা পালন-ই ঈমানেরই দাবি বিশেষ। ওয়াদা পালন করা হলে ইমান যথাযথ থাকে, আর পালন করা না হলে ইমান যথাযথ থাকে না। ইমান হয়ে পড়ে দুর্বল। অতএব প্রকৃত মুমিন কখনও ওয়াদা লঙ্ঘন করতে পারে না।

৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

---

[১৩৭] দারুকুতনি, হা: ৮৩; ইবন মাজাহ, হা: ২৩৩১; নসির উদ্দিন আল বানী হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন (গা ইয়াতুল মুরাম ফি তাখরীজে আহাদীসিল হালালি ওয়াল্ হারাম), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬০।

[১৩৮] সুরা মায়েদা, ৫: ১।

[১৩৯] সুরা মুমিনুন, ২৩: ৮।

www.bjilibrary.com

হে ইমানদারগণ তোমরা কেন তা বলো যা তোমরা (নিজেরা) করো না? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে বড়ই ক্রোধের বিষয়[১৪০]।

আলোচ্য আয়াতের 'আল্লাহর কাছে বড়ই ক্রোধের বিষয়' বক্তব্যটি যা বলা হয় তা না করা শুধু হারাম নয় বরং তা কবিরা গুনাহ বা মহা পাপ বলেও প্রমাণ করে। ওয়াদা লঙ্ঘন করা হলে তা এমন কথায় পরিণত হয় যা করা হলো না। অতএব তা মিথ্যা হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে, যা অবশ্যই হারাম। সুতরাং ওয়াদা লঙ্ঘন করাও অবশ্যই হারাম বলে প্রতীয়মাণ হয়।

৪. ওয়াদা পালন প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে মহানবি সা. বলেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের আলামত তিনটি। তারা যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন লঙ্ঘন করে, আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত (আত্মসাৎ) করে[১৪১]।

৫. রাসুল সা. অপর এক হাদিসে বলেন,

"ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. "

তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকে সে মুনাফিক (কপট), এমন কি সে সিয়াম সাধনা ও সালাত আদায় করলেও এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করলেও। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা করলে লঙ্ঘন করে, আর তার কাছে আমানত রাখা হলে আত্মসাৎ করে।

৬. আনাস রা. থেকে অপর এক হাদিসে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন,

---

[১৪০] সুরা আস সফ, ৬১: ৩-৪।

[১৪১] বুখারি, হা: ৩২; মুসলিম, হা: ৮৮।

www.bjilibrary.com

تَقَبَّلُوا لِي سِتًّا أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُمْ فَلاَ تَكْذِبُوا وَإِذَا وَعَدْتُمْ فَلاَ تُخْلِفُوا وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

"তোমরা আমার কাছ থেকে ছয়টি জিনিস গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জান্নাতের জিম্মা গ্রহণ করব। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল সেগুলো কী? তিনি বললেন, তোমরা কথা বললে মিথ্যা বলবে না। ওয়াদা করলে লঙ্ঘন করবে না। তোমাদের কাছে কিছু আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করবে না। আর তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। আর তোমাদের হাত আবদ্ধ রাখবে[১৪২]।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের এসব দলিল প্রমাণ করে যে, ইসলামে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব অনেক। মুসলমানকে অবশ্যই তার ওয়াদা পালন করতে হবে। না হয় সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে মুনাফিক বা কপট হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, এসব দলিল থেকে প্রতিভাত হয় যে, অঙ্গীকার (ওয়াদা) আত্মীয়তার বন্ধন ও পুণ্যের কাজের সঙ্গে যুক্ত হোক অথবা অন্য কোনো অঙ্গীকার হোক তা পুরণ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

কারণ দলিলসমূহ একটি অঙ্গীকারের সঙ্গে অন্য অঙ্গীকারের কোনো পার্থক্য করেনি। ইবন শুবরামা থেকে বর্ণিত আছে -যা ইবন হাজম উদ্ধৃত করেছেন- শুব্‌রামা বলেছেন, সব অঙ্গীকার পালন করা বাধ্যতামূলক। সব অঙ্গীকারকারীর জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। অঙ্গীকার পূরণে তাকে বাধ্য করতে হবে[১৪৩]।

অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে যদি এত হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে এমনকি একে মুনাফেকির আলামত এবং এর অন্যতম প্রধান চরিত্র বলা হয়ে থাকে তাহলে এটিই

---

১৪২ ইবন হাজর, এত্‌হাফুল খাইয়ারা আল্ মাহারা, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১০০, হা: ৫৪২২।

১৪৩ ইবন হাযম, আল্ মুহাল্লা, মাসয়ালা নম্বর- ১১২৫।

www.bjilibrary.com

অঙ্গীকার ভঙ্গ হারাম হওয়ার পক্ষে স্পষ্টতর দলিল...[১৪৪]। আমাদের এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই মুরাবাহা'য় ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করবে মর্মে যে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নেওয়া হয় এবং তা পালন করতে বাধ্য করা হয়, তা আসলে ইসলামী শরিয়াহ মতেই করা হয়। ইসলামী শরিয়াহই কেউ ওয়াদা করলে তা পালন করা তার উপর ওয়াজিব করে দিয়েছে। বিশেষত সে ওয়াদা লঙ্ঘনের কারণে যদি কারো ক্ষতি হয়।

মুরাবাহা চুক্তি বাস্তবায়নের সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ

বাই মুরাবাহা চুক্তি বাস্তবায়নের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা না হলে ক্রয়বিক্রয়টি সুদী লেনদেনে পরিণত হতে পারে।

ক. অবশ্যই পণ্য ক্রয় করতে হবে। পণ্য ক্রয় না করে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে টাকা দিয়ে দিলে তা সুদী লেনদেন হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ তখন ঋণ দিয়ে সে ঋণের উপর অতিরিক্ত নেওয়ার মতো ব্যাপার ঘটবে, যা নিশ্চিত সুদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো আলেম ও ফকিহর দ্বিমত নেই।

খ. বিক্রয়ের সময় পণ্য অবশ্যই ব্যাংকের মালিকানায় থাকতে হবে। ব্যাংকের মালিকানায় না থাকলে বেচা-কেনা শুদ্ধ হবে না। কারণ হাকীম ইবন হিযাম বলেন, রাসুল সা. আমাকে যা আমার কাছে (মালিকানায়) নেই তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন[১৪৫]।

গ. পণ্য বিশেষত খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করার পর তা ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে নিয়ে এসে অতঃপর তা বিনিয়োগ গ্রহীতার কাছে নতুনভাবে বিক্রয় করতে হবে। ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, তোমরা কেউ কোনো খাদ্য দ্রব্যক্রয় করলে তা কব্জা না করে বিক্রয় করবে না[১৪৬]। এ প্রসঙ্গে ইবন মানযার বলেন,

---

১৪৪ ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা:* সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব্ বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১০২।

১৪৫ তিরমিযি, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ১৪, হা: ১১৫৬, তিনি বলেন হাদিসটি একটি হাসান হাদিস।

১৪৬ আবু দাউদ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৩৬৭; বুখারিতে হাদিসটি মাওকুফ সনদে বর্ণিত হয়েছে (হা: ২১৩৫) ঠিক এ ধরনের হাদিস ইবন ওমর থেকেও বর্ণিত হয়েছে (দেখুন, হা: ২১৩৬; মুসলিম, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৭২)।

www.bjilibrary.com

أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه، نقل ذلك ابن القيم

এ প্রসঙ্গে আলেমদের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করল সে যেন তা কব্জা বা দখলে না এনে বিক্রয় না করে। ইবন কাইয়্যিমও এ ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন[১৪৭]।

ঘ. পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে নিয়ে এসে তার ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। কারণ ঝুঁকি গ্রহণ না করে কোনো পণ্য বিক্রয় করে লাভ করতে মহানবি সা. নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি সা. আতাব ইবন উসাইদকে এক বেচা-বিক্রিতে দুই শর্ত আরোপ করতে, ঋণদান ও বেচা-কেনা একত্রিত করতে, যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় করতে এবং যে পণ্যের ঝুঁকি নেবে না তা থেকে লাভ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

ঙ. ব্যাংক ইচ্ছা করলে পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ব্যাংকের উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষত্রে তিনি প্রথমে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকের জন্য পণ্যটি ক্রয় করবেন, অতঃপর ব্যাংকের কাছে তা হস্তান্তর করবেন এবং ব্যাংকের মালিকানা ও দায়ভারে নিয়ে যাবেন। তারপর ব্যাংকের কাছ থেকে নিজের জন্য পণ্যটি কিনে বুঝে নিবেন। এ দেশের জনৈক গবেষকের মতে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী মাল কেনার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের দায়িত্ব ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির। সে প্রতিনিধি কোনো ক্রমেই ফরমায়েশ দানকারী ক্রেতা হবে না[১৪৮]।

আমাদের মতে ব্যাংক ইচ্ছা করলে ফরমায়েশদাতা ক্রেতাকে প্রতিনিধি করতে পারে। এতে ইসলামী শরিয়াহর কোনো বাধা নেই। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসঙ্গে ইসলামী শরিয়াহর মূলনীতি হলো, যে বিষয়ে পবিত্র কুরআন বা হাদিসে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি তা বৈধ। অধিকন্তু আমাদের জানা মতে ফিকাহ গ্রন্থের কোথাও স্বয়ং ক্রেতাকে ক্রয় প্রতিনিধি করা যাবে না, এমন কথা বলা হয়নি, বরং এযুগের বেশকিছু ফকিহ

---

১৪৭ ইবন কাইয়্যিম, সুনানু আবি দাউদের টিকা, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ২৭৬।

১৪৮ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, জুন, ২০০৭), পৃষ্ঠা- ১৪৭।

www.bjilibrary.com

ক্রেতাকে ক্রয় প্রতিনিধি করা যাবে বলে অভিমত দিয়েছেন। প্রখ্যাত ইসলামী ব্যাংক বিশেষজ্ঞ জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি বলেন:

শরিয়াহর দৃষ্টিতে মুরাবাহার সর্বোত্তম পদ্ধতি এই যে, অর্থায়নকারী স্বয়ং উক্ত পণ্য ক্রয় করে নিজের দখলে নিয়ে নিবে। অথবা এ কাজ তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করে তার মাধ্যমে করাবে। অতঃপর সে পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করবে। তবে যে ক্ষেত্রে কোনো কারণে সরবরাহকারী থেকে সরাসরি ক্রয় করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে এই অনুমতিও আছে যে, *অর্থায়নকারী গ্রাহককে নিজের উকিল হিসেবে নিয়োগ করবে*। গ্রাহক অর্থায়নকারীর পক্ষ হতে সে পণ্য ক্রয় করবে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রথমে উক্ত পণ্য অর্থায়নকারীর পক্ষ হতে উকিল হিসেবে ক্রয় করবে এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে কব্জা করবে। অতঃপর তার থেকে বাকি মূল্যে ক্রয় করবে। প্রথম পর্যায়ে উক্ত পণ্যে গ্রাহকের কব্জা অর্থায়নকারীর উকিল হিসেবে হবে। এ সময় পণ্যটি গ্রাহকের দখলে শুধুমাত্র আমানত হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে, মালিকানা থাকবে অর্থায়নকারীর। ফলে এর দায়ভারও অর্থায়নকারীর উপরই থাকবে। তবে গ্রাহক যখন অর্থায়নকারী থেকে সে পণ্য ক্রয় করবে, তখন মালিকানা এবং দায়ভার গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে যাবে[১৪৯]।

শায়খ আব্দুল আযীম আবু যাইদ বলেন, *ব্যাংক কর্তৃক ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা, বা ব্যাংকের পক্ষ হতে পণ্য কব্জা করে ব্যাংকের হাতে হস্তান্তর করার জন্য প্রতিনিধি করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতদ্বন্দ্ব নেই*। কারণ এ কর্মটি একটি উকিল নিয়োগ বৈ অন্য কিছু নয়, যা বৈধ। তবে তাকে তার নিজের কাছে মুরাবাহা ভিত্তিতে বিক্রয় করার জন্য উকিল বানানো, অথবা ব্যাংক কর্তৃক কেবল তার নামে একটি চেক লিখে দেওয়া যাতে বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্যটি নিজে ক্রয় করে নিতে পারে অতঃপর নিজেই নিজের কাছে বিক্রয় করতে পারে, তা বৈধ নয়। কারণ তাতে পণ্য প্রকৃত পক্ষে ব্যাংকের দখলে আসে না। তার দায়ভারেও প্রবেশ করে না। কারণ এতে ক্রেতা পণ্যটি

---

[১৪৯] জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান, পৃষ্ঠা- ১০১।

www.bjilibrary.com

ব্যাংকের জন্য ক্রয়ের সাথে সাথে আবার নিজেই নিজের জন্য ক্রয় করে এবং তার দখলে নিয়ে নেয়। ফলে এতে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতার মধ্যে একটি রূপক ক্রয়বিক্রয় হলেও ব্যাপারটি আসলে ব্যবসায়িক কারবার নয় বরং সুদী কারবারেরই বেশি নিকটবর্তী হয়। আমরা ইসলামী ব্যাংকগুলেকে সাধ্য অনুযায়ী সুদ ও সুদী কারবার থেকে দূরে রাখতে চাই[১৫০]।

চ. ব্যাংকের কাছে পণ্যটি হস্তান্তর করে ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে যাওয়া এবং পণ্যের দায়ভার ও ঝুঁকি তার উপর অর্পণ করা অতি জরুরি। এটাই মুরাবাহা'কে সুদী ঋণের কারবার থেকে আলাদা করে।

ছ. পণ্যটি পরিমাপযোগ্য ও ওজনযুক্ত হলে অবশ্যই তা পুনরায় পরিমাপ বা ওজন করে নিতে হবে। কারণ রাসুল সা. ওসমান রা.-কে বলেছিলেন,

وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ

'যখন কোনো পণ্য বিক্রয় করবে তখন ওজন করে দিবে, আর যখন কোনো পণ্য ক্রয় করবে তখনও ওজন করবে[১৫১]।

জ. বিক্রিত পণ্য স্তূপীকৃত অবস্থায় ক্রয় করা হলে তা বিক্রয় করার জন্য পূর্বের স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে, অতঃপর ক্রেতার কাছে বিক্রয় করতে হবে। ইবন ওমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

---

[১৫০] আব্দুল আযীম আবু যাইদ, বাইয়ুল মুরাবাহা লিল আমির বিশ্‌শিরা (মাকতাবা শামিলা) খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৯৪।

[১৫১] বুখারি, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩২২; বুখারি তার সাহিহতে হাদিসটি মুআল্লাক বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো খাদ্য দ্রব্য খরিদ করে যতক্ষণ না তা পুরাপুরিভাবে কব্জা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রয় করবে না। তিনি বলেন, আমরা বাণিজ্য দলের কাছ থেকে স্তূপীকৃত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতাম, তখন রাসুল সা. আমাদের তা তার (ক্রয়ের) স্থান থেকে না সরিয়ে বিক্রয় করতে নিষেধ করছেন[১৫২]।

ঝ. আব্দুল্লাহ ইবন ওমর থেকে অপর এক হাদিসে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

রাসুল সা.-এর যুগে স্তূপিকৃত অবস্থায় ক্রয়কৃত বস্তু ক্রয়ের স্থান থেকে ক্রেতার স্থানে না সরিয়ে বিক্রয় করলে এ জন্য মার দেওয়া হত[১৫৩]।

উপসংহার

মোট কথা মুরাবাহা ইসলামী অর্থায়নের একটি আদর্শ পদ্ধতি না হলেও একটি হালাল ও বৈধ পণ্য বিপণন পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বর্তমানে সারা বিশ্বে এ পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোও তাদের বিনিয়োগ ও লেনদেনে এ ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। এতে শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি করার কিছু নাই বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আমদানির ক্ষেত্রে মুরাবাহা চুক্তির বাস্তবায়ন

আমাদানি বাণিজ্য শুরু হয় এল-সি তথা লেটার অব্ ক্রেডিট খোলার মাধ্যমে। সাধারণত লেটার অব্ ক্রেডিট তিন পদ্ধতিতে খোলা হয়ে থাকে।

এক. আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পণ্যের সমস্ত নগদ মূল্য পরিশোধ পূর্বক এল-সি খোলা হয়।

দুই. আমদানিকারক ও ব্যাংক কর্তৃক অংশীদারি ভিত্তিতে পণ্য আমদানির জন্য এল-সি খোলা হয়।

---

[১৫২] মুসলিম, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৭২, হা: ২৮১২।

[১৫৩] বুখারি, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ২১৬, হা: ৬৮৫২।

www.bjilibrary.com

তিন. ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে সরবরাহ করার জন্য গ্রাহকের লাইসেন্স নিয়ে গ্রাহকের নামে (দেশের আইনি জটিলতার কারণে) নিজ উদ্যোগে এবং নিজস্ব অর্থে পণ্য আমদানির জন্য এল-সি খোলা হয়।

এই তিন পদ্ধতির এল-সি'র মধ্যে প্রথম পদ্ধতিতে ব্যাংক কেবল সার্ভিস চার্জ নিতে পারে। কারণ পণ্যের প্রকৃত আমদানিকারক ব্যাংক নয়। সুতরাং ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ছাড়া অন্য কিছু নিতে পারে না।

দ্বিতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ে যৌথভাবে পণ্যের আমদানিকারক সেহেতু এ পদ্ধতিতে ব্যাংকও গ্রাহক উভয়ে মুশারাকার বিধান অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করে লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

আর তৃতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে গ্রাহকের লাইসেন্স নিয়ে তার নামে তার ফরমায়েশ মতো পণ্য আমদানি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে পণ্যের আমদানিকারক হলো ব্যাংক। কারণ ব্যাংকের অর্থে ব্যাংকের উদ্যোগেই পণ্য আমদানি করা হয়। সুতরাং এ অবস্থায় ব্যাংক গ্রাহকের কাছে বাই মুরাবাহা বাই মুসাওয়ামা (দরদাম করে মূল্য ঠিক করে) ইত্যাদি পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয় করে ইচ্ছামতো লাভ করতে পারে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: বাই সালাম বা অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিপণন

সালাম একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ সমর্পন করা, হস্তান্তর করা, সোপর্দ করা, অর্পণ করা, প্রদান করা ইত্যাদি।

ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় বাই সালাম (بيع السلم) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুরারিল হুক্কাম শারহু মুজাল্লাতিল আহকাম গ্রন্থে বলা হয়েছে,

(بَيْعُ السَّلَمِ مُؤَجَّلٌ بِمُعَجَّلٍ) وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ هُوَ الْبَيْعُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الثَّمَنُ مُعَجَّلًا وَاسْتِلَامُ الْمَبِيعِ مُؤَجَّلًا.

(বাই সালাম হলো: নগদ মূল্য পরিশোধ করে বাকিতে পণ্য গ্রহণ করা।) আরো স্পষ্ট ভাষায় বললে বলতে হয়, যে বেচা-কেনায় মূল্য

আগাম পরিশোধ করা হয় আর পণ্য পরে গ্রহণ করা হয় তাই হলো বাই সালাম[১৫৪]।

অন্য এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে বাই সালাম হলো: এমন এক বিক্রয় চুক্তি যাতে বিক্রেতা ভবিষ্যতের কোনো এক সময় নির্দিষ্ট পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করবে মর্মে অঙ্গীকার করে এবং বিক্রয়ের সময় পণ্যমূল্য অগ্রিম নিয়ে নেয়[১৫৫]।

বাই সালামকে এ কারণেই বাই সালাম বলা হয় যে, এতে ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে অগ্রিম মূল্য সমর্পণ করে। আর উভয়ের সম্মতিতে ভবিষ্যতের কোনো এক নির্ধারিত সময়ে পণ্য প্রদান করবে মর্মে চুক্তি সম্পাদন করে। বাই সালামে ক্রেতাকে 'রাব্বুস সালাম আর বিক্রেতাকে মুসলাম ইলাইহি এবং ক্রয়কৃত জিনিসকে মুসলাম ফিহ বলা হয়।

বাই সালামের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। বিক্রেতা উপকৃত হয়, কারণ সে মূল্য অগ্রিম পেয়ে যায়। আর ক্রেতা উপকৃত হয়, কারণ সে বাই সালামের মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পায়।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, তৎকালে মদিনায় বাই সালাম বুঝাবার জন্য সালাফ শব্দটিও ব্যবহৃত হতো। একারণেই মহানবি সা. বাই সালাম বুঝাবার জন্য তাঁর কোনো কোনো হাদিসে সালাফ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

বাই সালাম বা অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিপণন একটি স্বীকৃত ইসলামী পণ্য বিপণন পদ্ধতি। মহানবি সা.-এর যুগে এ পন্থায় পণ্য বিপণন করা হতো। এ জাতীয় বেচা-কেনার অনুমতি পবিত্র কুরআনেও রয়েছে। আমরা বাই সালাম বৈধ হওয়ার প্রমাণগুলো এখানে পেশ করছি:

ক. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

হে ইমানদারগণ যখন তোমরা একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করো তখন তা লিখে রাখো[১৫৬]।

---

১৫৪ আলী হাইদার, দুরারুল হুক্কাম শারহু মুজাল্লাতিল আহকাম, ধারা-১, পৃষ্ঠা- ৯৯।

১৫৫ ফাতওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬।

www.bjilibrary.com

ইবন আব্বাস উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসির সম্বন্ধে বলেন, আয়াতটি সুনির্দিষ্ট তারিখে সালাম পদ্ধতিতে পণ্য বিপণন সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কাতাদাহ ইবন আব্বাস হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টিতে সালাম পদ্ধতিতে, যে বেচা-কেনা করা হয় তা আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে হালাল ঘোষণা করেছেন এবং তার অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি উপর্যুক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন[১৫৭]।

খ. বুখারি ও মুসলিমে ইবন আব্বাস হতে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসুল সা. মদিনায় হিজরত করে এসে দেখতে পান যে, মদিনার অধিবাসীরা সালাম পদ্ধতিতে এক বছর দু'বছর তিনবছর পর পণ্য হস্তান্তর করার শর্তে ফল-ফলাদি বেচা-কেনা করছে। রাসুল সা. তা দেখে বললেন,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

যে অগ্রিম মূল্যে বেচা-কেনা করতে চায় সে যেন ওজন ও পরিমাপ সুনির্দিষ্ট করে, নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ করার কথা দিয়ে অগ্রিম বেচা-কেনা করে[১৫৮]। এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, 'বাইয়ে সালাম এ পণ্যের ওজন, পরিমাপ ও পরিশোধের সময় বা তারিখ সুনির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। হানাফি মায্হাব মতে পণ্যটি বহনযোগ্য হলে তা হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করাও আবশ্যক।

গ. বাই সালাম ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী অবৈধ হওয়ার কথা। কারণ বিক্রয়ের সময় সাধারণত পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকে না। রাসুল সা. হাকীম এবন হিযাম কে যা তার মালিকানাধীন নাই তা বিক্রয় করতে নিষেধ করছেন।[১৫৯] এতদসত্ত্বেও মানুষের বিশেষত কৃষকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে-যাদের ফসল উৎপাদন এবং ফসল কাটা পর্যন্ত বিবি বাচ্চাদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হত, কিন্তু সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে তারা সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারছিল না- ইসলাম বাই

---

১৫৬ সুরা বাকারা ২: ২৮২।

১৫৭ ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত: দারুল কুরআন আল-কারীম), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ২৫২।

১৫৮ বুখারি, হা: ২০৮৬; মুসলিম, হা: ৩০১০।

১৫৯ তিরমিযি, হা: ১১৫৪ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِ ي

www.bjilibrary.com

সালামে'র আনুমতি দিয়েছে। সুতরাং চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যটি বিক্রেতার কাছে থাকা শর্ত নয়। হস্তান্তরের সময় থাকলেই চলে। কারণ এক হাদিস থেকে জানা যায় যে, সাহাবারা অগ্রিম বেচা-কেনা করার সময় বিক্রেতার কাছে পণ্যটি আছে কিনা তা জানার চেষ্টাই করতেন না।

'আব্দুর রহমান ইবন আবযি ও আব্দল্লাহ ইবন আবু আওফা থেকে বর্ণিত। তারা বলেন,

كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ .

আমরা রাসুল সা.-এর সাথে গনীমতের মাল লাভ করতাম। সে সময় আমাদের কাছে শাম রাজ্যে বসবাসকারী নবতি'রা (আরব বংশোদ্ভুত লোকেরা) আসত। আমরা তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে হস্তান্তরের শর্তে গম, যব ও কিশমিশ অগ্রিম মূল্যে (সালামে) কিনতাম। অপর এক বর্ণনায় আছে এবং তৈল ও কিনতাম। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তাদের কি কোনো ক্ষেত খামার ছিল? তারা বললেন, আমরা এ প্রসঙ্গে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করতাম না[১৬০]।

বাই সালাম চুক্তি করার সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়

এখানে উল্লেখ্য যে, যে পণ্য কিনার জন্য সালাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে পণ্য হস্তান্তরের সময় সে পণ্য ছাড়া অন্য কোনো পণ্য নেওয়া সঠিক নয়। কারণ আব্দুল্লাহ ইবন ওমর হতে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ যে ব্যক্তি কোনো সালাম চুক্তি করে সে যেন তা অন্য পণ্যের দিকে না ফিরায়[১৬১]। অপর এক হাদিসে আছে, من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه

---

[১৬০] বুলুগুল মুরাম, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩২৫; বুখারি, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৪৩৪, হা: ২২৫৪-২২৫৫।

[১৬১] আবু দাউদ, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৩২৭, হা: ২০০৪; এটাও একটি দুর্বল হাদিস।

www.bjilibrary.com

أو رأس ماله যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট পণ্য নিবে বলে সালাম চুক্তি করেছে সে যা নিবে বলে চুক্তি করেছে তা ছাড়া অন্য কিছু অথবা তার মূল পুঁজি ছাড়া অন্য কিছু নিবে না[১৬২]।

উপর্যুক্ত হাদিস দুটি মুহাদ্দিসদের মতে সহিহ নয়। তবে যেহেতু এর বিপরীত কোনো হাদিস নেই তাই যথা সম্ভব যে পণ্যের জন্য সালাম চুক্তি করা হয়েছে সে পণ্য ছাড়া অন্য কোনো পণ্য নেওয়া উচিত নয়। এ কারণেই সম্ভবত ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, যে শাম দেশের গম নিবে বলে সালাম চুক্তি করেছে সে মেয়াদ শেষে, মিশর থেকে আগত সাদা গম নিতে পারে। আর যে আজওয়া নামক খেজুর নিবে বলে সালাম চুক্তি করেছে সে সাইহানী খেজুর নিতে পারে। তবে গম নিবে বলে চুক্তি করলে যব নেওয়া উচিত নয়। কারণ যব তো আর গম নয়[১৬৩]।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বাই সালাম চুক্তির বাস্তবায়ন

ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা ক্ষেত্রে 'বাই সালাম চুক্তি বাস্তবায়ন করে অর্থ আয় করতে পারে। আমরা এখানে যে সব ক্ষেত্রে 'বাই সালাম পদ্ধতির অনুসরণ করতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করছি।

আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাই সালাম-এর বাস্তবায়ন

আমদানি রপ্তানি যেকোনো ব্যাংকের অর্থ আয়ের একটি বড় উৎস। ব্যাংকগুলো এ খাত থেকে তাদের বার্ষিক আয়ের একটি বড় অংশ উপার্জন করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকগুলোও এ খাত থেকে বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে অর্থ আয় করে থাকে। সাধারণত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বাই সালামের যে পদ্ধতি অনুকরণ করা হয় তা হলো:

ক. *পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাই সালামের প্রয়োগ:* কোনো রপ্তানি কারক কোম্পানি যখন পণ্য রপ্তানির কোনো অর্ডার পায়, তখন পণ্য উৎপাদন করার মতো কাঁচামাল তার কাছে না থাকলে এবং তা বাজার থেকে কেনার মতো পর্যাপ্ত

---

[১৬২] দারুকুতনী, পৃষ্ঠা- ৩৪৬; নাসির উদ্দিন আলবানী, এরওয়া উল গুলিল, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২২৩; তিনি বলেন, হাদিসটি দুর্বল।

[১৬৩] মুহাম্মদ হাসান শাইবানী, আল্ হুজ্জাহ, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৫৯৮।

www.bjilibrary.com

পরিমাণ অর্থ তার কাছে না থাকলে তখন সে কোম্পানি ব্যাংকের কাছে অর্থের জন্য আসে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক তাকে বলতে পারে আমাকেই পণ্য রপ্তানি কারক হওয়ার সুযোগ দিন। আমি আপনাকে অর্থ যোগান দিব। এমতাবস্থায় কোম্পানি ব্যাংককে পণ্য রপ্তানিকারক হওয়ার সুযোগ দিলে ব্যাংক ও কোম্পানি উভয়ে আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাংককেই পণ্য রপ্তাণিকারক করতে পারে। অতঃপর ব্যাংক কোম্পানির কাছ থেকে বাই সালামের ভিত্তিতে আগাম পণ্য ক্রয় করতে পারে। এভাবে কেম্পানীর কাছ থেকে আগাম পণ্য ক্রয় করা হলে কোম্পানি আগাম পণ্যমূল্য পেয়ে পণ্য তৈরির কাঁচামাল বাজার থেকে কিনে যথা সময়ে পণ্য তৈরি করে, ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। অতঃপর ব্যাংক তা নিজের দখলে নিয়ে এসে নিজ উদ্যোগে রপ্তানি করে অর্থ আয় করতে পারে।

অনুরূপভাবে অর্ডার পাওয়া পণ্যের আংশিকও ব্যাংক রপ্তানিকারকের কাছ থেকে বাই সালাম পদ্ধতিতে কিনতে পারে। অতঃপর রপ্তানিকারকের সাথে মুশারাকার ভিত্তিতে বা যৌথভাবে রপ্তানি করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

খ. *পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাই সালামের প্রয়োগ:* ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন তাঁর ইসলামে অর্থনৈতিক মতাদর্শ নামক গ্রন্থে আন্তর্জাতিক বাই সালাম শিরোনামে লেখেন, ইসলাম বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষপাতী। মাবসুত প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসুল সা. মক্কা বিজয়ের এমনকি হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বেও আবু সুফিয়ানকে মদিনার খেজুর দিয়ে তার বিনিময়ে মক্কা থেকে চামড়া আমদানি করতেন[১৬৪]।

আমাদের ধরণায় বর্তমান যুগেও ইসলামী ব্যাংক পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে অর্থ আয় করতে পারে। যেমন: কোনো পণ্য আমদানিকারক কোম্পানির কাছ থেকে কোনো পণ্য ব্যাংক সালামের ভিত্তিতে আগাম ক্রয় করে অতঃপর পণ্য দেশে পৌছলে তা কোম্পানির কাছ থেকে বুঝে নিয়ে, নিজের দখলে নিয়ে এসে তৃতীয় কোনো গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে অর্থ আয় করতে পারে।

---

[১৬৪] বিস্তারিত বিবরণের জন্য মাবসূত, সারাখসী: খণ্ড- ১০, পৃষ্ঠা- ৯২ এবং শারহু সিয়ারিল কাবীর, সারাখসী, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৭০ দ্রষ্টব্য (ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদদীন, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৯৮)।

www.bjilibrary.com

গ. *অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বণিজ্যের ক্ষেত্রে সলাম চুক্তির প্রয়োগ:* দেশিয় যে সব কোম্পানির পণ্য উৎপাদনের জন্য অর্থের প্রয়াজন হয় বাই সালাম পদ্ধতিতে তাদের কাছ থেকে আগাম পণ্য ক্রয় করে আবার সে পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় করে (যেমন: দুই ঈদের দুই এক মাস আগে শাড়ি লুঙ্গি উৎপাদনকারী তাঁতীদের কাছ থেকে বাই সালাম পদ্ধতিতে আগাম শাড়ি ও লুঙ্গি কিনে তা ঈদের সময় বাজারে বিক্রয় করে) ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থ আয় করতে পারে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ: বাই ইস্তিস্না' বা পণ্য তৈরির অর্ডার গ্রহণ করে পণ্য বিপণন

ইসতিসনা (استصناع) শব্দটি আরবি সুনয়ুন (صنع) শব্দ থেকে উদ্ভূত। সুনয়ুন মানে তৈরি করা, প্রস্তুত করা, বানানো, ইত্যাদি। ইবন নোজাইম তাঁর *বাহরুররায়েক* নামক ফিকাহ বিষয়ক গ্রন্থে 'বাই ইসতিসনা' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الِاسْتِصْنَاعُ لُغَةً طَلَبُ عَمَلِ الصَّانِعِ وَشَرْعًا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِ خُفٍّ أَوْ مُكَعَّبٍ أَوْ صُفَّارٍ اصْنَعْ لِي خُفًّا طُولُهُ كَذَا وَسَعَتُهُ كَذَا أَوْ دُسْتًا أَيْ بُرْمَةً تَسَعُ كَذَا وَوَزْنُهَا كَذَا عَلَى هَيْئَةِ كَذَا بِكَذَا وَكَذَا وَيُعْطِي الثَّمَنَ الْمُسَمَّى أَوْ لَا يُعْطِي شَيْئًا فَيَقْبَلُ الْآخَرُ مِنْهُ الثَّانِي فِي دَلِيلِهِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ الْعَمَلِيُّ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالِاسْتِحْسَانِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِكَوْنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ وَتَرَكْنَاهُ لِلتَّعَامُلِ

ইস্তিস্না'র আভিধানিক অর্থ তৈরিকারীর কর্ম কামনা করা। বাই ইসতিসনা'কে এ কারণেই ইসতিসনা বলা হয় যে, তাতে একটি পণ্য বানাবার জন্য বা তৈরি করার জন্য তৈরিকর্তাকে অর্ডার দেওয়া হয়। ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় ইসতিসনা হলো: মোজা তৈরিকারী বা জুতা তৈরিকারী বা কাপড় তৈরিকারী দর্জিকে একথা বলা যে, তুমি আমাকে এক জোড়া মোজা বা জুতা তৈরি করে দাও, যা এতটুক দৈর্ঘ্য

www.bjilibrary.com

এবং এতটুকু প্রস্থ হবে। অথবা আমাকে এত মূল্যের বিনিময়ে এমন একটি কোট তৈরি করে দাও যা এ মাপের ও এমন এমন ধরনের হবে। নির্ধারিত মূল্য নগদ দিলো বা দিলো না অথবা কিছু মূল্য দিলো আর কিছু বাকি রাখল আর দ্বিতীয় পক্ষ তা কবুল করল। এ ধরনের লেনদেন বৈধ হওয়ার দলিল হলো: আমলি ইজমা। অর্থাৎ মানুষের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা প্রথা। তা ছাড়াও তা ইস্তিহসান দ্বারাও প্রমাণিত। কিয়াসের দাবি হলো তা বৈধ না হওয়া। এটাই ইমাম যোফরের অভিমত। কারণ তা আসলে অস্তিত্বহীন জিনিসের বেচা-বিক্রয় (যা বৈধ নয়)। আর আমরা মানুষের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা প্রথার কারণে এ কিয়াস পরিহার করেছি[১৬৫]।

হানাফি ফকিহ আল্লামা কাসানী 'আকদুল ইসতিসনা' বা ইসতিসনা চুক্তি সম্পর্কে বলেন,

" فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم والإجارة لأن السلم عقد على مبيع في الذمة واستئجار الصناع يشترط فيه العمل وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا

এতে (ইস্তিসনা চুক্তিতে) দুই ধরনের বৈধ চুক্তি রয়েছে, সালাম ও ইজারা। কারণ সালাম এমন একটি চুক্তি যাতে ভবিষ্যতে হস্তান্তর করার জন্য একটি পণ্য জিম্মায় থাকে। আর ইজারাতে কারিগরকে ভাড়া করা হয় এ শর্তে যে সে একটি কাজ করে দিবে। আর যে চুক্তিতে দুটি বৈধ চুক্তি সমন্বিত রয়েছে তাও বৈধ[১৬৬]।

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস কিয়াস ও ইসলামের সাধারণ মূলনীতি অনুযায়ী বাই ইসতিসনা বৈধ হওয়ার কথা নয়। কারণ তা আসলে যা মানুষের মালিকানার অধীন নেই তার বেচা-কেনা। মহানবি সা. যে পণ্য কারো মালিকানায় বা দখলে বা যে পণ্যের ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়নি তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এতদসত্ত্বেও ইসলাম মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে বাই ইসতিসনা'কে বৈধ ঘোষণা করেছে।

---

১৬৫ ইবন নোজাইম, বাহরুর রায়েক (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ১৬, পৃষ্ঠা- ৪৪২।

১৬৬ আলা উদ্দিন কাসানী, বাদায়েয়ুস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৫০০।

www.bjilibrary.com

মুসলিম ফকিহ্দের মতে বাই ইসতিসনা বা অর্ডারে পণ্য তৈরি করে বিপণন করা ইসলামে বৈধ। রাসুল সা.-এর যুগেও অর্ডারে পণ্য বিপণন করা হতো বলে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে কোনো কারিগরের সাথে ক্রেতার এ মর্মে চুক্তি সম্পাদন হয় যে, কারিগর তাকে তার দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি তৈরি করে দিবে, আর বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি ক্রমে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করবে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কারিগর পণ্যটি তৈরি করে, আর ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ করে পণ্যটি নিয়ে যায়। এ জাতীয় বেচা-কেনাকে ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় বাই ইসতিসনা' বলা হয়[১৬৭]।

রাসুলুল্লাহ সা. হতে বর্ণিত দুটি হাদিস থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজে দুটি জিনিস অর্ডারে তৈরি করিয়েছিলেন। তার একটি হলো, মসজিদের জন্য মিম্বর, আর অপরটি হলো, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের জন্য সিলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত আংটি। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে হাদিস দুটি পেশ করছি।

প্রথম হাদিসটি হলো:

نِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

ইবন ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সা. একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন এবং তা পরিধান করতেন। আংটিটির মোহরের অংশ হাতের (তালুর) ভিতরের দিকে রাখতেন। তখন লোকেরাও আংটি বানানো আরম্ভ করল। অতঃপর তিনি মিম্বরে বসে তা খুলে ফেললেন। তারপর বললেন, আমি এই আংটিটি পরতাম, আর তার মোহর ভিতরে রাখতাম। অতঃপর তা ফেলে দিলেন, তারপর বললেন, আল্লাহর কছম!

---

১৬৭ ফাতওয়া ও মাসায়েল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৭৪।

www.bjilibrary.com

এটি আর কখনও পরব না। তখন লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ফেলে দিলেন[১৬৮]।

মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে: إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَيْهِ আমি একটি আংটি বানিয়েছি এবং তাতে নকশা অংকন করিয়েছি। সুতরাং তোমরা কেউ তার উপর নকশা অংকন করবে না[১৬৯]।

দ্বিতীয় হাদিসটি হলো:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক সাহাল ইবন সা'দের কাছে এসে (মসজিদের) মিম্বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, রাসুল সা. অমুক মহিলার কাছে -ছাহাল মহিলার নাম বলেছিলেন- এক লোককে পাঠালেন, এ কথা বলে যে, সে যেন তার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে নির্দেশ দেয় যাতে সে আমার জন্য একটি কাষ্ঠখণ্ড তৈরি করে দেয় যাতে মানুষের সাথে কথা বলার সময় আমি তার উপর বসতে পারি। (মহিলা এ সংবাদ পেয়ে) তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন মদিনার জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করে তা তৈরি করে দেয়। (মিম্বরটি তৈরি হলে) তা তার কাছে নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি তা রাসুল সা.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসুল সা. তা স্থাপনের নির্দেশ

---

[১৬৮] বুখারি, খণ্ড- ২২, পৃষ্ঠা- ৩৪৮, হা: ৬৬৫১।

[১৬৯] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড- ২৫, পৃষ্ঠা- ৩৪৮, হা: ১২৩১৫; শোয়াইব আরনূত হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

www.bjilibrary.com

দিলেন; তখন তা স্থাপন করা হয়। অতপর রাসুল সা. তার উপর বসলেন[১৭০]।

আমরা এ দু'টি হাদিসের বাকি বর্ণনাগুলো দেখেছি। কিন্তু কোনো বর্ণনাতেই এ দু'টি জিনিস মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের জন্য ব্যবসার পণ্য হিসেবে বানানো হয়েছিল বলে উল্লেখ নেই। কাজেই কেউ বলতে পারেন এ হাদিস দুটি দ্বারা অর্ডারে পণ্য বিপণন বৈধ প্রমাণ করা যায় না।

আমরা বাই ইসতিসনা'র প্রমাণ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত লেখার পর বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করেছি যে, ইমাম বুখারি তাঁর স্বভাবমত শেষোক্ত হাদিসটি বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করে বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করেছেন। তিনি হাদিসটি 'কিতাবুল বুয়ূ' বা ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়েও 'বাবুন নাজ্জার'[১৭১] বা কাঠমিস্ত্রি শীর্ষক অনুচ্ছেদ রচনা করে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আমাদের ধরণায় তিনি হাদিসটি 'কিতাবুল বুয়ূ' বা ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে বর্ণনা করে এ হাদিস দ্বারা কাঠ মিস্ত্রিকে অর্ডার দিয়ে পণ্য তৈরি করা এবং তা বিপণন করা বৈধ প্রমাণ করেছেন। কারণ তা না হলে হাদিসটি কিতাবুল বুয়ূ'তে বর্ণনা করার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

অন্যদিকে ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহ'র গ্রন্থগুলোতে আক্‌দুল ইস্তিসনা বা অর্ডারে পণ্য তৈরির চুক্তিকে ইস্তিহ্‌সান-এর ভিত্তিতে বৈধ বলে দাবি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ না হওয়ারই কথা। কারণ চুক্তির সময় পণ্যটি বিক্রেতার কাছে বানানো থাকে না, এমনকি তার অস্তিত্বই থাকে না। কাজেই তা রাসুল সা.-এর বাণী لَا تبع ماليس عندك 'যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় করো না'[১৭২] এর পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং অবৈধ হওয়ারই কথা। তবে এ জাতীয় বেচা-কেনা যেহেতু জাহেলি যুগ হতে চলে আসছে এবং মানুষের এভাবে অর্ডারে পণ্য তৈরি ও বেচা-কেনার প্রয়োজনও রয়েছে, কাজেই তাকে ইস্তিহ্‌সানে'র[১৭৩] আলোকে বৈধ বলা হয়েছে এবং এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ হওয়ার পক্ষে ইজমা সংগঠিত হওয়ার

---

[১৭০] বুখারি, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৭৩৮, হা: ১৯৮৮।

[১৭১] বুখারি, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৮। [صحيح البخاري - مكنز 8/ 2، برقيم الشاملة آليا]

[১৭২] ইবন হাজর, আদ্দিরায়া ফি তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১৫৯।

[১৭৩] ইসলামী আইনের একটি উৎস।

www.bjilibrary.com

দাবিও করা হয়েছে[১৭৪]। হানাফি উসূল গ্রন্থগুলোতে ইসতিসনা ইজমা দ্বারা বৈধ প্রমাণিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে[১৭৫]। এসব বক্তব্য প্রমাণ করে যে, ইসতিসনা সকল মায্হাবেই বৈধ এবং তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

সৈয়দ সাবিক তার ফিকহুস্ সুন্নাহ নামক গ্রন্থে বলেন, এ ধরনের বেচা-কেনার প্রচলন জাহেলি যুগ থেকেই ছিল। গোটা উম্মাহ এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ হওয়ার পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলোঃ পণ্যের বিবরণ কারিগরের কাছে এমনভাবে দিতে হবে যাতে পণ্য সম্বন্ধে অবগতি লাভ করতে কারিগরের কোনো অসুবিধে না হয় এবং এ বিষয়ে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা না থাকে। যাতে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে পণ্য তৈরির পর কোনো ধরনের বিবাদ সৃষ্টি না হয়[১৭৬]।

জিদ্দাস্থ ওআইসি'র ফিকাহ একাডেমির ১৪১২ হি. সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম সম্মেলনে আকদুল ইসতিসনা বা অর্ডারে পণ্য তৈরির চুক্তিকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

কারণ এ ধরনের চুক্তির প্রয়োজন আছে বলেই মানুষ তা দীর্ঘদিন থেকে করে আসছে। এ ধরনের চুক্তি অবৈধ বলা হলে মানব সমাজের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে। ইসলাম এসেছে মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য, মানব জাতির কল্যাণ বাধাগ্রস্ত করার জন্য নয়[১৭৭]।

এ প্রসঙ্গে ফিকাহ একাডেমি'র সিদ্ধান্ত নম্বর-৭/৩/৬৭ তে বলা হয়েছে, আকদুল ইসতিসনা বা অর্ডারে পণ্য তৈরির চুক্তি সংক্রান্ত একাডেমিতে পঠিত প্রবন্ধগুলোর উপর আলোচনা পর্যালোচনা করার পর এবং মানবকল্যাণ সাধনে শরিয়াহর উদ্দেশ্যাবলি ও লেনদেন চুক্তির ক্ষেত্রে শরিয়াহর নীতিমালার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এবং এ বিষয়টি বিবেচনা করে যে, শিল্পায়নকে উৎসাহিত করণে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও ইসলামী অর্থনীতির উন্নয়নে, ইসতিসনা চুক্তির বিরাট প্রভাব রয়েছে, একাডেমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যেঃ

---

[১৭৪] আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, ইলমুল উসূল (বৈরুতঃ দারুল কলম), পৃষ্ঠা- ২৭৩।

[১৭৫] উসূলে বায্ দাভী, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২৭৬; উসুলে সারাখছি, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ২০৩।

[১৭৬] সৈয়দ সাবিক, ফিক্হুস্ সুন্নাহ, খণ্ড- ১৩, পৃষ্ঠা- ৩১৯।

[১৭৭] আবু যাইদ, আক্দুল ইস্তিসনা (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২১।

www.bjilibrary.com

প্রথমত: ইসতিসনা চুক্তির শর্ত পূর্ণ হলে, চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষকে তা অবশ্যই মানতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ইসতিসনা চুক্তিতে নিম্নের শর্তাবলীর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. পণ্যের ধরন, প্রকৃতি, প্রকার ইত্যাদির বিস্তারিত প্রয়োজনীয় বিবরণ দিতে হবে।

খ. হস্তান্তরের সময় নির্ধারণ করতে হবে।

গ. ইসতিসনা চুক্তিতে পুরা মূল্য বাকি রাখা যাবে, নির্ধারিত কিস্তিতেও মূল্য পরিশোধ করা যাবে।

ঘ. জরুরি অবস্থা বিরাজমান না হলে উভয় চুক্তি সম্পাদনকারী সম্মত হয়ে তাতে অন্যান্য নতুন শর্ত জুড়ে দিতে পারবে[১৭৮]।

অতএব ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত বাই ইসতিসনা একটি বৈধ শরিয়াহ সম্মত পণ্য বিপণন পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে ইসলামী শরিয়াহরই অনুকরণ করছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসতিসনা চুক্তির বাস্তবায়ন

ইসলামী ব্যাংকগুলো নানাভাবে বাই ইসতিসনা পদ্ধতি অনুসরণ করে বিনিয়োগ করতে পারে। সাধারণত আমরা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইসতিসনা চুক্তির বাস্তবায়ন হতে দেখতে পাই নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে। যেমন-

ক. যখন কোনো বিদেশি আমদানিকারক বাংলাদেশ হতে গার্মেন্টিস পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশের কোনো রপ্তানিকারক কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গার্মেন্টিস পণ্যের অর্ডার দেয়, যেমন: দশ হাজার পিছ শার্ট, বা বিশ হাজার পিছ প্যান্টের অর্ডার দিলো। তখন কোম্পানির কাপড় সুতা বোতাম ইত্যাদি পণ্য তৈরির উপকরণ ক্রয়ের নগদ অর্থ না থাকলে ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হয়। তখন ব্যাংক বলে আমাকেই রপ্তানিকারক হওয়ার সুযোগ দাও। আমি দশ হাজার পিছ শার্ট তোমার কাছ থেকে বাই ইসতিসনা-এর ভিত্তিতে ক্রয় করার জন্য তোমাকে অর্থ যোগান দিব। তখন উৎপাদক কোম্পানি আর ব্যাংক

---

[১৭৮] আল ফাতওয়া আল্ ইক্ তিসাদিয়া, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৫৩।

www.bjilibrary.com

আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে পণ্য রপ্তানির অর্ডারটি ব্যাংকের অনুকূলে নিয়ে যায়। অতঃপর ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে পণ্য রপ্তানির সকল কার্যক্রম চূড়ান্ত করে উৎপাদক কোম্পানিকে বাই ইসতিসনা'র ভিত্তিতে পণ্য তৈরির জন্য অর্ডার দেয়। সাথে সাথে গার্মেন্টস কোম্পানিকে পণ্য তৈরির কাঁচামাল যথাঃ কাপড় সুতা বোতাম ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য আগাম অর্থ যোগান দেয়। অতঃপর পণ্য তৈরি হলে তা ব্যাংক গ্রহণ বা কব্জা করে নিজের দখলে নিয়ে এসে নিজ উদ্যোগে রপ্তানি করে অর্থ আয় করে।

আবার কখনো রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের চাহিদামাফিক পণ্য তার কাছ থেকে বাই ইস্তিসনা'র ভিত্তিতে ক্রয় করে তাকে আগাম অর্থ যোগান দিয়ে ব্যাংক তার সাথে রপ্তানি কর্মে শরিক হয়। যথাঃ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান দশ হাজার পিছ শার্টের অর্ডার পেল; প্রতিটি শার্টের মূল্য পাঁচ ডলার। কিন্তু দশ হাজার পিছ শার্ট তৈরি করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ তার কাছে নেই। এমতাবস্থায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানটি অর্থের জন্য ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হলে ব্যাংক তার কাছ থেকে তার চাহিদা মাফিক যথাঃ দু'হাজার পিছ শার্ট ৪ ডলার ৫০ সেন্টে বাই ইস্তিসনার ভিত্তিতে অগ্রিম কিনে নেয়। অতঃপর তার সাথে রপ্তানি কর্মে শরিক হয়ে যায়। এভাবে পণ্য রপ্তানি করে প্রতি পিছ শার্ট থেকে ৫০ সেন্ট করে লাভ করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

খ. ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতার অর্ডার অনুযায়ী বিনিয়োগ গ্রহীতার জমিতে তার চাহিদা ও ফরমায়েশ অনুযায়ী বাড়ি-ঘর, শিল্প-কারখানা, ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়েও বাই ইসতিসনা'র ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারে। এভাবে বিনিয়োগ করতে চাইলে উভয় পক্ষকে একটি সঠিক ইসতিসনা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। সে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে নির্মিতব্য বাড়ি-ঘর বা শিল্প-কারখানার বিস্তারিত বিবরণ। উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যের পরিমাণ এবং মূল্য পরিশোধের সময় ও কিভাবে মূল্য পরিশোধ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ। এভাবে বিনিয়োগ করতে চাইলে ব্যাংককে অবশ্যই ঠিকাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ব্যাংককে ঠিকাদারের মতো বাড়ি ও শিল্প-কারখানা তৈরির জন্য লোকবল জোগাড় করতে হবে। বাড়ি ও শিল্প-কারখানা তৈরির কাজ তদারক করতে হবে। উল্লেখ্য এ দেশসহ সারা বিশ্বে যত ঠিকাদারী কারবার হয় তা সবই আসলে 'বাই ইসতিসনা'র ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

অষ্টম অনুচ্ছেদ: ইজারা বা লিজিং

ইজারা (اجارة) একটি আরবি শব্দ এ শব্দটি আজর (أجر) শব্দ থেকে উদ্ভূত। আজর শব্দের অর্থ পারিশ্রমিক, ভাড়া, প্রতিদান, প্রতিফল, ভাঙা হাত জোড়া লাগানো, ইত্যাদি[১৭৯]।

ইজারার পারিভাষিক অর্থ ইসিলামি শরিয়াহর পরিভাষায় ইজারার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে: تمليك منفعة رقبة بعوض কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যক্তি বিশেষ থেকে উপকারিতা লাভের মালিক হওয়া[১৮০]। অথবা পারিশ্রমিক বা প্রতিদানের বিনিময়ে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ থেকে উপকার লাভের অধিকার লাভ করা। অথবা ইজারা হলো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উপকারিতা লাভের জন্য কৃত চুক্তি বিশেষ। উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে জানা গেল যে, উপকারিতা দুইভাবে লাভ করা যায়।

এক. কোনো বস্তু হতে, যেমন: বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া নিয়ে তা ব্যবহার করে তা থেকে উপকারিতা লাভ করা যায়।

দুই. কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নিয়ে তার শারীরিক ও মানসিক শ্রম দ্বারা উপকারিতা লাভ করা যায়[১৮১]।

ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষানুযায়ী, যিনি উপকারিতা লাভ করেন তাকে মুআজ্জির আর যে বস্তু বা যে ব্যক্তি থেকে উপকারিতা লাভ করা হয় তাকে মুস্তাজির আর যে বস্তু থেকে উপকারিতা লাভের চুক্তি হয় তাকে মাজুর এবং যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উপকারিতা লাভ করা হয় তাকে উজ্‌রাত বা আজর এবং উপকারিতা লাভের এ চুক্তিকে ইজারা চুক্তি বলা হয়।

---

১৭৯ ইবন মাজুর, লিসানুল আরব, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১০; ইবন ফারেস, মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ, খণ্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৬২।

১৮০ ইবন হাজর, ফাতহুলবারী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৪৩৯।

১৮১ সৈয়দ সাবিক, ফিকহুস্‌সুন্নাহ, খণ্ড- ৩; পৃষ্ঠা- ১৭৭।

www.bjilibrary.com

ইজারা চুক্তি ইসলামী শরিয়াহর মূল চার উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা বৈধ প্রমাণিত। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে তার বৈধতার প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করছি:

ক. প্রাচীন কাল থেকে মানব সমাজে ইজারার প্রচলন ছিল। মানুষ প্রত্যেক দেশ ও সমাজে ইজারা পদ্ধতি অনুকরণ করে পরস্পরের সহযোগিতা করে আসছে। কারণ ইজারা ব্যবস্থা ছাড়া মানব সমাজ চলতে পারে না। পবিত্র কুরআনে প্রাচীন মিসরে যে ইজারার প্রচলন ছিল সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

মেয়ে দুটির একজন বলল, হে আমার পিতা, আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। সে বলল, আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, তবে সেটা তোমার পক্ষ থেকে (অতিরিক্ত)। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইন্‌শাআল্লাহ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে পাবে[১৮২]।

এ আয়াতগুলোতে শোয়াইব আ.-এর এক কন্যা কর্তৃক তাঁর বাবাকে মুসা আ.-কে ভাড়ায় মজুর নিয়োগ করার সুপারিশ এবং শোয়াইব কর্তৃক মুসা আ.-কে মজুর নিয়োগকরণের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং তা ইজারা চুক্তির মাধ্যমে মজুর নিয়োগের বৈধতা প্রমাণ করে।

খ. প্রাচীন সমাজে ইজারার প্রচলন প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়,

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

---

[১৮২] সুরা কাসাস, ২৮: ২৬-২৭।

www.bjilibrary.com

অতঃপর তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে ছিল। তিনি (খিজির) তখন প্রাচীরটি সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন[১৮৩]।

এ আয়াতে মুসা আ. ও খিজির এর ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, খিজির মূসাকে বললেন, আপনি চাইলে দেওয়ালটি ঠিক করার জন্য উজরত বা পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। এ বক্তব্য থেকে তৎকালে সে সমাজে পারিশ্রমিক নেওয়ার প্রথা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

গ. অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস করো সেখানে তাদেরকেও বসবাস করতে দাও। তাদের সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। আর তারা গর্ভবতী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় করো; আর তারা তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করালে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের জন্য) সংগতভাবে তোমাদের মাঝে পরস্পর পরামর্শ করো। আর যদি তোমরা পরস্পর কঠোর হও তবে পিতার পক্ষে অন্য কোনো নারী দুধ পান করাবে[১৮৪]।

এ আয়াতগুলোতে তাদের পাওনা বলতে তালাক প্রাপ্ত মহিলারা যদি তাদের সন্তানদের দুধ পান করায় তাহলে তাদের দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক দানের জন্য পিতাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে ইজারা চুক্তির মাধ্যমে পারিশ্রমিক প্রদান বৈধ প্রমাণিত হয়।

---

[১৮৩] সূরা আল কাহাফ, ১৮: ৭৭।

[১৮৪] সূরা আত তালাক, ৬৫: ৬।

www.bjilibrary.com

ঘ. আল্লাহ তায়ালা অপর এক আয়াতে বলেন,

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ما آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ.

আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের কোনো পাপ হবে না, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।

এ আয়াতে পিতা কর্তৃক তার সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য নিজের তালাক দেওয়া স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলাকে ভাড়া নেওয়া বা ইজারা নেওয়াতে কোনো আপত্তি নেই বলে জানানো হয়েছে। এ আয়াত থেকে যখন দুধ পান করানোর জন্য ইজারা নেওয়া বৈধ প্রমাণ হলো তখন অন্যান্য কাজের জন্য ইজারা নেওয়াও বৈধ প্রমাণিত হয়।

ঙ. ইজারা প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى عَمَلَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

আমি কেয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে ফরিয়াদি হব। এক লোক, যে আমার নামে শপথ করে ওয়াদা করেছে অতঃপর সে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আর এক লোক; যেকোনো স্বাধীন লোককে ধরে বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছে। আর এক লোক; যেকোনো লোককে মজুর নিয়োগ করেছে অতঃপর তার কাছ থেকে যথাযথভাবে কাজ আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক আদায় করেনি[১৮৫]।

চ. অপর এক হাদিসে ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সা.-এর সাহাবাদের এক দল এক পানির স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে একজন সাপে দংশনকৃত লোক ছিল। তখন পানির অধিবাসীদের এক লোক তাদের সামনে

[১৮৫] বুখারি, হাঃ ২২২৭।

www.bjilibrary.com

আসল তারপর বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, ঝাড়-ফুঁক করতে পারে? কারণ পানির নিকটে এক লোককে সাপ দংশন করেছে। তখন সাহবাদের মধ্য হতে এক লোক গেলেন এবং একটি ছাগলের বিনিময়ে সুরা ফাতেহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলেন। অতঃপর ছাগলটি নিয়ে তার সাথীদের কাছে ফিরে আসলেন। তখন তারা (এ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে) ছাগল নেওয়াটাকে অপছন্দ করলো এবং বললো, তুমি কুরআনের বিনিময় গ্রহণ করেছ? অবশেষে তারা মদিনায় পৌছালেন। তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ লোকটি কুরআনের বিনিময় নিয়েছে। তখন মহানবি সা. বললেন, 'তোমরা সর্বোত্তম যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকো তা হলো আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে যা গ্রহণ করো তাই'[১৮৬]।

ছ. খারেজা ইবন ছালত তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবি সা.-এর কাছে আসলেন, অতঃপর তার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের কাছে একটি পাগল লোক লোহার শিকল দ্বারা বন্দি ছিল। তখন তার পরিবারের লোকজন বললো, আমরা শুনেছি আপনাদের ওই সাথী (অর্থাৎ মহানবি সা.) কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। আপনার কাছে কি এমন কিছু আছে যা দিয়ে এর চিকিৎসা করতে পারেন? তিনি বলেন, তখন আমি সুরা ফাতিহা দ্বারা তাকে তিন দিন পর্যন্ত প্রতিদিন দুবার করে ঝাড়-ফুঁক করলাম। ফলে লোকটি ভালো হয়ে গেল। তখন তারা আমাকে দুশ ছাগল দিলো। অতঃপর আমি মহানবি সা.-এর কাছে ফিরে আসলাম। এসে তাকে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, তা গ্রহণ করো। আমার জীবনের শপথ কেউ কেউ বাতিল ঝাড়-ফুঁক দ্বারা রোজগার করে, আর তুমি তো সত্য ঝাড়-ফুক দ্বারা খাচ্ছো[১৮৭]।

এতদুভয় হাদিস থেকে ইজারা চুক্তি করা তথা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো কাজ করা বৈধ প্রমাণিত হয়।

---

১৮৬ বুখারি, হা: ৫২৯৬।

১৮৭ আবু দাউদ, হা: ৩৪০২; আহমদ, হা: ৩০৮৩৩; শোয়াইব আরনূত হাদিসটির সনদ হাসান পর্যায়ের হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মন্তব্য করেছেন।

১৮৭ মুসলিম, হা: ৪০৭৯; আবু দাউদ, হা: ৩৩৮৮।

www.bjilibrary.com

ঙ. অপর এক হাদিসে আয়শা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মহানবি সা.ও আবু বকর রা. (হিজরতের সময়) বনী দাইল গোত্রের এক লোককে গোপন পথের অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক হিসেবে ইজারা নিয়েছিলেন। তখনও লোকটি কোরাইশের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বাস করে তার কাছেই তাদের উভয়ের বাহন দুটি রেখেছিলেন। আর তাঁরা ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তিন দিন পর যেন তিনি সাউর পাহাড়ের গর্তে উপস্থিত হন। অতঃপর তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সকাল বেলায় লোকটি তাদের উভয়ের বাহন দুটি নিয়ে আসলে তারা উভয়ে তাকে নিয়ে সমুদ্র উপকূলের রাস্তা ধরে রওয়ানা হলেন[১৮৮]।

এ হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, মহানবি সা. যখন নবি হিসেবে প্রেরিত হলেন তখন আরব সমাজে ইজারা দেওয়া নেওয়ার প্রচলন ছিল। মহানবি সা. সে প্রচলন বাতিল না করে তাকে অনুমোদন করেছেন। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরিয়তে ইজারার লেনদেন বৈধ।

ঝ. অপর এক হাদিসে মহানবি সা. বলেন, أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه তোমরা মজুরকে তার মজুরি তার (দেহের) ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে আদায় করে দাও[১৮৯]। এ হাদিসটিও ইজারা চুক্তি বৈধ প্রমাণ করে।

ঞ. অপর এক হাদিসে আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ. "যে ব্যক্তি কোনো মজুর নিযুক্ত করে সে যেন তাকে তার মজুরির পরিমাণ জানিয়ে দেয়[১৯০]।

ট. ওসমান রা.-এর এক বর্ণনায় আছে, مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَه যে ব্যক্তি কোনো মজুর নিযুক্ত করে সে যেন তার মজুরির পরিমাণ তাকে বলে দেয়[১৯১]।

---

১৮৮ বুখারি, হা: ২১০৩-২১০৪।

১৮৯ ইবন মাজাহ, খণ্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ২৯৪, হা: ২৪৩৪, নাসির উদ্দিন আল্‌বানী হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন (সাহিহ ওয়া দঈফু ইবনি মাজাহ, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৪৪৩)।

১৯০ আব্দুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৩০৩, হা: ২১৫১২, মুহাদ্দিসগণ হাদিসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

১৯১ প্রাগুক্ত, হা: ২১৫১৪।

www.bjilibrary.com

ইউরোপে আবিস্কৃত এবং ব্যবহৃত ইজারা চুক্তিগুলো সম্পর্কে পাঠক সমাজকে ধারণা দিতে চাই। আমাদের জানা মতে বর্তমানে ইউরোপে ব্যবহৃত ইজারা বা লিজিং পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে চুক্তিটি সম্পাদিত হয় একটি ইজারা চুক্তি হিসেবে এবং তাতে উল্লেখ থাকে যে, ইজারা গ্রহণকারী চাইলে, প্রতীকী মূল্য পরিশোধ করে, যাতে ভাড়া হিসেবে প্রদেয় সমুদয় অর্থ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়- ইজারা হিসেবে গৃহীত জিনিসটির মালিক হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে মালিক হওয়ার জন্য নতুন কোনো চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হয় না।

চুক্তিটি সাধারণত নিম্নোক্ত ভাষায় হয়ে থাকে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, আমি আমার এ গাড়িটি প্রতি মাসে এত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে আপনার কাছে পাঁচ বছরের জন্য ভাড়া দিলাম। আপনি যদি পাঁচ বছর যথা নিয়মে সব ভাড়া পরিশোধ করেন তাহলে এ পাঁচ বছরে দেওয়া ভাড়ার টাকার বিনিময়ে (অর্থাৎ ভাড়াকে মূল্য হিসেবে ধরে) আপনি গাড়িটির মালিক হয়ে যাবেন। এ প্রস্তাব শোনার পর দ্বিতীয় পক্ষ বলে, আমি ভাড়া নিলাম।

এ চুক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, চুক্তিটি মূলত একটি ইজারা চুক্তি হিসেবে শুরু হয়, অতঃপর তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে। এক্ষেত্র ভাড়ার টাকা ছাড়া অন্য কোনো মূল্য পরিশোধ না করে ইজারা গ্রহণকারী গাড়িটির মালিক হয়ে যায়। আরো লক্ষ্যণীয় যে, এ ইজারা চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নের উপর বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন নির্ভর করে। ইজারাদার চুক্তির শর্তানুযায়ী পুরো পাঁচ বছর ভাড়া যথানিয়মে পরিশোধ করে গেলে তখন সে গাড়িটির মালিক হতে পারে। আর পরিশোধ করতে না পারলে গাড়ির মালিক হতে পারে না, তার দেওয়া সকল ভাড়ার টাকা তখন ভাড়া হিসেবেই চলে যায়। এমন কি তার পরিমাণ সাধারণ ভাড়ার টাকার চেয়ে বেশি হলেও।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: চুক্তিটি হয় একটি ইজারা চুক্তি হিসেবে, এতে ইজারাগ্রহীতা সুনির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ভাড়া নেওয়া জিনিস দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত উপকৃত হতে পারেন। চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে যে, ভাড়া গ্রহণকারী ইচ্ছা করলে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হলে সামান্য মূল্য পরিশোধ করে ভাড়ায় নেওয়া জিনিসটির মালিক হতে পারবেন।

www.bjilibrary.com

চুক্তিটি হয় সাধারণত এ ভাষায় যে, এক পক্ষ বলে, আমি আমার এ জিনিসটি আপনাকে প্রতি মাসে এত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে পাঁচ বছরের জন্য ভাড়া দিলাম। আপনি ইচ্ছা করলে যথা নিয়মে ভাড়া পরিশোধ করে, পাঁচ বছর পর এত টাকা মূল্য পরিশোধ করে (যথা বিশ হাজার টাকা) জিনিসটির মালিক হতে পারবেন। এ প্রস্তাব শুনে দ্বিতীয় পক্ষ বলে, আমি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

এ চুক্তির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, প্রথমত চুক্তিটি একটি ইজারা চুক্তি। এ ইজারা চুক্তির সাথে সমন্বিত হয়েছে একটি প্রতীকী মূল্যে বিক্রয় চুক্তি। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও ইজারা চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নের উপর বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন নির্ভর করে। ইজারাদার চুক্তির শর্তানুযায়ী পুরো পাঁচ বছর ভাড়ার টাকা যথানিয়মে পরিশোধ করে গেলে তখন সে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মূল্য পরিশোধ করে জিনিসটির মালিক হতে পারে। আর পরিশোধ করতে না পারলে জিনিসটির মালিক হতে পারে না এবং তার দেওয়া সকল ভাড়ার টাকা তখন ভাড়া হিসেবেই চলে যায়। এমন কী তার পরিমাণ সাধারণ ভাড়ার টাকা চেয়ে বেশি হলেও।

তৃতীয় পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে চুক্তিটি হয় একটি ইজারা চুক্তি হিসেবে। এতে ইজারাদারকে ইজারা নেওয়া জিনিস দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সাথে সাথে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহণকারীকে এমন-একটি অবশ্যই পালনীয়-ওয়াদা দেয় যে, ইজারা গ্রহণকারী যথানিয়মে ভাড়া পরিশোধ করলে মেয়াদান্তে ইজারাদাতা সুনির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ইজারা দেওয়া জিনিসটি তার কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে।

এ চুক্তিটি সাধারণত নিম্নোক্ত ভাষায় হয়ে থাকে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, আমি আমার এ জিনিসটি আপনার কাছে প্রতি মাসে অত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দিলাম। সাথে সাথে এমন ওয়াদাও করলাম যে আপনি যথা নিয়মে ভাড়া আদায় করলে ভাড়ার মেয়াদ শেষে তা আপনার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করে দিতে বাধ্য থাকব। দ্বিতীয় পক্ষ এ প্রস্তাব শুনে বলে, আমি আপনার দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

এ চুক্তিতেও দেখা যায় যে, ইজারা চুক্তির সাথে বিক্রয়ের ওয়াদা একাকার হয়ে আছে। আর সে বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য ইজারা চুক্তির চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পূর্বশর্ত। ইজারা চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়িত হবে, না হলে বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়িত হবে না।

www.bjilibrary.com

ঠ. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে আবু সাঈদ র. নবি সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেন, مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ 'যে ব্যক্তি কোনো মজুর নিযুক্ত করে তার কাছে যেন তার মজুরির পরিমাণ উল্লেখ করে[১৯২]।

ড. ইজারা গ্রহণ ও ইজারা দান বৈধ হওয়ার পক্ষে কিয়াস হলো, ইসলামী শরিয়াহ মূল্যের বিনিময়ে কোনো বস্তুর মালিক হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। যদি মূল্যের বিনিময়ে বস্তুর মালিক হওয়া বৈধ হয়, তা হলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না কেন? কারণ বস্তুর মালিক হয়ে উপকারিতা লাভের যেমন সমাজের মানুষের প্রয়োজন আছে তেমনি বস্তুর মালিক না হয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উপকারিতা লাভেরও প্রয়োজন আছে।

ড়. ইজারা চুক্তি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে যুক্তি হলো, ইজারা চুক্তি মূলত কোনো বস্তু বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষ হতে উপকার লাভের জন্য হয়। মানব সমাজে এমন কেউ নেই যেকোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুর উপকার লাভ ছাড়া চলতে পারে। যেমন: মানুষের প্রয়োজনেই মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যায়। আর এ যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন হয় যানবাহনের। আর যানবাহনের ব্যবস্থা করা প্রত্যেকের পক্ষে একাকি ইজারা নেওয়া ছাড়া সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় যদি ইজারা দেওয়া ও নেওয়া অবৈধ বলা হয় তাহলে মানব সমাজের কল্যাণ ব্যাহত হবে। মানুষের জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং তা ইসলামে নিষিদ্ধ হতে পারে না। কারণ ইসলাম এসেছে মানব কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষের কল্যাণ বাধাগ্রস্ত করার জন্য নয়।

ঢ. ইজারা বৈধ হওয়ার পক্ষে ইজমা হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয় যে, আব্দুর রহমান ইবন আসম ছাড়া ইজারা চুক্তি ইসলামী শরিয়াহয় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি ইজারা চুক্তিকরণ ইসলামে বৈধ নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইবন কুদামা বলেন, প্রতি যুগ প্রতি স্থানের মানুষ ইজারা চুক্তি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন। তবে আব্দুর রহমান ইবন আসম এ

---

[১৯২] আব্দুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ২৩৫, হা: ১৫০২৪।

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তার মতে ইজারা চুক্তিকরণ বৈধ নয়। কারণ তাতে প্রতারণা রয়েছে। অর্থাৎ এমন এক উপকার লাভের জন্য ইজারা চুক্তি সংঘটিত হয় যার অস্তিত্ব এখনও হয়নি। তার এই কথা একটি ভুল কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ বক্তব্য অতীতে হয়ে যাওয়া ইজমার বিরোধী নয়। কারণ তা মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনেই সংঘটিত হয়েছে[১৯৩]।

ইবন কুদামা ছাড়া আরো যারা ইজমা সংঘটিত হওয়ার দাবি করেছেন তাদের মধ্যে আছেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইবন রুশদ প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী বলেন, ইজারা বৈধ হওয়াই সুন্নাত। এ মতে রাসূল সা.-এর অনেক সাহাবি আমল করেছেন। আমাদের জানা মতে এ ব্যাপারে এ দেশের কোনো ফকিহ্র দ্বিমত নেই[১৯৪]।

আল্লামা ইবন রুশদ তার বিদায়াতুল মুজ্তাহিদ নামক গ্রন্থে বলেন,

إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول

ইজারা এ দেশের ও প্রথম যুগের সমস্ত ফকিহ্র মতে বৈধ[১৯৫]।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা হতে জানা গেল যে, ইজারা দেওয়া ও নেওয়া ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ।

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত ইজারা চুক্তি

আমাদের জানা মতে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত ইজারা চুক্তিগুলো আসলে ইতোপূর্বে ইংল্যান্ড ও ইউরোপে আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত কতিপয় ইজারা চুক্তির ইসলামী সংস্করণ। মুসলিম ফকিহদের মতে ইউরোপে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত সকল ইজারা বা লিজিং পদ্ধতি ইসলামের মূল নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। তার কিছু কিছু পদ্ধতি ইসলামী শরিয়াহর সাথে সঙ্গতিশীল। তাই আমরা এখানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে অনুসৃত ইজারা চুক্তিগুলো বৈধ কিনা তা জানার আগে ইংল্যান্ড ও

---

[১৯৩] বন কুদামা, আল্‌মুগনী (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৫।

[১৯৪] ইমাম শাফেয়ী, আল্‌ উম্ম (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৩০।

[১৯৫] ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজ্তাহিদ, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৩৩৯।

www.bjilibrary.com

ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .

مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة .

ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .

ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

وممن وقع على هذا البيان من هيئة كبار العلماء. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . الشيخ صالح اللحيدان . د/ صالح الفوزان . الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.

বর্তমানে অনেক কোম্পানি এবং অনেক ব্যাংক যা করছে তার হুকুম কী? যেমন: তারা একটি গাড়ি এক বছরের জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়ার বিনিময়ে লিজ দিয়ে থাকে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গাড়িটি ভাড়া গ্রহণকারীর মালিকানায় চলে যায়। আর যদি উভয়ের সম্মতিক্রমে

www.bjilibrary.com

সিদ্ধান্তকৃত এবং নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ না করে তাহলে গাড়ির মালিক কোম্পানি বা ব্যাংক থেকে যায়। এমতাবস্থায় ক্রেতা যে পরিমাণ ভাড়ার কিস্তি পরিশোধ করেছে তা ফিরিয়ে পাওয়ার অধিকার তার থাকে না।

(জবাবে তারা বলেন,) আল হামদু লিল্লাহ! এ ধরনের মুআমেলাকে আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত তামলিক বলা হয়। আধুনিক যুগের আলেমগণ এধরনের মুআমেলার হুকুম প্রসঙ্গে মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। হাইয়্যাতু কিবারিল ওলামা সংসদ এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি (ফতোয়া) দান করছে। যা নিম্নরূপঃ

হাইয়্যাতু কিবারিল ওলামা সংসদ আল ইজারা আল মুনতাহিয়্যা বিত্তামলিক প্রসঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। আলোচনা পর্যালোচনার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁদের অধিকাংশ সদস্যের মতে শরিয়াহর দৃষ্টিতে এ চুক্তিটি বৈধ নয়। কারণঃ

প্রথমতঃ এ চুক্তিতে একই জিনিসের ব্যাপারে দুটি চুক্তি একত্রিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের একটিকেও চূড়ান্ত করা হয়নি। চুক্তি দুটির প্রত্যেকটির হুকুম অপরটির বিপরীত এবং পরস্পর বিরোধী। ক্রয় বিক্রয়ের দাবি হল পণ্যের মালিকানা -উপকৃত হওয়ার জন্য ক্রেতার দখলে চলে যাওয়া। সুতরাং এমতাবস্থায় পণ্যটি ভাড়া দানের জন্য কৃত চুক্তি বৈধ নয়। কারণ তার মালিক ক্রেতা। আর ইজারা চুক্তির দাবি হলো ভাড়া গ্রহণকারী কেবল তার দ্বারা উপকারিতা লাভের মালিক হবেন (পণ্যের মালিক হবেন না)।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের জামিন হয় ক্রেতা। কারণ ক্রেতাই পণ্য এবং তা থেকে উপকারিতা লাভের মালিক হয়। সুতরাং পণ্যটি নষ্ট হলে ক্ষয় ক্ষতির দায়ভারও তাকেই বহন করতে হয়, বিক্রেতার কাছে তার কিছুই দাবি করা যায় না। আর ভাড়া দেওয়া বস্তুর জামিন হয় ভাড়াদাতা, ক্ষয় ক্ষতির দায়ভারও তাকেই বহন করতে হয়। তবে ভাড়া গ্রহণকারীর সীমা লঙ্ঘন বা অব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তখন ক্ষয় ক্ষতির দায়ভার তাকে বহন করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ ভাড়া বার্ষিক বা মাসিক কিস্তির আকারে এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, ভাড়ার সাথেই জিনিসটির মূল্য পরিশোধ হয়ে যায়। এটাকে

www.bjilibrary.com

চতুর্থ পদ্ধতি: এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি হয় একটি ইজারা চুক্তি হিসেবে। এতে ইজারা গ্রহণকারীকে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা নেওয়া জিনিসটি ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়। সাথে সাথে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহণকারীকে এমন-অবশ্যই পালনীয়-ওয়াদাও দেয় যে, ইজারা গ্রহীতা যথা নিয়মে ভাড়া পরিশোধ করলে মেয়াদ শেষে ইজারার জিনিসটি তাকে হিবা বা দান করে দেওয়া হবে।

চুক্তিটি সাধারণত নিম্নোক্ত ভাষায় হয়ে থাকে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, আমি আমার এ জিনিসটি আপনার কাছে মাসিক অত টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দিলাম। সাথে সাথে আপনাকে এমন ওয়াদাও দিলাম যে, আপনি যথা নিয়মে ভাড়া পরিশোধ করলে মেয়াদ শেষে ইজারা নেওয়া জিনিসটি আমি আপনাকে হিবা বা দান করতে বাধ্য থাকব। এ প্রস্তাব শুনে দ্বিতীয় পক্ষ বলে, আমি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

এ ইজারা চুক্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ইজারা চুক্তির সাথে একটি হিবা বা দান করার ওয়াদাও একাকার হয়ে আছে। তবে হিবা বা দান হিসেবে জিনিসটি লাভ করার জন্য পূর্বশর্ত হলো, ইজারা চুক্তির বাস্তবায়ন।

পঞ্চম পদ্ধতি: এ চুক্তিটি হতে পারে একটি ইজারা চুক্তি হিসেবে। এতে ইজারা গ্রহণকারীকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা নেওয়া জিনিসটি ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়, সাথে সাথে ইজারাদাতার পক্ষ হতে এমন একটি-অবশ্য পালনীয়-ওয়াদা দেওয়া হয় যে, ইজারার মেয়াদ শেষে ইজারা গ্রহণকারীর তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে।

১. ইজারা গ্রহণকারী চাইলে ভাড়া হিসেবে দেওয়া অর্থ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করে, বাকি নামমাত্র মূল্য পরিশোধ করে, ইজারা নেওয়া জিনিসটির মালিক হতে পারবে।

২. ইজারা গ্রহণকারী চাইলে ইজারার মেয়াদ বাড়াতে পারবে।

৩. ভাড়া দেওয়া জিনিসটি ভাড়াদানকারীর কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে।

উপর্যুক্ত ইজারা চুক্তিগুলো প্রসঙ্গে আধুনিক ফকিহদের অভিমত

আধুনিক যুগের ফকিহদের মতে এসব ইজারা চুক্তির কোনো কোনো চুক্তি ইসলামী শরিয়াহর আলোকে বৈধ নয়। তাদের মতে যে সব চুক্তিতে দ্বিতীয় চুক্তির বাস্তবায়ন প্রথম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল সে সব ইজারা চুক্তি বৈধ নয়।

www.bjilibrary.com

হাইয়্যাতু কিবারিল উলামা পরিষদের সিদ্ধান্ত

এ প্রসঙ্গে সউদি আরবের হাইয়্যাতু কিবারিল উলামা নামক সংগঠনের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাঁরা এ প্রশ্নের জবাবে যা বলেছিলেন আমি এখানে পাঠকদের সামনে এর আরবি টেকস্ট এবং বাংলা অনুবাদ পেশ করছি।

ما حكم ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك الآن من تأجير سيارة مدة سنة مثلاً بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكاً للمستأجر ، وإذا لم يكمل مدة الإجارة المتفق عليها تعود السيارة ملكاً للشركة أو البنك ، وليس من حق المستأجر أن يسترد ما دفعه من أقساط

الحمد لله هذه المعاملة تعرف باسم " الإجارة المنتهية بالتمليك " وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه:

"فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .. , وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :

أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .

فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .

والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط

www.bjilibrary.com

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

ب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة عقد الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة

ثانيا: من صور العقد الممنوعة:

أ . عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 – 174 – (192 / 1)

www.bjilibrary.com

ب ـ إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضاف إليه وقت في المستقبل.

جـ ـ عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار)

هذا وما تضمنته الفتاوى والقرارت الصادرة من هيئات علمية ، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

ثالثا: من صور العقد الجائزة

أ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر ، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 3/1/13 في دورته الثالثة)

ب ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (5/6) في دورته الخامسة)

جـ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان

www.bjilibrary.com

বিক্রেতা ভাড়া গণ্য করে, যাতে সে তার হকের ব্যাপারে আস্থাশীল থাকতে পারে যে, ভাড়া গ্রহণকারী জিনিসটি বিক্রয় করতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: যে জিনিসের ব্যাপারে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যদি তার মূল্য পঞ্চাশ হাজার রিয়াল হয়, আর নিয়মানুযায়ী অনুরূপ জিনিসের ভাড়া হয় এক হাজার রিয়াল, তা হলে তারা তার ভাড়া নির্ধারণ করে দুহাজার রিয়াল। এটা আসলে মূল্যেরই একটি অংশবিশেষ, যাতে নির্ধারিত মূল্যটি পরিশোধিত হয়ে যায়। যদি ভাড়া গ্রহণকারী শেষ কিস্তিটি পরিশোধ করতে অপারগ হয়; তাহলে জিনিসটি তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এ কথা বলে যে, জিনিসটি তাকে ভাড়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। এমাবস্থায় তার ভাড়া হিসেবে দেওয়া কোনো অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, এ যুক্তি দেখিয়ে যে, সে জিনিসটি থেকে যথাযথভাবে উপকারিতা লাভ করেছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা একটি জুলম, শেষ কিস্তি আদায় না করা পর্যন্ত তাকে ঋণী থাকতে হয়।

তৃতীয়তঃ এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত গরিব দরিদ্র জনগণকে ঋণ দানের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা হয়। এমনকি তাদের অনেককে ঋণের ভারে জর্জরিত হতে হয়। অনেক সময় ঋণ গ্রহীতার হক নষ্ট হওয়ার দরুণ, ঋণের কারণে সে দরিদ্র হয়ে পড়ে।

সুতরাং সংসদ মনে করে উভয় চুক্তিকারীকে সঠিক পথে আসতে হবে। আর তা হলো: একজন অন্য জনের কাছে পণ্যটি বাকিতে বিক্রয় করবে, সুতরাং পণ্যের মূল্য ক্রেতার কাছে ঋণ হিসেবে থাকবে। বিক্রেতা তার মূল্য পাওয়ার গ্যারান্টি হিসেবে চুক্তিপত্র, গাড়ির লাইসেন্স ইত্যাদি তার কছে হেফাজত রাখবে।

আল্লাহ্ পাকই তাওফিক দাতা। আল্লাহ তায়ালা, তাঁর নবি এবং তাঁর পরিবার পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হাইয়্যাতু কিবারিল ওলামার যে সব সদস্য এ বিবরণীতে (ফতোয়াতে) স্বাক্ষর করেছেন তারা হলেন, শায়খ আব্দুল আযিয ইবন আব্দুল্লাহ আলুশ্‌শায়খ, শায়খ ছালেহ আল্ লুহাইদান, ড. ছালেহ আল ফাওযান,

www.bjilibrary.com

শায়খ মুহাম্মদ ইবন ছালেহ আল উছাইমীন, শায়খ বিকির ইবন আব্দুল্লাহ আবু যাইদ[১৯৬]।

ওআইসি'র আন্তর্জাতিক ফিকাহ্ একাডেমির সিদ্ধান্ত

আমরা উপর্যুক্ত ফাতোয়ায় লক্ষ্য করেছি যে, 'হাইয়্যাতু কিবারিল ওলামা' পরিষদ এসব ইজারা চুক্তির ব্যাপারে আলেমদের মতো দ্বন্দের কথা স্বীকার করে অতঃপর তাদে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ওআইসি'র সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ফিকাহ একাডেমির সউদী আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ অধিবেশনের-২৫ জমাদিয়ুস্সানি থেকে ১লা রজব ১৪২১ হিঃ মুতাবেক ২৩-২৮ ডিসেম্বর ২০০০ - নম্বর-১১০-(৪/১২) সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23-28 سبتمبر 2000م)

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي:

الإيجار المنتهي بالتمليك

أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ. ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

ب. ضابط الجواز:

---

[১৯৬] ফাতাওয়াল ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব, পৃষ্ঠা- ১৪০৭ [فتاوى الإسلام سؤال وجواب ص: ১৪০৭]

www.bjilibrary.com

করলে কেবল তখনই বিক্রয় চুক্তিটি কার্যকর হবে। অথবা ভবিষ্যতে কোনো সময় কার্যকর হবে।

গ. এমন প্রকৃত এক ইজারা চুক্তি যাতে ইজারাদাতার আনুকল্যে একটি খিয়ারে শর্ত (শর্তের এখতিয়ার) সম্বলিত 'বিক্রয় চুক্তি'ও থাকে, যা কিনা সুনির্ধারিত দীর্ঘ মেয়াদ শেষে (যা ইজারার শেষ মেয়াদ) কার্যকর হয়।

বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে এসব বক্তব্য সম্বলিত ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে, তার মধ্যে সৌদি আরবের হাইয়্যাতু কিবারিল ওলামা পরিষদের ফাতোয়াও রয়েছে।

তৃতীয়তঃ জায়েজ ইজারা চুক্তির প্রকারগুলো হলো:

ক. এমন ইজারা চুক্তি যার বিনিময়ে ইজারাদারকে কোনো জিনিস থেকে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, এতদ্সাথে এমন একটি হিবা চুক্তিও সম্পৃক্ত করা হয় যে, ইজারার সমস্ত কিস্তি পরিশোধ শেষ হলে আলাদা এক চুক্তির মাধ্যমে ইজারাদারকে জিনিসটি হিবা করা হবে। অথবা সমস্ত কিস্তি পরিশোধ শেষ হলে হিবা করা হবে বলে অঙ্গীকার থাকে (আর তা একাডেমির তৃতীয় অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নম্বর ১৩/১/৩০ অনুসারে)।

খ. এমন ইজারা চুক্তি যাতে মালিকের পক্ষ হতে ইজারাদারকে এমন এখতিয়ার দেওয়া হয় যে, ইজারার নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ভাড়ার সমস্ত কিস্তি পরিশোধ শেষ করলে, বাজারদর অনুযায়ী জিনিসটি কিনতে পারবে (আর তা একাডেমির পঞ্চম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নম্বর ৪৪- (৬/৫) অনুসারে)।

গ. এমন ইজারা চুক্তি যাতে ইজারাদারকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোনো জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এতদ্সাথে মেয়াদের মধ্যে যথাযথভাবে ভাড়া পরিশোধ শেষ করলে জিনিসটি ইজারাদারের কাছে উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মূল্যানুযায়ী বিক্রয় করে দিবে বলে ওয়াদা থাকে।

www.bjilibrary.com

ঘ. এমন ইজারা চুক্তি যাতে ইজারাদারকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোনো জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, সাথে সাথে ইজারাদাতা ইজারাদারকে এখতিয়ার দেয় যে, সে যখন চাইবে তখন জিনিসটির মালিক হতে পারবে, তবে সে সময় বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত করবে বাজারদর অনুযায়ী নতুন চুক্তির মাধ্যমে। (আর তা একাডেমির উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত নম্বর ৪৪- (৬/৫) অনুসারে) অথবা সে সময় বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত করবে তাদের উভয়ের সিদ্ধান্তকৃত মূল্যে।

চতুর্থতঃ আরো কিছু ইজারা আল মুনতাহিয়্যা বিত্তামলিকের প্রকার রয়েছে যার সম্পর্কে মতদ্বন্দ্ব রয়েছে এবং সে ব্যাপারে স্টাডিরও প্রয়োজন রয়েছে। সামনের অধিবেশনগুলোতে সে ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইজারা বন্ড

একাডেমি ইজারা বন্ড বিষয়ে পরের যেকোনো অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করছে। কারণ সে ব্যাপারে অধিক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন[১৯৭]।

এ আলোচনা হতে জানা গেল যে, উপর্যুক্ত সকল ইজরা চুক্তি আধুনিক মুসলিম ফকিহগণ বৈধ মনে করেন না। তারা যে সব ইজারা চুক্তি বৈধ মনে করেন, আর যে সব ইজারা চুক্তিকে বৈধ মনে করেন না, তার বিবরণও দিয়েছেন।

এ ধরনের ইজারা চুক্তি প্রসঙ্গে জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি বলেন, আধুনিক ইজারা পদ্ধতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে লিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর লিজের ভিত্তিতে প্রদেয় পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের দিকে অর্পিত হয়ে যায়। ইজারাদাতা যেহেতু তার ব্যয় মুনাফাসহ উসুল করে নেয় এবং এই মুনাফা সাধারণত ওই সুদের সমপরিমাণ হয়ে থাকে যা লিজ চলাকালীন এ অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করা যেত। একারণেই ইজারাদাতার লিজের পণ্যের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকে না। অপর দিকে ইজারাদার ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সেই পণ্য তার নিকট রাখতে চায়।

---

[১৯৭] جميل أبوسارة قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

www.bjilibrary.com

د ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت شاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (5/6)) أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

. صكوك التأجير

. يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة .

والله سبحانه وتعالى أعلم

একাডেমির অধিবেশনে আল ইজারা আলমুনতাহিয়্যা বিত্তামলিক এবং ইজারা বন্ড বিষয়ে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো এবং অতঃপর প্রবন্ধগুলোর উপর একাডেমির সদস্যবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ এবং বেশ কিছু ফকিহ্‌র আলোচনা পর্যালোচনা শুনে একাডেমি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে:

আল ইজারা আলমুনতাহিয়্যা বিত্তামলিক

প্রথমত: নিষিদ্ধ ও জায়েজ বিধি-বিধান নিম্নরূপ:

ক. নিষিদ্ধ বিধান:

একই সময়ে একই বস্তুর উপর পরস্পর বিরোধী দুটি চুক্তি সমন্বিত করা।

খ. বৈধ বিধান:

- **দুটি চুক্তি আলাদা আলাদা সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে করতে হবে, যেমন ইজারা চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার পর বিক্রয় চুক্তি করতে হবে, অথবা ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মালিক বানিয়ে দেওয়ার ওয়াদা করতে হবে**

www.bjilibrary.com

(উল্লেখ্য যে) আহকামের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দান ওয়াদা দানের সমকক্ষ হয়ে থাকে।

- ইজারা চুক্তি বিক্রয় চুক্তিকে আড়ালকারী না হয়ে বাস্তবসম্মত হতে হবে।

- ইজারা দেওয়া জিনিসের জামানত বা দায়ভার ইজারা গ্রহণকারীর উপর না রেখে মালিকের উপর রাখতে হবে। ফলে ইজারা গ্রহণকারীর বাড়াবাড়ি বা অব্যবস্থাপনা ছাড়া তাতে কোনো ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হলে তা ইজারা দাতাকেই বহন করতে হবে। এমনকি তা থেকে উপকারিতা লাভ অসম্ভব হলেও ইজারা গ্রহণকারীকে তার কিছুই বহন করতে হবে না।

- ইজারা চুক্তিকৃত জিনিসটি যদি বীমাকৃত হয় তাহলে বীমাটি অবশ্যই সহযোগিতা ভিত্তিক (ইসলামী বীমা) হতে হবে (সুদী) ব্যবসায়ী বীমা হওয়া চলবে না। আর বীমার প্রিমিয়ামও ইজারাদাতা মালিককেই বহন করতে হবে, ইজারা গ্রহণকারীকে নয়।

- আল ইজারা আলমুনতাহিয়্যা বিত্তামলিক চুক্তির উপর ইজারার গোটা মেয়াদ কালে ইজারার বিধি-বিধান প্রবর্তিত হবে, আর বাই-এর বিধি-বিধান প্রবর্তিত হবে জিনিসটির মালিক হওয়ার পর।

- গোটা ইজারার মেয়াদকালে ব্যবহার খরচ ছাড়া বাকি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার ইজারাদাতাকেই বহন করতে হবে, ইজারা গ্রহণকারীকে নয়।

দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ (ইজারা) চুক্তির পদ্ধতিগুলো হলোঃ

ক. এমন ইজারা চুক্তি যার পরিসমাপ্তি ঘটে ইজারা চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ কালে যে ভাড়া দেওয়া হয়েছে তার বিনিময়ে কোনো নতুন চুক্তি ছাড়া ইজারা গ্রহণকারীকে ইজারার জিনিসটির মালিক বানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। এভাবে যে, মেয়াদ শেষে ইজারা চুক্তিটি এমনিতেই বিক্রয় চুক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। ওআইসি'র সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ফিকাহ একাডেমির সিদ্ধান্ত ১-১৭৪-(১/১৯২)

খ. কোনো ব্যক্তির কাছে কোন জিনিস সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ইজারা দেওয়া এবং এতদ্ সাথে এমন একটি বিক্রয় চুক্তিও সমন্বিত করা যে, ইজারার মেয়াদের মধ্যে শর্তানুযায়ী ভাড়া পরিশোধ

www.bjilibrary.com

এসব কারণের ভিত্তিতে লিজের পণ্য লিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণত ইজারাদারকে দিয়ে দেওয়া হয়। কখনও বিনিময় ছাড়া আবার কখনও নামমাত্র মূল্যে পণ্যটি ইজারাদারকে দেওয়া হবে এ কথা নিশ্চিতকল্পে এ শর্তটি লিজ চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। আবার কখনো কখনো এ শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না, কিন্তু একথা উভয় পক্ষের মাঝে প্রতিশ্রুত এবং সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হয় যে, লিজের মেয়াদ সমাপ্তির পর সেই পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের হয়ে যাবে।

এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকুক কিংবা বাহ্যিকভাবে সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হোক, উভয় অবস্থায় শরিয়াহর মূলনীতি বিরোধী। ইসলামী ফিকাহর প্রসিদ্ধ উসূল (মূলনীতি) হলো, একটি চুক্তিকে অপর চুক্তির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যাবে না যে, একটি অপরটির জন্য পূর্বশর্তস্বরূপ হয়ে যায়। এখানে (বিক্রয় চুক্তির বাস্তবায়ন হওয়া অর্থাৎ) পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের দিকে অর্পণ হওয়াকে লিজ চুক্তির জন্য আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা শরিয়াহর দৃষ্টিতে জায়েজ নয়।

শরিয়াহর আসল পজিশন হলো, এই পণ্য শুধুমাত্র ইজারাদাতার মালিকানায় থাকবে। লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার এই স্বাধীনতা থাকবে যে, হয়ত এই পণ্য ফেরত নিয়ে নিবে, কিংবা লিজ নবায়ন করবে, অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে লিজ প্রদান করবে, কিংবা এই পণ্য ইজারাদার বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে দিবে। ইজারাদার ইজারাদাতাকে পণ্যটি নাম মাত্র মূল্যে তার নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে না এবং এধরনের শর্তও লিজ চুক্তিতে আরোপ করা যাবে না। তবে লিজের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর ইজারাদাতা যদি সেই পণ্য ইজারাদারকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করতে চায় কিংবা তার নিকট বিক্রয় করতে চায় তাহলে সে তার স্বীয় সম্মতিতে তা করতে পারবে[১৯৮]।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত ইজারা চুক্তির সংজ্ঞা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের জানা মতে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত ইজারা পদ্ধতিগুলো প্রাচীনকালে আরব দেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাই প্রাচীন ফিকাহ গ্রন্থগুলোতে এ ধরনের ইজারা পদ্ধতি

---

[১৯৮] জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান, পৃষ্ঠা- ১৭০।

www.bjilibrary.com

ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ কিনা তা কোনো ফকিহই আলোচনা করেননি। আবশ্য আধুনিক যুগে এসব ইজারা পদ্ধতি মুসলিম দেশগুলোর আর্থিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করতে থাকলে মুসলিম ফকিহগণ এ প্রসঙ্গে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তারা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত ইজারা চুক্তির প্রকার ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তার সংজ্ঞাও নির্ণয় করেন। তারা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে ইসলামী শরিয়াহ মতে এ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার নিয়ম নীতিসমূহও বাতলে দেন। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে তার কিছু নমুনা পেশ করছি।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত ইজারা চুক্তির প্রকার

আমাদের জানামতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বর্তমানে বিভিন্নভাবে ইজারা চুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা:

১. ভাড়ায় বিক্রয়: এ পদ্ধতির ইজারাকে আরবি ভাষায় আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত্তাম্লিক বা বাই বিল্ ইজার বা ইজারা বিল বাইও বলা হয়; আর ইরেজিতে Hire purchase বলা হয়।

২. ভাড়ায় বিক্রয় ও মুশারাকা পদ্ধতির সংমিশ্রণ: এ পদ্ধতির ইজারাকে আরবিতে 'আল ইজারা বিল বাই মা আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা' এবং ইরেজিতে Hire purchase shirkatul milk বলা হয়।

১. ভাড়ায় বিক্রয় বা আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত্তাম্লিক বা Hire Purchase

ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত্তাম্লিক বা 'বাই বিল্ ইজার' বা 'ইজারা বিল বাই'-এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। এখানে কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

ক. দুই পক্ষের এমন এক চুক্তি যাতে একপক্ষ অপর পক্ষের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু সুনির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করার অধিকার দেয় অতঃপর ভাড়া গ্রহণকারী নির্দিষ্ট সময়ের ভাড়া নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ করে। ভাড়ার মেয়াদ ও ভাড়ার শেষ কিস্তি পরিশোধ শেষ হওয়ার পর, উভয় পক্ষের মধ্যে নতুনভাবে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভাড়ায় নেওয়া বস্তু ভাড়া গ্রহণকারীর মালিকানায় চলে আসে।

www.bjilibrary.com

খ. অন্য ভাষায় সংজ্ঞা দেয় হয়: কোনো বস্তু থেকে কাউকে (ভাড়ার মাধ্যমে) উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া, অতঃপর মেয়াদ শেষে ভাড়া গ্রহণকারীকে স্বয়ং বস্তুটির মালিক বানিয়ে দেওয়া।

গ. দুই পক্ষের এমন এক চুক্তিতে সম্মত হওয়া যে, তারা একজন অপর জনকে কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু সুনির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিবে, সাধারণত ভাড়ার পরিমাণ মূল মূল্যের একটি অংশ ভাড়ার সাথে থাকার কারণে স্বাভাবিক ভাড়ার চেয়ে কিছুটা বেশি হয়-। চুক্তিপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পর ইজারাদাতা এককভাবে স্বউদ্যোগে একটি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে ইজারা গ্রহীতাকে প্রদান করে, যাতে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে যে ইজারা শেষে সে ইজারাদারকে জিনিসটির মালিক বানিয়ে দিবে[১৯৯]।

অর্থাৎ এমন এক ইজারা চুক্তি যার পরিসমাপ্তি ঘটে ভাড়া গ্রহণকারীকে ভাড়াকৃত বস্তুটির মালিক বানানোর মাধ্যমে। যেমন: কোনো গ্রাহক ব্যাংকের কাছে এসে বললো, আমি একজন ড্রাইভার। আমি ব্যাংকের কাছ থেকে একটি গাড়ি ভাড়ায় গ্রহণ করে ভাড়া আদায় শেষে গাড়িটির মালিক হতে চাই। ব্যাংকের কাছে ভাড়া পরিশোধের গ্যারান্টি বাবদ আমার বাড়ি-ভিটা বন্ধক রাখবো। এমতাবস্থায় ব্যাংকের কাছে তার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হলে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার কাঙ্ক্ষিত গাড়ির বাজারদর কত? তা যাছাই করে তার কাছ থেকে এমর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র এবং গ্যারান্টি নেয় যে, সে গাড়িটি অবশ্যই ব্যাংক থেকে ভাড়া নিবে। অতঃপর তার প্রস্তাবানুযায়ী ভাড়া পরিশোধের গ্যারান্টি বাবদ তার বাড়ি-ভিটা বন্ধক রাখে। অতঃপর তার চাহিদানুযায়ী একটি গাড়ি কিনে তা তার কাছে ভাড়া দানের জন্য উভয়ের সম্মতিক্রমে একটি চুক্তিপত্র সাক্ষর করে। এ চুক্তিপত্রে গাড়িটির মাসিক ভাড়ার কিস্তির পরিমাণ কত হবে? এবং কত দিনে কিভাবে ভাড়া পরিশোধ করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। অতঃপর ব্যাংক এককভাবে আলাদা একটি অঙ্গীকারপত্র ভাড়া গ্রহণকারীকে প্রদান করে যাতে ভাড়া গ্রহণকারীর ভাড়া আদায় শেষ হলে কিভাবে ভাড়া গ্রহণকারী গাড়িটির মালিক হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। অতঃপর ব্যাংক চুক্তি অনুযায়ী গাড়িটি তার কাছে হস্তান্তর করে এবং তার কাছ থেকে মাসিক ভাড়া আদায় করতে থাকে। অতঃপর ভাড়া আদায় শেষ হলে

---

[১৯৯] সা'দ ইবন আব্দুল্লাহ, আত্তাজীর আল-মুনতাহি বিত্ তাম্‌লিক (মাক্‌তাবা শামিলা), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৮।

www.bjilibrary.com

ব্যাংকের অঙ্গীকার অনুযায়ী ব্যাংক ভাড়া গ্রহণকারীকে গাড়িটির মালিক বানিয়ে দেয়।

এ ধরনের ইজারা চুক্তির সুফল হলো একজন ইজারা গ্রহীতা এক পর্যায়ে একটি গাড়ির মালিক হতে পারে।

এ ধরনের ইজারা চুক্তি প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত

আমরা এ ইজারা পদ্ধতির দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখতে পাই যে, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ রয়েছে:

ক. ব্যাংক লাভসহ তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফিরে পাওয়ার গ্যারান্টি হিসেবে ইজারাদারের কাছ থেকে তার বাড়ি-ভিটা বন্ধক রাখে।

খ. ব্যাংক নিজের অর্থে একটি গাড়ি কিনে তা ইজারাদারের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে ভাড়া দেয়, যে ভাড়ার পরিমাণ সাধারণ ভাড়ার চেয়ে বেশি হয়, যাতে ভাড়ার সাথে ব্যাংকের ব্যয়কৃত মূলধন বা মূল্য নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উঠে আসে।

গ. ব্যাংক এককভাবে আলাদা একটি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে ইজারাদারকে প্রদান করে, যাতে ভাড়া গ্রহণকারী ভাড়া আদায় শেষ করলে কিভাবে তাকে গাড়িটির মালিক বানানো হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে।

আমাদের ধারণায় এ ধরনের ইজারা চুক্তি অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ এ ইজার চুক্তিতে প্রথমত যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো:

অ. ব্যাংক লাভসহ তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফিরে পাওয়ার গ্যারান্টি হিসেবে ইজারাদারের কাছ থেকে তার বাড়ি-ভিটা বন্ধক রাখে। ইজারা চুক্তি বা অন্য যেকোনো চুক্তি থেকে সৃষ্ট ঋণ ফিরে পাওয়ার জন্য ঋণ প্রাপক ঋণ গ্রহিতার কাছ থেকে তার যেকোনো মূল্যবান জিনিস বন্ধক রাখতে পারে। আমরা ইতোপূর্বে বুখারি শরিফ থেকে উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করেছি যে, মহানবি রাসুল সা. তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে এক ইহুদির কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাকিতে কিনেছিলেন এবং তার কাছে তার মূল্য ফিরিয়ে পাওয়ার গ্যারান্টি হিসেবে নিজের লৌহ বর্মটি বন্ধক রেখেছিলেন। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের এ বন্ধক রাখাতে ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তির কিছু নেই।

www.bjilibrary.com

আ. এ ইজারা চুক্তির দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: ব্যাংক নিজের অর্থে একটি গাড়ি কিনে তা ইজারাদারের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে ভাড়া দিয়েছে এবং সে ভাড়ার পরিমাণ সাধারণ ভাড়ার চেয়ে বেশি ধার্য করেছে, যাতে ভাড়ার সাথে ব্যাংকের ব্যয়কৃত মূল্য ও লভ্যাংশ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ব্যাংকের কাছে ফিরে আসে। আমাদের ধারণায় এতেও আপত্তির কিছু নেই। কারণ কোনো জিনিস কিনে তা কারো কাছে ভাড়া দান ইসলামী শরিয়াহর আলোকে বৈধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই। বাকি রইল ভাড়া নির্ধারণে স্বাভাবিক ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নির্ধারণ, আমাদের ধারণায় এটাও বৈধ। কারণ এ নির্ধারণ এক পক্ষ এককভাবে করেনি। উভয়ের সম্মতিক্রমেই তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইজারাদার তা এ জন্যই গ্রহণ করেছে যে, এভাবে ভাড়া পরিশোধ হয়ে গেলে প্রকৃত পক্ষে জিনিসটির মূল্যই পরিশোধ হয়ে যায়। আর এভাবে মূল্য পরিশোধ যত দ্রুত হয় সে তত দ্রুত জিনিসটির মালিক হতে পারে। আর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এটাকে মূল্য না বলে ভাড়া বলার কারণ হলো, তার ব্যয়কৃত অর্থ ফিরিয়ে পাওয়ার নিশ্চয়তার জন্য। আমাদের ধারণায় এ পুরা ব্যবস্থায় কোনো ধরনের প্রতারণা নেই। সুতরাং তা বৈধ।

ই. তৃতীয় বিষয়টি হলো: ব্যাংক এককভাবে আলাদা একটি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে ইজারাদারকে জিনিসটির মালিক বানিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে। আমাদের ধারণায় তাতেও আপত্তির কিছু নেই। কারণ যেহেতু এ অঙ্গীকারটি মূল ইজারা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়; সেহেতু তার কারণে ইজারা চুক্তি শরিয়াহর আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সুতরাং ব্যাংক এ ধরনের অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে ইজারাদারকে দিতে পারে। আমাদের ইতোপূর্বের এক আলোচানায় আমরা বলেছি যে, কেউ এ ধরনের অঙ্গীকার করলে সে তা পূরণ করতে ধর্মীয় এবং আইনত উভয় দিক থেকে বাধ্য থাকে।

মোদ্দাকথা: আমাদের জানামতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত এ ইজারা পদ্ধতি ইসলামী শরিয়াহর আলোকে বৈধ। তা অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

www.bjilibrary.com

আমরা এখানে এ ধরনের ইজারা পদ্ধতি প্রসঙ্গে সমকালীন কিছু মুসলিম ফকিহর দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকদের সামনে পেশ করছি। এ প্রসঙ্গে জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানির অভিমত নিম্নরূপঃ

সমকালীন কোনো কোনো বিজ্ঞ পণ্ডিত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছেন। তারা বলেন, যদিও ইজারা চুক্তিতে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পণ্য বিক্রি বা উপঢৌকন হিসেবে প্রদানের সাথে শর্তারোপ করা যাবে না, তবে ইজারাদাতা একক ভাবে অঙ্গীকার করতে পারে যে, লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উক্ত পণ্যটি সে ইজারাদারের নিকট বিক্রয় করে দিবে। এ অঙ্গীকার শুধুমাত্র ইজারাদারের উপর অপরিহার্য হবে। তারা বলেন, উসূল (মূল নীতি) হলো ভবিষ্যতে কোনো চুক্তি করার এককভাবে অঙ্গীকার ঐ সময় জায়েজ যখন অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে তো পাবন্দ হবে (বাধ্য থাকবে) কিন্তু যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে ওই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পাবন্দ নয়। যার অর্থ হলো তার (ইজারাদারের) পণ্যটি ক্রয় করার অধিকার আছে, যে অধিকার সে ব্যবহার করতেও পারে আবার নাও পারে। কিন্তু সে যদি ক্রয়ের অধিকার ব্যবহার করতে চায় তাহলে অঙ্গীকারকারী এ ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা সে তার অঙ্গীকারের ব্যাপারে পাবন্দ। এ কারণেই এ সকল বিজ্ঞজন প্রস্তাব করেন লিজ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির পর ইজারাদাতা একটি পৃথক অঙ্গীকারপত্রের উপর এককভাবে স্বাক্ষর করবে। যে স্বাক্ষর দ্বারা সে এ মর্মে অঙ্গীকার করবে যে, ইজারাদার যদি ভাড়া পরিপূর্ণভাবে আদায় করে এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে সে পণ্যটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাহলে ইজারাদাতা সেই মূল্যে পণ্য তার নিকট বিক্রয় করে দিবে।

ইজারাদাতা যখন একবার অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করে ফেলবে, তাহলে সে অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে পাবন্দ হবে। ইজারাদার যদি তার ক্রয়ের অধিকার ব্যবহার করতে চায় তাহলে সে তার অধিকারকে ওই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে যে ক্ষেত্রে লিজের সিদ্ধান্তকৃত চুক্তি অনুযায়ী ভাড়া পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে।

এমনিভাবে এ সকল বিজ্ঞজন একথারও অনুমতি প্রদান করেন যে, ইজারাদাতা বিক্রয়ের পরিবর্তে মেয়াদান্তে পণ্য ইজারাদারকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদানের অঙ্গীকারও করতে পারে। তবে শর্ত হলো ইজারাদারকে ভাড়া পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে।

www.bjilibrary.com

এই পদ্ধতিকে إجارة واقتناء বলা হয়। সমকালীন অনেক আলিম এই পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর উপর বিস্তৃত আকারে ব্যাপকভাবে আমল হচ্ছে। এই পদ্ধতিটি দুটি মৌলিক শর্তসাপেক্ষে জায়েজ।

প্রথম শর্ত হলো: ইজারা চুক্তি স্বতাগতভাবে বিক্রয়ের অঙ্গীকার কিংবা উপঢৌকনের অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করার সাথে শর্তযুক্ত না হতে হবে। বরং এই অঙ্গীকার পৃথক ডকুমেন্টের মাধ্যমে হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হলো: অঙ্গীকার একতরফা হতে হবে এবং তা শুধুমাত্র অঙ্গীকারকারীর উপর অপরিহার্য হতে হবে। দু'তরফা চুক্তি না হতে হবে যা উভয় পক্ষের উপর অপরিহার্য হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে তা একটি পরিপূর্ণ চুক্তি হবে যা ভবিষ্যতের কোনো একটি তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এমনটি করা বিক্রয় এবং উপঢৌকনের ক্ষেত্রে জায়েজ নেই[২০০]।

২. *ভাড়ায় বিক্রয় ও মুশারাকা পদ্ধতির সংমিশ্রণ বা আল ইজারা বিল বাই মা আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা বা Hire purchase shirkatul milk*

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত দ্বিতীয় ইজারা পদ্ধতিটি হলো: 'আল ইজারা বিল বাই মা আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা' অর্থাৎ এমন এক ইজারা চুক্তি যাতে যৌথ মালিকানার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ভাড়ায় ক্রয় করা হয়। যেমন: কোনো গ্রাহক একটি গাড়ি কেনার জন্য ব্যাংকের কাছে আসে। এসে ব্যাংককে প্রস্তাব দেয় যে, আমি একটি গাড়ি কিনতে চাই, গাড়িটির মূল্য বিশ লাখ টাকা। আমার কাছে কেবল দশ লাখ টাকা আছে, তাই আমি গাড়িটি কিনতে পারছি না। এমতাবস্থায় ব্যাংক যদি বাকি দশ লাখ টাকা গাড়ি কিনার জন্য দেয়, তাহলে গাড়িটি কিনা আমার পক্ষে সম্ভব হয়।

ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে পুনরায় প্রস্তাব দেয়, গাড়িটি আপনি দশ লাখ, আর ব্যাংক দশ লাখ টাকা দিয়ে যৌথ মালিকানায় কেনা হবে। অতঃপর ব্যাংকের অংশ ব্যাংক বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আপনার কাছে মাসিক কিস্তিতে ভাড়া দিবে। এভাবে মুনাফাসহ ব্যাংকের টাকা পরিশোধের জন্য যত দিন

---

[২০০] জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান, পৃষ্ঠা- ১৭১-১৭২।

www.bjilibrary.com

সময় লাগবে তা হিসেব করে কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবে। অতঃপর ভাড়ার একেক কিস্তি পরিশোধ হতে থাকেলে আপনার (ইজারাদারের) মালিকানার অংশ বাড়তে থাকবে, আর ব্যাংকের মালিকানার অংশ কমতে থাকবে। অবশেষে সমস্ত কিস্তি পরিশোধ শেষ হলে আপনি (ইজারাদার) গাড়িটির পুরা মালিক হয়ে যাবেন। এ পদ্ধতিতে আপনি ব্যাংকের সাহায্য নিতে রাজি আছেন কি না? গ্রাহক এ পদ্ধতিতে গাড়িটি কিনতে রাজি হলে,ব্যাংক ও গ্রাহক মিলে যৌথ মালিকানায় একটি গাড়ি কিনে। অতঃপর তাদের উভয়ের মধ্যে একটি ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে, সে চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকে যে, ভাড়া গ্রহণকারী চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংকের ভাড়ার টাকা পরিশোধ করবে। অতঃপর ভাড়া গ্রহণকারী এককভাবে ব্যাংককে এ মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র প্রদান করে যে, ভাড়া গ্রহণকারী ভাড়ার কিস্তি পরিশোধ শেষ করে গাড়িটি কিনে নিবে। এ ধরনের পদ্ধতিতে ভাড়া দেওয়াকে আরবি ভাষায় আল ইজারা বিল বাই মা আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা, আর ইরেজি ভাষায় (Hire purchase shirkatul milk) বলা হয়।

এ ধরনের ইজারা চুক্তির সুফল হলো এর মাধ্যমে একজন ইজারা গ্রহীতা এক পর্যায়ে একটি গাড়ির পূর্ণ মালিক হতে পারে।

এ ধরনের ইজারা চুক্তি সম্বন্ধে ফকিহদের অভিমত

আমারা উপর্যুক্ত লেনদেনের দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখতে পাই যে, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ রয়েছে:

ক. গাড়িটি যৌথ মালিকানায় কেনা হয়েছে।

খ. গাড়ির দুই মালিকের একজন তার অংশ, অপর অংশীদারের কাছে ভাড়া দিয়েছে।

গ. ভাড়া গ্রহণকারী গ্রাহক গাড়িটি ভাড়া নেওয়ার পর এককভাবে অঙ্গীকার করেছে যে, সে ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের অংশ কিনে নিবে।

এসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে:

ক. ইসলামী শরিয়াহর আলোকে যেকোনো জিনিস যৌথভাবে কিনে মালিক হওয়া ফকিহদের সর্বসম্মত মতে বৈধ[২০১]। কারণ সাহাবায়ে কেরাম যৌথভাবে ব্যবসা-

[২০১] ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার আলা দুররিল মুখতার, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৬৪-৩৬৫।

www.bjilibrary.com

বাণিজ্য করতেন। তারা এক সাথে পণ্য কিনে যৌথভাবে তার মালিক হতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রনিধানযোগ্য:

আবু মিনহাল থেকে বর্ণিত যে, যাইদ ইবন আরকাম এবং বারা ইবন আযেব এক সাথে শরিক হয়ে যৌথভাবে ব্যবসা করতেন। তখন তারা কিছু রূপা নগদ এবং বাকিতে কিনেছিলেন। অতঃপর এ সংবাদ মহানবি সা.-এর কাছে পৌছালে তিনি তাদের উভয়কে আদেশ দিলেন, যা নগদে কিনেছ তা বাস্তবায়ন করো আর যা বাকিতে কিনেছ তা প্রত্যাখ্যান করো[২০২]।

এ হাদিসে দেখা যায় যে দু'জন প্রখ্যাত সাহাবি কিছু রূপা যৌথভাবে কিনে তার মালিক হয়েছেন। মহানবি সা. তাদের এভাবে যৌথ মালিকানার ব্যাপারটি অস্বীকার করেনি। তিনি রূপার বেচা-কেনা রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা বাকিতে করা হলে তা সুদী কারবারে পরিণত হয় বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদিস যৌথ মালিকানার বৈধতা প্রমাণ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, যৌথ মালিকানা সৃষ্টি কালে পণ্যটি কোনো এক পক্ষ কিনে নিবে এমন শর্তারোপ করা কিংবা ওয়াদা নেওয়া ফকিহদের মতে বৈধ নয়। তবে বেচা-কেনা সংঘটিত হওয়ার আগে বা পরে যদি এরূপ ওয়াদা নেওয়া হয়, তাহলে অনেক ফকিহর মতে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা বেচা-কেনাকে শর্তযুক্ত করা এবং বেচা-কেনাকে শর্তযুক্ত করা ব্যতীত অঙ্গীকার করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান[২০৩]।

মাআয়ীরুশ শার্‌ইয়্যাহ-এর ২০৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে:

" ولابد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء ، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة ، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر" .

যৌথ মালিকানা সৃষ্টির সময় বেচা-কেনার শর্তারোপ করা যাবে না। বরং যৌথভাবে মালিক হওয়ার পর আলাদাভাবে এক পক্ষ এ ব্যাপারে

---

[২০২] আহমদ আল মুসনাদ হা: ১৮৫০২; শোয়াইব আরনূতের মতে হাদিসটির সনদ বুখারি মুসলিমের শর্তে উপনিত।

[২০৩] জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান, পৃষ্ঠা- ৮৪-৮৫।

www.bjilibrary.com

(জিনিসটি কেনার বা বেচার) ওয়াদা করবে। তেমনিভাবে বেচা-কেনার চুক্তি, মুশারাকা চুক্তি থেকে আলাদা হতে হবে। এক চুক্তির সাথে আর এক চুক্তির শতারোপ করা যাবে না।

খ. গাড়িটির দুই মালিকের একজন তার অংশ দ্বিতীয় অংশীদারকে ভাড়া দিয়েছেন। এটাও ইসলামী শরিয়াহর আলোকে বৈধ। এটা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের জানামতে কোনো ফকিহর দ্বিমত নেই।

'ওআইসি'র আর্ন্তজাতিক ফিকাহ একাডেমি'র ১৫তম অধিবেশনের ১৩৬ নম্বর সিদ্ধান্তে *আল্ মুশারিকা আল মুতানাকিসা* প্রসঙ্গে গৃহিত এক সিদ্ধান্তের চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছেঃ মুশারাকার যে কোনো এক পক্ষের জন্য তার অপর শরিকের অংশ সুনির্দিষ্ট মূল্যে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া নেওয়া বৈধ। উভয় অংশীদারের প্রত্যেকের উপর তার অংশানুযায়ী হেফাজতের মৌলিক দায়ভারও বর্তায়।

গ. ভাড়া গ্রহণকারী গ্রাহক গাড়িটি ভাড়া নেওয়ার পর এককভাবে অঙ্গীকার করেছে যে, সে ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের অংশ কিনে নিবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পর এ রূপ চুক্তি করা হলে তাতে দোষের কিছু আছে বলে মনে হয় না। কারণ এরূপ ওয়াদা ইজারা চুক্তিকে প্রভাবিত করে না।

অতএব এ আলোচনা হতে জানা গেল যে, ইসলামী শরিয়াহর আলোকে আল ইজারা বিল বাই মা'আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা পদ্ধতিতে অর্থায়ন বা বিনিয়োগ করা বৈধ।

'আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা' প্রসঙ্গে ওআইসি'র ফিকাহ একাডেমি'র সিদ্ধান্ত

আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা প্রসঙ্গে ওআইসি'র আর্ন্তজাতিক ফিকাহ একাডেমি'র ১৫তম অধিবেশনের ১৩৬ নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছেঃ

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخمسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 -11 آذار (مارس) 2004م.

www.bjilibrary.com

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

1. المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.

2. أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة.

3. تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.

4. يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

5. المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم

www.bjilibrary.com

تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب - عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174 (253 / 1) -

ج - تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

د - الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

هـ - منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل.)

والله أعلم

আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা এবং তার নিয়ম নীতি প্রসঙ্গে একাডেমির কাছে আগত প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধের উপর আলোচনা পর্যালোচনা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পর একাডেমি নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে:

১. আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা: এক ধরনের নতুন উৎপাদনশীল প্রকল্পের যৌথ কারবার, যাতে এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে তার অংশ ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে ক্রয় করে নেওয়ার অঙ্গীকার করে। এ ক্রয় তার প্রকল্পের আয়ের অংশ দ্বারাও হতে পারে, আবার তার অন্য আয়ের উৎস দ্বারাও হতে পারে।

২. আল মুশারাকা আল মুতানাকিসা (যৌথ মালিকানা) প্রতিষ্ঠার ভিত্তি: এমন চুক্তি যা দুই পক্ষের প্রত্যেকেই যৌথভাবে প্রকল্পের মূলধন যোগান দিয়ে সৃষ্টি করে, তা নগদ অর্থ দ্বারাও হতে পারে আবার মূল্য নির্ধারণ করে কোনো মাল যোগান দিয়েও হতে পারে। এ চুক্তিতে প্রকল্পের লাভের অংশ কিভাবে ভাগ করা হবে

www.bjilibrary.com

তার বিবরণ থাকে, একথাও উল্লেখ থাকে যে, তাতে কোনো ক্ষতি হলে প্রত্যেকে তার অংশ অনুযায়ী তা বহন করবে।

৩. মুশারাকা মুতানাকিসায় এক পক্ষ এককভাবে এমন একটি অবশ্যই পালনীয় অঙ্গীকার করে যে, সে অপর পক্ষের অংশ পর্যায়ক্রমে কিনে নিবে। আর অপর পক্ষের তা বিক্রয় করা বা না করার এখতিয়ার থাকবে। আর এ অঙ্গীকার করা হয় প্রত্যেকে তার অংশের মালিক হওয়ার পর নতুন বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। এমনকি তা ঈজাব কবুল উচ্চারণ করেও হতে পারে।

৪. মুশারাকার যেকোনো এক পক্ষের জন্য তার অপর শরিকের অংশ সুনির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া নেওয়া বৈধ। উভয় অংশীদারের উপর প্রত্যেকের অংশানুযায়ী হেফাযতের মৌলিক দায়ভারও বর্তায়।

৫. মুশারাকা মুতানাকিসা বৈধ; যদি তাতে মুশারাকার সাধারণ নিয়মাবলি মেনে চলা হয় এবং নিম্নোক্ত বিধি-বিধানসমূহ অনুকরণ করা হয়।

ক. যৌথ মালিকানা সৃষ্টির সময় এক পক্ষ অপর পক্ষের অংশ ব্যয়কৃত মূল্যের অনুরূপ মূল্য পরিশোধ করে কিনে নেওয়ার অঙ্গীকার করতে পারবে না। কারণ তা করা হলে এক শরিককে অপর শরিকের অংশের ব্যাপারে জামিনদার করা হবে। বরং তার অংশের মূল্য নির্ধারিত হতে হবে বিক্রয় দিনের বাজারদর অনুযায়ী। অথবা তাদের উভয়ের ঐক্যমতে নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী।

খ. দু'পক্ষের এক পক্ষ বীমা বা অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি বহন করবে এমন শর্তারোপ করা যাবে না, বরং প্রত্যেকের অংশানুযায়ী প্রত্যেককে তা বহন করতে হবে। 'ওআইসি'র আন্তর্জাতিক ফিকাহ একাডেমি'র সিদ্ধান্ত-১-১৭৪-(১/২৫৩)।

গ. লাভের অংশ, উভয়ের অংশানুযায়ী ভাগাভাগি হতে হবে। লাভের একটি বিশেষ অংশ কোন শরিক পাবে এমন শর্তারোপ করা যাবে না, কিংবা একটি পার্সেন্টিস কোনো এক শরিক পাবে এমন শর্তও আরোপ করা যাবে না।

ঘ. চুক্তি ও মুশারাকা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পৃথক করতে হবে।

www.bjilibrary.com

ঙ. যৌথ কারবার সৃষ্টিতে এক পক্ষ যে অর্থায়ন করেছে তা ফিরিয়ে নেওয়ার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালাই সত্য অধিক ভালো জানেন[২০৪]।

ইসলামের দৃষ্টিতে হিবা করা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত কোনো কোনো ইজারা পদ্ধতিতে হিবা করার কথা এসেছে। তাই হিবা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

হিবা (هبة) একটি আরবি শব্দ। হিবা'র আভিধানিক অর্থ দান করা, অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা, বাতাস বয়ে যাওয়া। ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় হিবার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- কোনো প্রতিদান ছাড়াই অপর কোনো ব্যক্তিকে নিজের জীবদ্দশায় স্বীয় সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়াকে হিবা বলা হয়[২০৫]। হিবাকে আমরা বাংলা ভাষায় দান বা অনুদান বলে থাকি।

হিবা একটি কল্যাণকর কাজ। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। মানুষের মাঝে মিল-মুহাব্বত বাড়ে। এ কারণেই হিবা ইসলামী শরিয়াহর চার মূল উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস, সব মতেই বৈধ। আমরা এখানে হিবা বৈধ হওয়ার প্রমাণগুলো পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি:

ক. আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

তখন যাকারিয়া আ. বললেন, হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান হিবা (দান) করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী[২০৬]।

---

[২০৪] আর্ন্তজাতিক ফিকাহ একাডেমি'র পনেরতম অধিবেশনের ১৩৬ (১৫/২) নম্বর সিদ্ধান্ত।

[২০৫] ফাতাওয়াও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ২৩৭।

[২০৬] সুরা আলে ইমরান, ৩: ৩৮।

www.bjilibrary.com

খ. আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের আর এক স্থানে বলেন, وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ যদি কোনো নারী তার নিজের সত্তাকে মহানবি সা.-এর কাছে হিবা করে দেয়...[২০৭]।

গ. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে মহানবি সা. বলেন, তোমরা পরস্পরকে হিবা করো পরস্পরকে ভালোবাস...[২০৮]।

ঘ. খালেদ ইবন আদী থেকে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদিসে মহানবি সা. বলেন, مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ যার কাছে তার ভাইয়ের কাছ থেকে বিনা আশায় এবং না চাইতেই কোনো দান আসে সে যেন তা কবুল করে, প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ তা হচ্ছে রিয্ক যা আল্লাহই তাকে দিয়েছেন[২০৯]।

ঙ. রাসুল সা. নিজে অন্যের দেওয়া হাদিয়া কবুল করতেন এবং অন্যকে হাদিয়া দিতেন। এমন কি অমুসলমানদেরকেও হাদিয়া দিতেন এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ করতেন। সমান্য হাদিয়া হলেও তা গ্রহণ করতে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি এ প্রসঙ্গে এক হাদিসে বলেন, যদি আমাকে প্রাণীর একটি খুরাও হাদিয়া দেওয়া হয় তাহলে আমি তাও কবুল করব। আর যদি আমাকে তা খেতে দাওয়াত দেওয়া হয় আমি সে দাওয়াতও কবুল করব[২১০]।

এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম হাদিয়া তুচ্ছ জিনিস হলেও তা গ্রহণ করতে শরিয়াহর বাধা না থাকলে- অস্বীকার করা মাকরুহ বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ তাতে হাদিয়াদাতা মনে কষ্ট পায়। মহানবি সা. হাদিয়া কবুল করতে

---

২০৭ সুরা আল আহযাব, ৩৩: ৫০।

২০৮ বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হা: ১১৭২৭; ইবন হাজর আসকালানী বলেন, এ হাদিসের সনদ হাসান পর্যায়ের (তালখিচুল খবীর, ৩/১৬৩)।

২০৯ মুসনাদে আহমদ, হা: ৭৯০৮; শোয়াইব আরনূথ বলেন, এ হাদিসটি সাহীহ লিগাইরিহি।

২১০ তিরমিযি, হা: ১৩৩৮; তিনি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। নাসির উদ্দীন আল্বানীও হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

www.bjilibrary.com

যেমন উৎসাহিত করেছেন, তেমনি হাদিয়া দিয়ে তা ফেরত নিতে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। এখানে এরূপ দুটি হাদিস পেশ করা হলো:

চ. মহানবি সা. এক হাদিসে বলেন, الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ যে ব্যক্তি হিবা করে তা আবার ফেরত নেয় সে ওই ব্যক্তির মতো যে বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে[২১১]।

ছ. মহানবি সা. অপর এক হাদিসে বলেন, নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। যে ব্যক্তি হিবা করে অতঃপর তা ফেরত নেয় সে ওই কুকুরের মতো যে বমি করে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করে[২১২]।

উপর্যুক্ত দলিলসমূহ প্রমাণ করে যে, ইসলামে হিবা করা এবং হিবা গ্রহণ করা শুধু বৈধই নয় বরং একটি প্রশংসনীয় সোয়াবের কাজ। এতে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হয়, তাদের মধ্যে মিল মুহাব্বত বাড়ে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার ভাব বৃদ্ধি পায়।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, যে সব ইজারা বিল্ বাই' বা ইজারা বিল্ বাই মা'আল মুশারাকা আল্ মুতানাকিসা'তে ইজারা চুক্তির সাথে বা ইজারা চুক্তির পর এক পক্ষ এককভাবে অপর পক্ষকে ইজারার জিনিসটি হিবা করবে বলে অঙ্গীকার করেছে তা ইসলামী শরিয়াহসম্মত। সুতরাং তাতে আপত্তির কিছু নেই।

আমাদের এ অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনা হতে জানা গেল যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শরিয়াহর আলোকে বৈধ। এসব পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তরই নয় বরং নিজের অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

---

[২১১] বুখারি, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০৭, হা: ১৪।

[২১২] মুসলিম, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৬৪, হা: ৪২৫৮।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের অন্য কতিপয় খাত

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোও অন্যান্য ব্যাংকের মতো একটি আর্থিক এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এসব ব্যাংক জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা আবার জনগণের কাছেই উপরে বর্ণিত নিয়মানুসারে ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে অথবা সরাসরি ব্যবসা করে অর্থ আয় করে। অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থ বিনিয়োগ ছাড়াও ব্যাংকগুলো জনগণকে আরো নানাভাবে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংকগুলোও জনগণকে তাদের নিজস্ব ইসলামী পদ্ধতিতে কিছু ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ আয় করে থাকে। আমাদের জানামতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সেবা প্রদান ও অর্থ আয়ের অন্যান্য খাতগুলো হলো:

১. বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা
২. ঋণপত্র বা (এলসি) খোলা
৩. মুদ্রাবাজার দলিল
৪. মার্চেন্ট ব্যাংকিং
৫. এটিএম (ATM) কার্ড ইস্যু করা
৬. লকার ভাড়া
৭. টিটি, ডিডি, এমটি ইত্যাদির মাধ্যমে রেমিটেন্স কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
৮. পে অর্ডার ও ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান
৯. বিল বাট্টাকরণ
১০. কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ
১১. সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়ের পরিবর্তে মুদারাবা বন্ড ক্রয়বিক্রয়
১২. গ্রাহকের পক্ষে তার পাওনাদার কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান
১৩. সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমন: বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ওয়াসা ইত্যাদির পাওনা বিল আদায়
১৪. এসএলআর (SLR) এবং সিআরআর (CRR) সংরক্ষণ।

আমরা এ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর এসব ব্যাংকিং সেবাদানের মাধ্যমে অর্থ আয়; এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ কতটুকু শরিয়াহ সম্মত তা জানার জন্য চেষ্টা করেছি।

www.bjilibrary.com

প্রথম অনুচ্ছেদঃ বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা

মানুষের দৈনান্দিন জীবনে নানা কারণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। যেমন পণ্য আমদানি, বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণ, বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি কাজের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। আবার অনেকে বিদেশ থেকে পণ্য রপ্তানি করে বা শ্রম দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং তাদের অর্জিত এসব টাকা দেশে থাকা তাদের পরিবার পরিজনের কাছে প্রেরণ করে। তাদের প্রেরণকৃত এসব বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংক তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে, আর যাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় তাদের কাছে বিক্রয় করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য আলাদা রেট থাকে। এ রেট বর্তমানে প্রত্যেক ব্যাংক নিজেই প্রতিদিন ঠিক করে থাকে। ব্যাংক ব্যাংকের জন্য ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি নির্ধারণ করে থাকে। যদি এক ডলারের ক্রয় মূল্য ৭৫.১০ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য ৭৬.১৫ টাকা হয়; তবে ব্যাংকের মুনাফা প্রতি ডলারে ১.৫ টাকা হয়। ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের এই পার্থক্যকে এক্সচেঞ্জ গেইন (Exchange gain) বলা হয়। এ একচেঞ্জ গেইন'ই হল ব্যাংকের লাভ।

এভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো অর্থ উপার্জন করে। ইসলামী ব্যাংকগুলোও অন্যান্য ট্রেডিশনাল ব্যাংকের মতো অর্থ আয়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার বেচা-কেনা করে। এভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বেচা-কেনা করে অর্থ আয় করা ইসলামী শরিয়াহর আলোকে বৈধ কি না? তা জানার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি।

একেই দেশের মুদ্রার বিনিময় অন্য মুদ্রার সাথে

আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলাম একই দেশের মুদ্রার বিনিময় অন্য মুদ্রার সাথে করা বৈধ ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ভাংতি গ্রহণ বৈধ করেছে, যথাঃ একশ টাকার একটি নোট দিয়ে দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট গ্রহণ বৈধ করেছে। কারণ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার বিপণন ছাড়া মানবসমাজ চলতে পারে না। বিভিন্ন হাদিস হতে জানা যায় যে, রাসুল সা.-এর যুগেও মুদ্রার বিপরীতে মুদ্রার বিপণন হতো। ইসলামী ফিকাহ্‌র পরিভাষায় এ জাতীয় বিপণনকে বাই সারাফ (بيع الصرف) বলা হয়। তবে এধরনের বিনিময়কে সুদমুক্ত করার জন্য রাসুল সা. কিছু উপদেশ দিয়েছেন। সে সব উপদেশ এখানে আলোচিত হলোঃ

www.bjilibrary.com

ক. ইবন ওমর থেকে বর্ণিত। রাসুল সা. বলেছেন,

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

তোমরা এক দিনারের বিনিময়ে দুই দিনার, এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম, এক সা'এর বিনিময়ে দুই সা' বিক্রয় করো না। কারণ আমার ভয় হয় তোমরা (তা করলে) রমা'য় পড়বে। রমা' হলো সুদ। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সা.! যদি কোনো লোক কয়েকটি ঘোড়ার বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রয় করে, অথবা একটি সাধারণ উটের বিনিময়ে একটি ভালো উট বিক্রয় করে (তাহলে কি হবে?) রাসুল সা. বললেন, যদি তা হাতে হাতে নগদে হয় তাহলে কোনো আসুবিধা হবে না[১]।

এ হাদিস হতে জানা গেল যে, একই দেশে মুদ্রার বিনিময় অপর মুদ্রার সাথে করা হলে অবশ্যই বেশকম না করে-সমান সমানভাবে করতে হবে। আর যদি বেশকম করে বিনিময় ও বিক্রয় করা হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু সুদ বলে পরিগণিত হবে।

খ. অপর এক হাদিস হতে জানা যায় যে, কোনো পণ্য দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিরহাম গ্রহণ করা বা দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিনার গ্রহণ করাও বৈধ। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো লেনদেন সাথে সাথে বা নগদে হতে হবে এবং দিনার ও দিরহামের মূল্যমান সে দিনের বাজারদর অনুযায়ী হতে হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ

---

[১] আহমদ (আল পাতহুর রাব্বানী, খণ্ড- ১৫, পৃষ্ঠা- ৭৪) শোয়াইব আরনূত বলেন, হাদিসটি দুর্বল (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১০৯)।

www.bjilibrary.com

وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ و فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জান্নাতুল বাকীতে উট বেচা-কেনা করতাম। দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিরহাম নিতাম। আবার কখনো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিনার নিতাম। একবার রাসুল সা.-এর কাছে আসলাম, তখন তিনি নিজ কক্ষে প্রবেশ করছিলেন। তখন আমি তাঁর কাপড় ধরে ফেললাম। তারপর তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, যদি তুমি এতদুভয়ের মধ্যে একটির বিপরীতে আর একটি নিয়ে থাকো তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনা অসমাপ্ত রেখে তোমরা যেন পরস্পর পৃথক না হও।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তেমাদের মধ্যে বেচা-কেনা অসমাপ্ত রেখে তোমরা আলাদা না হওয়া পর্যন্ত যদি তুমি সে দিনের বাজারদর অনুযায়ী একটি মুদ্রা অপরটির বিপরীতে নিয়ে থাক তাহলে কোনো ক্ষতি নেই[২]।

এখানে উল্লেখ্য যে, রাসুল সা.-এর যুগের পূর্ব থেকে মক্কা মদিনায় দিনার ও দিরহাম উভয়ই মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তবে এসব মুদ্রা তাদের নিজস্ব ছিল না। কারণ তখন আরবদের নিজস্ব কোনো সরকার ব্যবস্থাই ছিল না। তাই তাদের কোনো নিজস্ব মুদ্রাও ছিল না। তারা তাদের দৈনান্দিন কায়-কারবারে রোমান ও পারস্য মুদ্রা ব্যবহার করত। দিনার ছিল রোমান সম্রাজ্যের স্বর্ণ মুদ্রা। আর দিরহাম হলো পারস্য সাম্রাজ্যের রৌপ্য মুদ্রা। তারা কিছু ইয়ামেনি তাম্র মুদ্রাও ব্যবহার করে লেনদেন করতো বলে জানা যায়। কিছু মন্দ লোক এসব দিনার দেরহামের কোণা কেটে ফেলত বলে এর ওজনে তারতম্য হত। এ কারণে এতদুভয়ের বিনিময় হার কখনো বেশ কম হতো। তাই তারা লেনদেন করার সময় তা সংখ্যায় গ্রহণ না করে ওজনে অনুযায়ী গ্রহণ করত[৩]।

---

[২] প্রাগুক্ত।

[৩] ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১০৯-১১০।

www.bjilibrary.com

এ কারণেই রাসুল সা. একটির বিপরীতে আর একটি নিতে চাইলে সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী নিতে হবে, আর বেচা-কেনাটি নগদ ও তাৎক্ষণিক হতে হবে বলে জানিয়েছেন। কারণ বেচা-কেনা নগদ না হলে সুদী কারবারে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই হলো কোনো দেশে পণ্য বিপণনের জন্য ব্যবহৃত মুদ্রার লেনদেনের বা বিনিময়ের হুকুম। ইসলামী ব্যাংকগুলো আমাদের জানা মতে নিজ দেশের মুদ্রা বিনিময় করে কোনো অর্থ আয় করে না। কারণ এধরনের অর্থ বিনিময়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেওয়া হলো তা নিরেট সুদ বলে পরিগণিত হয়। তবে ইসলামী ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করে থাকে; এবং এ লেনদেন থেকে বেশ কিছু অর্থও রোজগার করে।

দেশি মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, একই দেশে প্রচলিত মুদ্রার বিনিময় অপর মুদ্রার সাথে করা হলে তা অবশ্যই সমান সমান এবং নগদ নগদ হতে হবে। আর যদি দেশি মুদ্রার বিনিময় বৈদেশিক মুদ্রার সাথে করা হয় তাহলে কিছু ফিকাহ বিশেষজ্ঞের মতে তা সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী যেমন হতে পারে তেমনি বিনিময়কারীরা দরকষাকষির মাধ্যমে বেশকম করেও করতে পারে। কারণ বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন মুদ্রা হিসেবে হয় না। বরং তার লেনদেন হয় পণ্য হিসবে। তাদের মতে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন যে পণ্য হিসেবে হয় তার বড় প্রমাণ হলো, বৈদেশিক মুদ্রার ফেস ভ্যালু (Face Value) বা মূল্যমান বাজারের অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতো সকাল বিকাল ওঠা-নামা করে। তাছাড়া একদেশের মুদ্রার মান অন্যদেশের মুদ্রার মানের সমান নয়। অন্য দিকে মুদ্রার মূল্যমান কখনও সকাল বিকাল ওঠা-নামা করে না। তা সবসময় প্রায় একই রকম থাকে। এ কারণেই কিছু ফকিহ বৈদেশিক মুদ্রাকে পণ্যের সাথে তুলানা করে, তার বিনিময় মূল্য পণ্যের মতো দর কষাকষির মাধ্যমে দুই জনের সম্মতি ক্রমে বেশ-কম করা যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমাদের ধারনায় এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পণ্য ও মুদ্রার মধ্যে মৌলিক তিনটি পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন:

ক. যেকোনো পণ্যের একটি নিজস্ব উপযোগিতা আছে। ফলে মানুষ পণ্য সরাসরি ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। আর মুদ্রার কোনো নিজস্ব উপযোগিতা নেই, তাই মুদ্রা সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। তার দ্বারা সরাসরি উপকৃত হওয়াও যায় না। বরং মুদ্রা দ্বারা পণ্য ক্রয় করে সেই পণ্য দ্বারা উপকৃত হতে হয়।

www.bjilibrary.com

খ. পণ্যসামগ্রীর মধ্যে অনেক গুণাগুণ বিদ্যমান, অন্যদিকে মুদ্রা কেবল মূল্য পরিমাপক, এ ছাড়া তার অন্য কোনো গুণাগুণ নেই। সুতরাং এক দেশের মুদ্রার সমস্ত এককের মূল্যমান ১০০% সমান। যেমনঃ ১০০ টাকার একটি নতুন নোটের যে মূল্য, ১০০ টাকার পুরানো একটি নোটেরও একই মূল্য, উভয়ের মূল্যমানে কোনো তফাত নেই। অন্যদিকে একই কোম্পানির একই মডেলের একটি নতুন গাড়ির মূল্য আর একটি পুরাতন গাড়ির মূল্য অনেক ব্যবধান।

গ. পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত সুনির্দিষ্ট পণ্যেরই বিপণন হয়, অন্যদিকে মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময় উদ্দেশ্য হয় না। যেমন কোনো ক্রেতা একটি গাড়ি কিনলে সে যে গাড়িটি কিনেছে তাকে বিক্রেতা সেই গাড়িটিই দিতে বাধ্য থাকে। তাকে একই কোম্পানির ও একই মডেলের হলেও অন্য গাড়ি নিতে বাধ্য করতে পারে না। অন্যদিকে ক্রেতা যদি একটি ১০০০ টাকার নোট দেখিয়ে এক হাজার টাকার কোনো পণ্য কেনে, ক্রেতা বিক্রেতাকে সে ১০০০ টাকার নোটটি যেমন দিতে পারে তেমনি ১০০ টাকার দশটি নোট বা ৫০ টাকার বিশটি নোটও দিতে পারে। বিক্রেতা একথা বলতে পারে না যে, আমাকে এক হাজার টাকার যে নোটটি দেখানো হয়েছিল তাই দিতে হবে। কারণ ১০০০ টাকার একটি নোট বা ১০০ টাকার দশটি, কিংবা ৫০ টাকার বিশটি নোটের মধ্যে মূল্যমানে কোনো তফাত নেই।

এসবই হলো মুদ্রা আর পণ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। কাজেই আমাদের ধরনায় বৈদেশিক মুদ্রার ফেস ভ্যালু পণ্যের মূল্যের মতো সকাল বিকাল ওঠা-নামা করলেও তাকে পণ্য ভাবা যায় না। কারণ তাকে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না, তার সমস্ত এককের মূল্যমান সব সময় ১০০% সমান, আর তার বিপণনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো নোট পণ্যের মতো উদ্দেশ্য হয় না। কাজেই তা পণ্য নয়, তা মুদ্রাই। এতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

দেশি মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় প্রসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'ফতোয়া ও মাসাইল' নামক গ্রন্থের বলা হয়ঃ বৈদেশিক মুদ্রা যেমনঃ ডলার, পাউন্ড, রিয়াল ইত্যাদি সরকার নির্ধারিত মূল্যের বেশি মূল্যে ক্রয়বিক্রয় করা জায়েজ কিনা এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। এ সম্বন্ধে হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী জাদীদ ফিকহী মাসাইল গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কোনো রাষ্ট্রে যে পরিমাণ টাকা মজুদ থাকে সেই পরিমাণের ভিত্তিতেই সে দেশীয় সরকার ভিন্ন দেশিয় মুদ্রা তথা ডলার, পাউন্ড, রিয়াল ইত্যাদির রেট

www.bjilibrary.com

নির্ধারণ করে থাকে। মৌলিকভাবে এই রেট নির্ধারণের মূল ভিত্তি হলো স্বর্ণ। রাষ্ট্রসমূহ স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মূল্যের ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশের মুদ্রার মূল্য স্থির করে থাকে। তাই স্বর্ণের মান সব দেশেই স্বীকৃত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার এক ডলারের দাম বাংলাদেশি মুদ্রায় আশি টাকা। এতে এ কথা বুঝা যায় যে, বাংলাদেশি আশি টাকায় যতটুকু স্বর্ণ পাওয়া যাবে আমেরিকায় এক ডলার দিয়েও তা পাওয়া যাবে। এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, ডলার এবং টাকা দ্বারা উদ্দেশ্য কাগজ নয়। বরং এর আইনগত ভ্যালু (Value) এবং মূল্যই হলো মূল উদ্দেশ্য। এমনিভাবে টাকা এবং ডলারের বিনিময় নিছক কাগজের বিনিময় নয় বরং এ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে যে স্বর্ণ পাওয়া যাবে এ বিনিময় মূলত ওই পরিমাণ স্বর্ণরেই বিনিময়। এরূপ বিনিময়কে শরিয়াহর পরিভাষায় বাই সারাফ বলা হয়। অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়। এরূপ বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করা জায়েজ নয়। কাজেই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করতে হলে সরকারি রেট অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয় করতে হবে। সরকারি রেট থেকে কমবেশি করে ক্রয়বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। যেমন সরকারি রেট অনুযায়ী এক ডলারের মূল্য আশি টাকা। এ অবস্থায় যদি তা খুচরা বাজারে বিরাশি টাকায় বিক্রয় করা হয় তবে এ ক্রয়বিক্রয় সুদে পরিণত হবে এবং তা হারাম হবে[৪]।

পক্ষান্তরে হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ ও হযরত জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলেন, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার জিন্‌স (জাত বা প্রকৃতি) হলো ভিন্ন ধরনের। সুতরাং মুখ্‌তালাফুল আজনাস (ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বা জাতের মুদ্রা) তথা বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়ে যেমনিভাবে কমবেশি (তফাদুল) করে ক্রয়বিক্রয় করা জায়েজ, এমনিভাবে টাকার বিনিময়ে ডলার বা পাউণ্ড বা রিয়াল ক্রয় করা হলে এ ক্ষেত্রেও কম বেশি করে ক্রয়বিক্রয় করা জায়েজ হবে। তবে বিনিময়কৃত মুদ্রা হস্তগত করে নেওয়া অপরিহার্য[৫]।

এ প্রসঙ্গে মিসরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোসাইন হোসাইন শাহ্‌হাতা এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সারাফ তথা মুদ্রার সাথে মুদ্রার বেচা-কেনা ইসলামী শরিয়াহর আলোকে একটি বৈধ ব্যবসা। কারণ মানুষের দৈনন্দিন দেশ বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে তার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক দিন পূর্ব থেকে এমনকি জাহেলি যুগ থেকেই মুদ্রার সাথে মুদ্রার বেচা-কেনা হয়ে আসছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন

---

৪ খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, জাদীদ ফিকহী মাসাইল, খণ্ড- ১।

৫ ফাতাওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১২৫-১২৬।

www.bjilibrary.com

কোম্পানি ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ব্যবসা করে থাকে। ইসলামী শরিয়াহর আলোকে এ ব্যবসার তথা সারফের হুকুম নিম্নরূপ:

মুদ্রা মজলিসে কব্জা করে নিতে হবে। অর্থাৎ এক মুদ্রার সাথে অন্য মুদ্রার বিনিময় একই বৈঠকে হাতে হাতে নগদ হতে হবে। অর্থাৎ বেচা-কেনার মজলিসে উভয় মুদ্রার বিনিময় হতে হবে। এর দলিল হলো রাসুল সা.-এর নিম্নোক্ত হাদিস। তোমরা স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে সমান সমান ব্যতীত করো না। একটি আর একটির চেয়ে বেশি নিও না। আর রূপার বিনিময় রূপার সাথে সমান সমান ব্যতীত করো না। একটি আর একটির চেয়ে বেশি নিও না এবং একটি বাকির বিপরীতে আর একটি নগদ নিও না[৬]। আর যদি মুদ্রার প্রকৃতি ভিন্ন হয় যেমন রূপার সাথে স্বর্ণের বিনিময় অথবা রিয়ালের সাথে দিনার ইত্যাদির বিনিময় করা হয়, তাহলে বেশকম করে কেনাবেচা করা বৈধ। তবে শর্ত হল লেনদেন একই মজলিসে হাতে হাতে নগদ হতে হবে। এর দলিল হলো মহানবি সা.-এর বাণী আর যদি এর (মুদ্রার) প্রকৃতি ভিন্ন হয় তাহলে তোমরা হাতে হাতে (নগদ) যেমন ইচ্ছা বেচা-কেনা করতে পারো। রাসুল সা. অপর এক হাদিসে বলেন, রূপার সাথে স্বর্ণের বেচা-কেনা হাতে হাতে যেমন ইচ্ছা করতে পার[৭]। অপর এক হাদিসে আছে মুদ্রার ক্রেতা-বিক্রেতাদ্বয় যদি কব্জা করার (নিজের দখলে নেওয়ার) আগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন বাই সারফ বাতিল হয়ে যাবে। বাই সারফকে এক ধরনের বেচা-কেনা গণ্য করা হয়। ব্যক্তি বা মানি চেঞ্জার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থের বেচা-কেনা হয়ে থাকে এবং এতে লাভ বা ক্ষতিও হয়ে থাকে, যা সাধারণত মুদ্রার মান বৃদ্ধি বা কমে যাওয়ার কারণে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমি ১০০টি কুয়েতি দিনার প্রতি দিনার দশ রিয়ালের বিনিময়ে কিনে নিলাম। অতঃপর দেখা গেল দিনারের দাম বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি দিনার ১২ রিয়াল হয়ে গেল। কাজেই এতে প্রতি দিনারের মূল্য ১০ থেকে ১২ রিয়ালে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রতি দিনারে ২ রিয়াল করে লাভ হলো। এটাই হলো মুদ্রার ব্যবসা। আলেম সমাজ এ ব্যবসা বৈধ বলে অভিমত দিয়েছেন[৮]।

---

[৬] বুখারি, হা: ২০৩১; মুসলিম, হা: ২১৬৪।

[৭] মুসলিম, হা: ১৫৮৭।

[৮] হোসাইন হোসাইন শাহ্হাতা تساؤلات فقهية معاصرة حول تحرير والاتجار في النقد والسوق الخفية سعر الصرف (ইন্টারনেট থেকে পাওয়া)।

www.bjilibrary.com

মুদ্রার বেচা-কেনা প্রসঙ্গে হাইয়্যাতু কিবারি ওলামাইল আযহার-এর সদস্য শায়খ আতিয়া সাকার বলেন,

ومن أنواع التجارة مبادلة النقود بعضها ببعض ، وتسمى بالصرف ومن يعملون فى هذا المجال يطلق عليهم اسم (الصيارفة) ومكان مزاولة النشاط يطلق عليه اسم البنك أو المصرف .

وصرف النقود بعضها ببعض يطلق عليه ما جاء فى الحديث المتفق عليه بين البخارى ومسلم عن أبى بكرة : نهى النبى صلعم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وامرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا) يعنى بدون التساوى أى بالتفاضل ، وكذلك حديث البخارى ومسلم عن أبى المنهال قال : سالت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير منى .. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلعم عن بيع الذهب بالوَرِق . بكسر الراء وهى الفضة . دَيناً ، يعنى لأجل وكذلك حديثهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ρ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غالباً بناجز) يعنى لا تبيعوا المؤجل بالحاضر ، ومعنى لا تشفوا (لا تفاضلوا بالزيادة) أو النقصان .

يؤخذ من هذه الأحاديث أن شرط صحة الصرف فى العملة المتماثلة . الذهب بالذهب والفضة بالفضة . التساوى والحلول أى عدم التأجيل ، أما عند اختلاف العملة . الذهب بالفضة . فلا يشترط التماثل والتساوى وإنما يشترط الحلول وعدم التأجيل .

www.bjilibrary.com

ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبُر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلف النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول .

وقد استبدل الناس الآن الذهب والفضة أوراقا مالية بعضها يعتبر سنداً على البنك وبعضها يعتبر قيمة مستقلة كالدولار والجنيه والفرنك ، فيجرى عليها حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها ، فيجوز صرف الدولار بالجنيه مع عدم التساوى بشرط الحلول وعدم التأجيل .

فصرف الأوراق المالية بعضها ببعض هو ما يطلق عليه الآن اسم التجارة فى العملة ، والبنوك تقوم بذلك والأفراد أيضا يقومون به .

وإذا كان هناك سعر رسمى صدر به قرار من ولى الأمر كان كالتسعير لكل سلعة ، والتسعير فيه وجهات نظر مختلفة لكن إذا كان عادلاً وروعيت فيه المصلحة العامة ينبغى الالتزام به ، كما ينبغى التزام والتسعير فى السلع الأخرى ، هذا وقد ثبت فى الصحيح أن النبى ρ قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) ، قال ابن عباس: (واحسب كل شئ بمنزلة الطعام) [رواه مسلم] (فضيلة الشيخ عطية صقر . هيئة كبار علماء الأزهر)

বেচা-কেনার এক প্রকার হলো এক মুদ্রার সাথে অপর মুদ্রার বিনিময়। এটাকে সারাফ বলা হয়, যারা এ ব্যবসা করে তাদেরকে সায়ারাফা বলা হয়। আর যে স্থানে এ কাজটি করা হয় সে স্থানকে ব্যাংক বা মাসরাফ বলা হয়।

এক মুদ্রার সাথে অপর মুদ্রার বিনিময় যেমন; আবু বাকারা থেকে বুখারি মুসলিমে মুত্তাফাক আলাইহি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সা. রূপার বিনিময়ে রূপা, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, সমান সমান না হলে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর আমাদের রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের

www.bjilibrary.com

বিনিময়ে রূপা যেমন ইচ্ছা বেচা-কেনা করতে আদেশ করেছেন। অর্থাৎ সমান সমান না করে বেশকম করে বেচা-কেনা করা যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তেমনিভাবে বুখারি ও মুসলিমে আবুল মিনহাল থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে তিনি বলেন আমি বারা ইবন আযেব ও যাইদ ইবন আরকামকে সারাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা প্রত্যেকে বলেছিলেন ইনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। তারা উভয়ে বলেছিলেন, রাসুল সা. রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বাকিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তেমনিভাবে তারা উভয়ে আবু সাঈদ খুদুরি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সা. বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতীত বিক্রয় করো না। একটি আর একটির চেয়ে বেশি নিও না (বেশ-কম করো না)। আর তার কোনো একটি নগদের বিনিময়ে অপরটি বাকিতে বিক্রয় করো না।

এসব হাদিস থেকে জানা যায় যে, একই জাতীয় মুদ্রার- যথা: স্বর্ণের সাথে স্বর্ণের, আর রূপার সাথে রূপার- বিনিময় পরস্পরের মধ্যে সহিহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো, সমান সমান এবং নগদ নগদ হতে হবে। আর যদি মুদ্রা সমজাতীয় না হয়, যেমন: স্বর্ণের সাথে রূপার বিনিময় করা হয়, তখন সমান সমান হওয়া জরুরি নয়। তবে বাকি বিনিময় করা যাবে না, নগদ বিনিময় হতে হবে।

ওবাদা ইবন সামেত থেকে মুসলিম শরিফে মারফু সনদে বর্ণিত এক হাদিস এ ব্যাপারটিকে আরো স্পষ্ট করে দেয়। তাতে আছে: স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, একই রূপে সমান সমান হাতে হাতে নগদ হতে হবে। আর যদি বিনিময়ের পণ্য ভিন্ন হয়, তখন বিনিময় নগদ হলে বেশকম করা যাবে।

বর্তমান যুগে লোকেরা স্বর্ণ ও রূপার পরিবর্তে কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে কিছু আছে যাকে ব্যাংকের জিম্মায় একটি সনদ হিসেবে গণ্য করা হয়, আর কিছুকে আলাদা মূল্য গণ্য করা হয়, যেমন ডলার, ফ্রাংক, গিনি ইত্যাদি। এসব মুদ্রার মূল্যমান বেশকম হওয়ার কারণে এসবের উপর স্বর্ণ ও রূপার হুকুম প্রবর্তিত হবে। সুতরাং ডলারের বিনিময় গিনির সাথে যদি নগদ নগদ হয় তাহলে বেশ কম করে করা যাবে।

www.bjilibrary.com

অতএব কাগজের এক মুদ্রার সাথে অপর মুদ্রার বিনিময়কেই বর্তমানে মুদ্রা ব্যবসা (মানি চেঞ্জ) বলতে হবে। ব্যাংক বর্তমানে এ ব্যবসা করে এবং কোনো কোনো ব্যক্তিও এ ব্যবসা করে।

যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে তার হুকুম হবে অন্যান্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মতো। পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের পরস্পর বিরোধী মতামত রয়েছে। তবে তা যদি সুবিচার ও ন্যায় সম্পন্ন হয় এবং জনকল্যাণের সার্থে করা হয়, তাহলে তা মেনে চলতে হবে। যেমন: অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মূল্য মেনে চলতে হয়। অধিকন্তু সহিহ্ হাদিসে বর্ণিত আছে মহানবি সা. বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করে সে যেন তা দখলে না নিয়ে বিক্রয় না করে। ইবন আব্বাস বলেন, আমার মনে হয় সব পণ্য খাদ্যদ্রব্যের মতোই (মুসলিম)[৯]।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ঋণপত্র বা (এলসি) খোলা

এলসি (L.C. [Letter of Credit]) হলো: আমদানিকারকের ব্যাংক তথা ইস্যুকারী ব্যাংকের পক্ষ থেকে রপ্তানিকারকের ব্যাংককে দেওয়া একধরণের শর্তযুক্ত প্রতিশ্রুতি। যদি রপ্তানিকারকের ব্যাংক নির্ধারিত ডকুমেন্ট উপস্থাপন করতে পারে তবে সে তাকে নির্ধারিত অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য আদায় ও পরিশোধের জন্য এলসি বা ঋণ পত্র খোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ ঋণপত্র বা এলসি খোলার ফলে রপ্তানি কারক তার পণ্যের মূল্য পাওয়ার গ্যারান্টি পায়। আর আমদানিকারক তার পণ্য পাওয়ার গ্যারান্টি পায়। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তখন এলসি খোলার কারণে গ্যারান্টার হয়ে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষের আস্থা বাড়ে, ঝুঁকি কমে। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাধারণত নিম্নোক্ত তিন পদ্ধতিতে আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়ে থাকে:

এক. আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পণ্যের সমস্ত মূল্য নগদ পরিশোধপূর্বক এলসি খোলা হয়।

---

[৯] ইন্টারনেট থেকে নেওয়া; মুসলিম, হা: ৩৯১৫।

www.bjilibrary.com

দুই. আমদানিকারক ও ব্যাংক কর্তৃক অংশীদারি ভিত্তিতে পণ্য আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়।

তিন. ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে সরবরাহ করার জন্য গ্রাহকের লাইসেন্স নিয়ে গ্রাহকের নামে (দেশের আইনী জটিলতার কারণে) নিজ উদ্যোগে এবং নিজস্ব অর্থে পণ্য আমদানির জন্য এলসি, খোলা হয়।

এই তিন পদ্ধতির আমদানি এলসির মধ্য হতে প্রথম দুই পদ্ধতির এলসি এবং রপ্তানি এলসি খোলার ক্ষেত্রে সেবা দানের জন্য ব্যাংকগুলো সেবা মূল্য বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারে। কারণ তা আসলে শ্রমের মূল্য গ্রহণ। যা আমাদের পূর্বে উল্লেখিত ইসলামী শরিয়াহর বিধান মতে বৈধ।

আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করলে সুদী ব্যাংকগুলো ঋণপত্রের শর্তানুযায়ী নিজ ফাণ্ড বা তহবিল হতে পণ্য মূল্য পরিশোধ করে দেয়, অতঃপর আমদানিকারকের কাছ থেকে সুদসহ সমস্ত প্রদেয় মূল্য আদায় করে নেয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ঋণপত্র খোলে না। কারণ উক্ত পদ্ধতিতে ঋণপত্র খোলা হলে সেবাদানের জন্য সেবামূল্য বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ হলেও আমদানিকারক মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করলে তখন ব্যাংক নিজ ফাণ্ড হতে পণ্যমূল্য পরিশোধ করে দিলে, ইসলামী শরিয়াহ মতে ব্যাংকের দেয় টাকা আমদানিকারকের পক্ষে ব্যাংকের ঋণ বলে পরিগণিত হয়। আর ঋণের উপর কোনো ধরনের লাভ নেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ, যা সম্পূর্ণ হারাম। কাজেই এ পদ্ধতিতে সুদ প্রবেশ করার কারণে ইসলামী ব্যাংক এ পদ্ধতি অনুকরণ করে না এবং এ পদ্ধতিতে এলসি খোলে না।

তবে ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলীর মতে আমদানিকারক পণ্যের সমস্ত মূল্য নগদ পরিশোধ করে এলসি খুললে তখন ব্যাংক কফিল বা গ্যারান্টার থাকে না, ব্যাংক হয়ে যায় উকিল। সুতরাং সার্ভিস চার্জের অতিরিক্ত ওকালতের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারে। এখানে তার অভিমত পেশ করা হলো:

ব্যাংক গ্যারান্টি প্রসঙ্গে ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলীর অভিমত

ব্যাংক গ্যারান্টি প্রসঙ্গে ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলী তার বিখ্যাত *আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* নামক গ্রন্থে বলেন,

www.bjilibrary.com

الاعتماد المستندي: الاعتماد المستندي يستعمل في تمويل التجارة الخارجية، وهو تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمناً لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد، متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع، والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

وحكم الاعتماد المستندي المغطى غطاء كلياً يكون المصرف فيه وكيلاً عن فاتح الاعتماد، وإن كان كفيلاً بالنسبة للمصدِّر الذي يعتبر مكفولاً له، وللمصرف أن يأخذ عمولة أو أجراً عن وكالته، لا عن كفالته.

أما في الاعتماد غير المغطى كلياً أو جزئياً، فالمصرف كفيل، وفاتح الاعتماد غير المغطى مكفول عنه، فإذا أخذ المصرف عمولة مقابل المبلغ المكفول به، لا مقابل العمل الذي يقوم به، فقد أخذ أجراً مقابل الكفالة ذاتها، وهو لا يجوز

অনুবাদ: ব্যাংক গ্যারান্টি (সাধারণত) বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি লিখিত একটি অঙ্গীকারপত্র, যা কোনো আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানিকারকের স্বার্থে কোনো ব্যাংক এলসি'র নামে প্রদান করে। এ অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য হিসেবে যে মূল্য প্রাপ্য হন, তা পাওয়ার জন্য রপ্তানিকারক রপ্তানির কাগজপত্র ও পণ্য জাহাজিকরণের প্রমাণপত্র ইত্যাদি এলসি'র শর্তানুযায়ী ব্যাংকে দাখিল করলে তখন আমদানিকারকের পক্ষ হতে ব্যাংক পণ্য মূল্য তাকে আদায় করে দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পণ্যের সমস্ত মূল্য নগদ পরিশোধ পূর্বক 'এলসি' খুললে, তখন তার হুকুম হলো: এমতাবস্থায় ব্যাংক এলসি কারকের পক্ষ হতে উকিল হয়ে যায়, অন্য দিকে যে পণ্যরপ্তানিকারক (অর্থাৎ মাকফুল লাহু) তার জন্য ব্যাংক কাফিল বা গ্যারান্টার হিসেবে থাকে। সুতরাং ব্যাংক তার ওকালতির জন্য পারিশ্রমিক বা শ্রম মূল্য নিতে পারে। তবে গ্যারান্টার হওয়ার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নিতে পারে না।

www.bjilibrary.com

আর যদি আমদানিকারক আমদানি পণ্যের আংশিক বা আদৌ কোনো মূল্য পরিশোধ না করে এলসি খোলে, তখন ব্যাংক হয় কাফিল বা গ্যারান্টার। আর এলসি কারক হন মাকফুল আনহু। এমতাবস্থায় ব্যাংক তার সার্ভিসের জন্য নয় বরং গ্যারান্টার হওয়ার জন্য পারিশ্রমিক নিলে তা হবে স্বয়ং কফালতের বিনিময়, যা বৈধ নয়[১০]।

ইসলামী ব্যাংক সাধারণত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিজেই আমদানিকারকের লাইসেন্স নিয়ে আমদানিকারকের অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিকারক হয়ে যায়। আমদানিকারক হিসেবে পণ্য আমদানি করে তা ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত বাই মুরাবাহা বা বাই মুসাওয়ামা পদ্ধতিতে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে অর্থ আয় করে। যা ইসলামী শরিয়াহর বিধানানুযায়ী সম্পূর্ণ বৈধ।

আর রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক নিজেই রপ্তানিকারক হয়, অতঃপর বিক্রেতাদের কাছ থেকে বাই সালাম বা বাই ইসতিসনা'র ভিত্তিতে পণ্য ক্রয় করে তা রপ্তানি করে অর্থ উপার্জন করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের আমদানিকারক রপ্তানিকারক হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের আইনী বাধা থাকার কারণে ব্যাংককে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের নামে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করতে হয়। ব্যাংক নিজের নামে পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরক হতে পারে না। ফলে শরিয়াহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণেই ক্ষেত্র বিশেষে কিছু সুদও কখনও কখনও এসে যায়, এরূপ ক্ষেত্রে সুদের টাকাগুলো ব্যাংকের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত না করে ইসলামী ব্যাংকগুলো তা ব্যাংক ফাউন্ডেশনে পাঠিয়ে দেয়। যা পরবর্তিকালে সোয়াবের আশা না করে মানব সেবার কাজে ব্যয় করা হয়। কারণ কোনো কারণে কারো কাছে হারাম অর্থ এসে গেলে তা সোয়াবের আশা না করে ছাদকাহ করে দেওয়াই হলো ইসলামী শরিয়াহর বিধান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ মুদ্রাবাজার দলিল

বর্তমানে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশগুলোতে মুদ্রা বাজারে বিভিন্ন দলিলের বেচা-কেনা হয়। এসব দলিলের মধ্যে ট্রেজারি বিল, হস্তান্তর যোগ্য সার্টিফিকেট, বাণিজ্যিকপত্র, ব্যাংকারের গ্রহণযোগ্যতাপত্র, ইত্যাদি বেশ পরিচিত। এসব দলিল লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের হার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

---

[১০] ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৩৫।

www.bjilibrary.com

একারণেই ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব সুদভিত্তিক মুদ্রাবাজার দলিলের বিকল্প হিসেবে কিছু ইসলামী দলিল উদ্ভাবন করেছে, যা সম্পূর্ণভাবে সুদ মুক্ত। যেমন: মুদারাবা বন্ড, মুদারাবা সার্টিফিকেট, মুশারাকা সার্টিফিকেট, ইত্যাদি যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এসব ইসলামী আর্থিক দলিলসমূহ প্রকৃত সম্পদের বিপরীতে ইস্যু করা হয়। ফলে এর বেচা-কেনাও প্রকৃত সম্পদের বেচা-কেনা হিসেবে গণ্য হয়। যার কারণে মূল্যমান ওঠানামা করলে তাকে প্রকৃত সম্পদের মূল্যমান ওঠানামা বলে মনে করা হয়। সুতরাং এসব আর্থিক দলিল লাভ-লোকসান করে বেচা-কেনা করা ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ। কাজেই এসব দলিল বেচা-কেনা করে ইসলামী ব্যাংকগুলো যে সব অর্থ আয় করে তা ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ আয়। এসব দলিলের বেচা-কেনা প্রকৃত সম্পদের বেচা-কেনা হওয়ার কারণে আর্থিক বাজারে স্থিতিশীলতা অর্জন ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সহজতর হয়[১১]।

আর্থিক দলিলকে আরবি ভাষায় চেক বলা হয়। চেকের বেচা কেনা প্রসঙ্গে ইমাম নববী সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, চেকাক শব্দটি চেক শব্দের বহু বচন। চেক হলো কোনো ঋণের বিপরীতে লেখা কাগজের একটি দলিল। চেক-এর বহু বচন হিসেবে সুকুক শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। এখানে চেক বলতে বুঝানো হয়েছে রাষ্ট্রনায়কের পক্ষ হতে ভাতা প্রাপকের জন্য লেখা একটি কাগজ, যাতে ভাতা পাওয়ার কথা তা হস্তগত করার পূর্বে (সরকারি) লোকেরা লিখে দেয়। আলেম সমাজ (বেচা-কেনা বৈধ কিনা?) সে ব্যাপারে মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। আমাদের মাযহাবের (শাফেয়ি মাযহাবের) এবং অন্যদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো: এর বেচা-কেনা বৈধ। দ্বিতীয় অভিমতটি হলো: এর বেচা-কেনা বৈধ নয়। ইমাম নববী অতঃপর উভয় দলের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

মিসরের জামে আযহারের বিখ্যাত আলেম শায়খ আতিয়া ব্রাকার ইমাম নববীর উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃতি করার পর বলেন, সম্পদের বিপরীতে প্রদেয় দলিলসমূহ আসলে চেক, মুদ্রা বাজার এবং স্টক এক্সেঞ্জে এর বেচা-কেনা হয়। এসব দলিল-পত্র মূল্যবান, যা মুদ্রা তথা স্বর্ণ ও রূপার স্থান দখল করে আছে। এসব দলিল যদি সাথে সাথে দখলে নেওয়া হয় তা হলে তার বেচা-কেনা বৈধ। আর যদি সাথে সাথে

---

[১১] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব্ বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ১১৫-১১৬।

www.bjilibrary.com

দখলে নেওয়া না হয়, তা হলে সে ব্যাপারে উপর্যুক্ত দ্বিতীয় অভিমতটি (অর্থাৎ অবৈধ হওয়াটাই) প্রযোজ্য[১২]।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ মার্চেন্ট ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের আর একটি উৎস হলো মার্চেন্ট ব্যাংকিং। মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো:

ক. গ্রাহকদের জন্য ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা

খ. পুঁজি বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করা

গ. অবলেখন (Under Writing) দেওয়া

ব্যাংকগুলো তাদের সাধারণ কাজের বাইরে মার্চেন্ট ব্যাংকিংএ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আয় বাড়ায় এবং ব্যাংকের তারল্য বৃদ্ধি করে। মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর উপরিউক্ত কাজগুলো সম্পর্কে আধুনিক যুগের ফকিহদের অভিমত নিম্নরূপ:

ক. ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা: ক্রেডিট কার্ড ইস্যু হলো আসলে যার নামে তা ইস্যু করা হয়েছে ব্যাংকের পক্ষ্য হতে তাকে দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের একটি সনদ। গ্রাহক এ সনদ ব্যবহার করে বিভিন্ন দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারে, রেল বিমান ইত্যাদির টিকেট ক্রয় করতে পারে। হোটেল-মটেল ইত্যাদির ভাড়া পরিশোধ করতে পারে। এমন কি ইচ্ছা হলে খরচের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাও তুলতে পারে। ক্রেডিট কার্ড বহনকারীর কাছ থেকে দোকানদার তার পণ্যের মূল্য, রেল বিমান এবং হোটেলের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাদের ভাড়া, ক্রেডিট কার্ডে দেওয়া কোড নম্বর ইত্যাদি ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে আদায় করে নেয়। ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক অতঃপর কার্ড ব্যবহারকারী গ্রাহকের কাছ থেকে সে পণ্য মূল্য এবং ভাড়া আদায় করে নেয়। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ব্যাংকের ঋণ আদায় করলে ব্যাংক কোনো সুদ আদায় করে না। আর যদি নির্দিষ্ট তারিখের পর আদায় করে তাহলে সুদসহ সমস্ত টাকা আদায় করে নেয়। যেহেতু ব্যাংকগুলো ক্রেডিট কার্ড ধারণকারীর কাছ থেকে তাদের ঋণের টাকার উপর অতিরিক্ত কিছু নেয় কাজেই তা নিরেট সুদ বলে পরিগণিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের জানা মতে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের জন্য কোনো ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে না। কারণ ইসলামী ব্যাংক আসলে

---

[১২] ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।

www.bjilibrary.com

ঋণ দেয় না, সুদে পুঁজি বিনিয়োগ করে না। কাজেই উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো কোনো ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করতে পারে না।

ক্রেডিট কার্ডের বিকল্প কার্ড ইস্যু করার প্রস্তাবনা: আমাদের ধারণায় ইসলামী ব্যাংকও গ্রাহকদের জন্য ক্রেডিট কার্ডের বিকল্প কার্ড ইস্যু করতে পারে। তবে সেটার নাম ক্রেডিট কার্ড না হয়ে 'ওকালা কার্ড' হতে পারে। কারণ আমাদের মতে এই কার্ডটি হবে আসলে একটি ওকালত নামা। এ কার্ড যার কাছে তার বাহক নিয়ে যাবে সে ব্যাংকের উকিল বা প্রতিনিধি বলে পরিগণিত হবে। কার্ডে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকতে পারে। কাজেই যখন কোনো গ্রাহক এ কার্ড কোনো দোকানদারের কাছে নিয়ে যাবে তখন সে দোকানদার ব্যাংকের উকিল বা প্রতিনিধি হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় দোকানদার দ্বৈত সত্তার অধিকারী হবে। এক দিকে ব্যাংকের প্রতিনিধি, আবার অন্য দিকে দোকানের মালিক বা কর্মচারী। তার দ্বিতীয় সত্তা ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে, তার প্রথম সত্তা দোকানদারের কাছ থেকে পণ্যটি ক্রয় করবে এবং তা বুঝে নিজের কব্জা ও মালিকানার অধীন নিয়ে আসবে। অতঃপর ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকের পণ্য গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করবে।

উল্লেখ্য এ কার্ড ইস্যু করার সময় ব্যাংকের সাথে কার্ড বাহকের; এ কার্ড ব্যবহার করলে, ব্যাংক 'বাই মুরাবাহা' অনুযায়ী কত পার্সেন্ট লাভ নিবে তা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হতে হবে। কার্ডে ব্যাপারটি লেখা থাকলে পণ্য বিক্রেতা যে মূল্য ক্রেতার কাছ থেকে কার্ড ব্যবহার করে গ্রহণ করছে, তা হবে বিক্রেতার ব্যাংকের কাছে পণ্যের বিক্রিত মূল্য। যার উপর নির্ধারিত হারে লাভ যোগ করে পরে মুরাবাহার নিয়মানুসারে ব্যাংক কার্ড গ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করবে।

আমরা মনে করি, মালেকি মাযহাব মতে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ওকালা কার্ড ইস্যু করার অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এটা ইসলামী শরিয়াহর আলোকে অবৈধ হবে না। কারণ ইমাম মালেকের মতে ক্রয় প্রতিনিধি নিজ থেকে নিজের জন্য পণ্য ক্রয় করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আলীশ, মিনহুল জালীল শারহু মুখতাছারি খালীলে বলেন, قَالَ أَبُو الْحَسَنِ انْظُرْ أَجَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ আবুল হাসান বলেন, দেখুন তাকে নিজের জন্য নিজ থেকে ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন[১৩]।

---

[১৩] মুহাম্মদ আলীশ, মিনহুল জালীল শারহু মুখতাছারি খালীল, খণ্ড- ১৭, পৃষ্ঠা- ১৭৬।

www.bjilibrary.com

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ্দাসুকী বলেন,

فَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ تَنَاهِي الرَّغَبَاتِ أَوْ أَذِنَهُ الْمُوَكِّلُ فِي شِرَائِهِ لِنَفْسِهِ جَازَ شِرَاؤُهُ حِينَئِذٍ

যদি ওয়াকিল (প্রতিনিধি) পণ্যের প্রতি (ক্রেতার) আগ্রহ কমে যাওয়ার পর, কিংবা মুয়াক্কিল তাকে অনুমতি দেওয়ার পর পণ্যটি নিজের জন্য ক্রয় করে, তখন তার নিজের জন্য ক্রয়করণ বৈধ হবে[১৪]।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ সাবিক বলেন,

قال مالك للوكيل ان يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن، وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد في اظهر روايتيه لايصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه لان الانسان حريص بطبعه علي ان يشتري نفسه رخيصا ، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضاد

ইমাম মালেক বলেন, প্রতিনিধি কিছু মূল্য বেশি ধার্য করে নিজ থেকে নিজের জন্য পণ্য কিনতে পারে। আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ তার দুই বক্তব্যের প্রসিদ্ধ বক্তব্য মতে বলেন, প্রতিনিধির জন্য নিজ থেকে নিজের জন্য পণ্য ক্রয় করা বৈধ নয়। কারণ মানুষ স্বভাবতই লোভী, সে চায় তার নিজের জন্য সস্তায় পণ্য ক্রয় করতে। আর প্রতিনিধি নিযুক্তকারীর উদ্দেশ্য হলো, যথা সম্ভব মূল্য বেশি পাওয়া, কাজেই এতদুভয় উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী[১৫]।

এখানে তিন ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ও ইমাম আহমদের অবৈধ বলার কারণ বলা হয়েছে যে, সে যখন নিজ থেকে নিজের জন্য কিনবে তখন কম মূল্যে ক্রয় করতে চাইবে এমন সম্ভাবনা থাকে, অথচ প্রতিনিধি নিযুক্তকারীর উদ্দেশ্য হলো বেশি মূল্য পাওয়া। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এরূপ কোনো সম্ভাবনা

---

[১৪] মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ্দসুকী, হাশিয়াতুত দাসূকী আলা শারহিল কাবীর, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা- ১৩৪।

[১৫] সৈয়দ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২৩৬-২৩৭।

www.bjilibrary.com

থাকতে পারে না। কারণ দোকানদার পণ্যটি নিজের জন্য নিজ থেকে কিনছে না। সে ব্যাংকের জন্য পণ্যটি নিজ থেকে ক্রয় করছে। আবার ব্যাংকের হয়ে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করছে। সুতরাং এখানে সেরূপ কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। সুতরাং তাদের ব্যক্তকৃত কারণ অনুযায়ীও এভাবে ওকালা কার্ড ইস্যু করে পণ্য বিক্রয় করা হলে তা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা নয়।

যেহেতু ইমাম মালেকের এ বক্তব্য মতে একই ব্যক্তি পণ্যের বিক্রেতা ও ক্রেতা হতে পারে। সেহেতু পণ্যের প্রকৃত মালিক আসলে দোকানদার হলেও তিনি ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে তার নিজের কাছ থেকে ব্যাংকের হয়ে পণ্যটি ক্রয় করতে পারেন। তিনি ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে তার নিজের কাছ থেকে পণ্যটি কব্জা করে (দখলে নিয়ে) ব্যাংকের মালিকানায়ও নিয়ে যেতে পারেন। অতঃপর ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্যটি গ্রাহকের কাছে বিক্রয়ও করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ তার দ্বিতীয় সত্তা খ. (ব্যাংক) তার প্রথম সত্তা ক. (দোকানদার) এর কাছ থেকে পণ্যটা পাঁচশত টাকার বিনিময়ে ক্রয় করল এবং তা কব্জা করে মালিকানায় নিয়ে গেল। অতঃপর তার দ্বিতীয় সত্তা ক. তৃতীয় ব্যক্তি (কার্ড বাহক) এর কাছে (তাদের নির্ধারিত মূল্যের উপর পূর্ব নির্ধারিত হারে লাভ যোগ করে) যথা: পাঁচশ পঞ্চাশ টাকায় পণ্যটি বিক্রয় করল। এ বেচা-কেনায় আমাদের ধারণায় মালেকি মায্হাবের উপর্যুক্ত বক্তব্য মতে দোষের কিছু নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে ব্যাংককে পণ্যের প্রথমে ক্রেতা বানিয়ে অতঃপর ব্যংকের পক্ষ হতে পণ্যটি বিক্রয় করার জন্য পণ্যটি ব্যাংকের মালিকানায় এবং দখলে নিয়ে যাওয়া অতি জরুরি। তা না হলে ব্যাংক ইসলামী শরিয়াহ মতে পণ্যটি বিক্রয় করতে পারে না। আমাদের পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, পণ্যটি ব্যাংকের প্রতিনিধির মালিকানা ও দখলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্যটি ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে তার দখলে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের দায়ভারও ব্যাংকেরই থাকবে। সুতরাং সে সময় তা নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাংকের পণ্যই লোকসান হবে। অতএব এ বেচা-কেনা ইমাম মালেকের মতে বৈধ বলেই আমরা মনে করতে পারি।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, আমরা বাই মুরাবাহা'র ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে (ক্রয় প্রতিনিধিকে) ক্রেতা ও বিক্রেতা বানানো বৈধ মনে করি না। কারণ একেই ব্যক্তিকে বাই মুরাবাহা'য় ক্রেতা ও বিক্রেতা বানানো হলে গোটা কারবারটি সুদী কারবারের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। কারণ বাহ্যত তা কাউকে ঋণ দিয়ে সে ঋণের উপর

www.bjilibrary.com

অতিরিক্ত কিছু নেওয়ার মত হয়। আমরা বাই মুরাবাহার ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে (ক্রয় প্রতিনিধি-কে) ক্রেতা ও বিক্রেতা বানানো অবৈধ মনে করলেও এক্ষত্রে একই ব্যক্তিকে (দোকানদারকে) ক্রেতা-বিক্রেতা বানানো অবৈধ মনে করি না। কারণ, এক্ষেত্রে দোকানদার একজন তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি আসল ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী বৈ অন্য কিছু নয়। তিনি এই বেচা-কেনাকে শরিয়াহসম্মত করার জন্য ব্যাংক ও প্রকৃত ক্রেতার মধ্যে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কেবল মধ্যস্থতা করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এটা আমাদের একটি প্রস্তাবনা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। এ প্রস্তাবনা এদেশের শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ আলেম সমাজ ও ব্যাংকারগণ গভীরভাবে ভেবে দেখতে পারেন। আমি এ দেশের সচেতন আলেম সমাজ ও ব্যাংকারদের এ বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য আবেদন জানাই। এ বিষয়টি নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা হতে পারে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন একই ব্যক্তিকে ক্রেতা বিক্রেতা বানাবার অনুমোদন দিয়েছেন ইমাম মালেক, আমরা মালেকি মাযহাবের অনুসারী নই, কাজেই তা গ্রহণ করা যায় না। আমি এধরনের কথার জবাবে বলতে চাই ব্যাংকটি একটি ইসলামী ব্যাংক, এটা কোনো মাযহাব বিশেষের অনুসারীদের ব্যাংক নয়। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য এ ব্যাংক। কাজেই এ ব্যাংককে বিশেষ মাযহাবের ব্যাংক বানাবার চেষ্টা কি যুক্তিসঙ্গত? তাছাড়া বাকি তিন ইমাম যে যুক্তি বলে একই ব্যক্তিকে ক্রেতা বিক্রেতা বানাবার অনুমোদন দেননি, তাদের সে যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের কথা মতেও একই ব্যক্তিকে ক্রেতা বিক্রেতা বানানো যাবে বলেই আমাদের ধারণা।

খ. পুঁজি বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করা: পুঁজি বাজারে মূলধন বিনিয়োগ বলতে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের পুঁজি বৃদ্ধির জন্য তাদের সম্পদের কিছু অংশ অনেকগুলো এককে বিভক্ত করে তা আইপিও (IPO) পদ্ধতিতে পুঁজি বাজারে ছেড়ে দেয়। এসব অংশকে শেয়ার বলা হয়। এসব শেয়ার বেচা-কেনা সাধারণত ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যাংক ব্রোকার হাউজের কাজ করার জন্য এস ই সি'র (SEC) অনুমোদন নিয়ে DSE/CSE এর মেম্বারশিপ কিনে নেয়। এসব ব্যাংক ব্রোকার হাউজের ন্যায় গ্রাহকের পক্ষে শেয়ার বেচা-কেনা করে। এতে ব্যাংকের ব্রোকার হাউজ কমিশন আয় করে। অনেক সময় অবিক্রিত শেয়ারগুলো ব্যাংক নিজেই কিনে রাখে। অবিক্রিত শেয়ার কিনে রেখে পরে আবার তা

www.bjilibrary.com

ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক যে অর্থ বিনিয়োগ করে তাকে পুঁজি বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করা বলা হয়।

গ্রাহকগণ শেয়ার বাজার থেকে এসব শেয়ার ক্রয় করে ওই কোম্পানিরই একটি অংশ বিশেষের মালিক হয়ে থাকেন। মালিকানা হস্তান্তরের এ কাজটি বর্তমান যুগে সারা বিশ্বে দলিল-দস্তাবিজ হস্তান্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এসব দলিল-দস্তাবিজকে শেয়ার সার্টিফিকেট বলা হয়।

ইসলামী ব্যংক বিভিন্ন কোম্পানির এসব শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করতে পারে কিনা? তা ক্রয়বিক্রয় করে হালালভাবে অর্থ আয় করতে পারে কিনা? তা জানার জন্য শেয়ারের প্রকৃতি, প্রকার, ইত্যাদি সম্পর্কে জানা আবশ্যক। আমাদের জানা মতে ইসলামের আলোকে শেয়ার আসলে দু'প্রকারের।

এক. এমন সব কোম্পানির শেয়ার যেগুলো মূলত হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য করে। যেমনঃ সুদী ব্যাংক, নাইট ক্লাব, মাদক দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা, ইত্যাদির শেয়ার। ইসলামী শরিয়াহ মতে এসব দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ নয়। কাজেই এসব কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা করাও বৈধ নয়। কারণ পবিত্র হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো পণ্য হারাম ঘোষণা করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করে দেন[১৬]। তাছাড়া এসব কোম্পানি শেয়ার বিক্রয় করা মানে তাদের শরিয়াহ বিরোধী হারাম কাজে সহযোগিতা করা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ তোমরা একে অপরকে মন্দ ও পাপাচারের কাজে সহযোগিতা করো না[১৭]।

দুই. এমন সব কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, যারা হালালভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং হালাল পণ্য উৎপাদন করে। এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা করা কিছু শর্ত সাপেক্ষে আধুনিক মুসলিম ফকিহদের মতে বৈধ। যথাঃ

১. কোম্পানি হালাল পণ্যের ব্যবসা হালালভাবে করে বলে জনগণের কাছে পরিচিত হতে হবে।

২. কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের লেনদেন প্রতারণা, ধোকা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ইত্যাদি শরিয়াহ বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হতে হবে।

---

[১৬] আহমদ, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ২৯৩, হাঃ ২৬৭৮; শোয়াইব আরনূত হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

[১৭] সূরা আল মায়েদা, ৫ঃ ২।

www.bjilibrary.com

৩. কোম্পানি তার পুঁজি শরিয়াহ সম্মত কাজে বিনিয়োগ করে যথা: কোনো হালাল পণ্য উৎপাদনে, জমির ব্যবসা-বাণিজ্যে, বাড়িঘর বা ফ্ল্যাট বাড়ির ব্যবসায়, বা মৎস খামার, পল্ট্রি খামার ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে, তেমন হতে হবে[১৮]।

এ উপমহাদেশের ফকিহদের মতে চারটি শর্ত সাপেক্ষে পুঁজি বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করা এবং তা থেকে অর্থ আয় করা বৈধ। শর্তগুলো হলো:

১. যে সব কোম্পানি শেয়ার লেনদেন করা হবে তাদের ব্যবসা সম্পূর্ণ হালাল হতে হবে। তাদের ব্যবসায় ধোঁকা প্রতারণা থাকলে বা অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করলে তাদের শেয়ার বেচা-কেনা করা যাবে না।

২. কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পদ থাকতে হবে। যার পরিমাণ অধিকাংশ আলেমের মতে কমপক্ষে ৫১% হতে হবে। সুতরাং সমস্ত সম্পদ নগদ টাকায় হলে সে কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা করা যাবে না। কারণ তখন শেয়ারগুলো হবে মূলত টাকার বিপরীতে কোনো সম্পদের বিপরীতে নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় লাভ নিয়ে তার ক্রয়বিক্রয় করা হবে নগদ টাকার বিনিময়ে বেশি দামে নগদ টাকার ক্রয় বিক্রয়; যা সম্পূর্ণ সুদ বলে পরিগণিত।

৩. কোম্পানি সুদী কারবারে কিংবা অবৈধ কারবারে জড়িত হলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

৪. লভ্যাংশ বণ্টনের সময় এতে সুদী টাকা থাকলে তা হিসাব করে বের করে সোয়াবের আশা না করে বিতরণ বা ছাদকাহ করে দিতে হবে[১৯]।

শেয়ার বাজারে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ ও সন্দেহ নিরসন

শেয়ার বাজারে পুঁজি বিনিয়োগ বা শেয়ার বেচা-কেনা করার ব্যাপারে সাধারণত কিছু মানুষ দুটি প্রশ্ন করে থাকেন। প্রশ্ন দুটি হলো:

---

[১৮] আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আত্তাইয়্যার, আল বুনূক আল ইসলামীয়্যাহ, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৩৫।

[১৯] ফাতওয়া ও মাসাইল, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৭৬; জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, পৃষ্ঠা- ১৯৭-২০০

www.bjilibrary.com

এক. সাধারণত যে সব কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা করা হয় ক্রেতা বিক্রেতা কেউ সে সব কোম্পানির মালিকানাধীন পুরা সম্পদ সম্পর্কে অবগত থাকেন না। ফলে এসব কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনায় পণ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে যায়। যা এক প্রকারের প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়। আর ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায়, এ কথা সত্য যে, শেয়ার বেচা কেনার ক্ষেত্রে এক ধরনের অজ্ঞতা থাকে। তবে সব ধরনের অজ্ঞতার কারণে শরিয়াহ মতে পণ্যের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ ও হারাম হয় না। কিছু কিছু অজ্ঞতা শরিয়াহ মতে পরিত্যাজ্য, কাজেই শেয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রে যে অজ্ঞতাও পরিত্যাজ্য। কারণ তার কারণে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয় না।

যে সব অজ্ঞতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ হয় না, তা হলো এমন অজ্ঞতা যার কারণে বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়নই অসম্ভব হয়ে পড়ে, যথা: এক পাল ছাগলের মধ্য হতে নির্ধারণ না করে যদি একটি ছাগল বিক্রয় করা হয়; তা হলে সে বেচা কেনা শুদ্ধ হয় না। কারণ ছাগলের পালের মধ্যে বিভিন্ন মূল্যমানের ছাগল থেকে থাকে। কোনোটার মূল্য কম আবার কোনোটার মূল্য তার দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেশি। এমতাবস্থায় ক্রেতা চাইবে বেশি মূল্যবান ছাগলটি নিতে, আর বিক্রেতা চাইবে কম মূল্যের ছাগলটি দিতে। ফলে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়বে, সুতরাং এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ হতে পারে না।

অন্য দিকে কিছু কিছু পণ্যের মধ্যে এমন কিছু অজ্ঞতা থাকে যা কিছুতেই রোধ করা যায় না। যেমন কেউ কোনো বাড়ি কিনলে বাড়ির কোন পিলারের ভিতরে কী পরিমাণের লোহা আছে, দেওয়ালের অভ্যন্তরে কী মানের ইট আছে, পিলার মাটির কত গভীরে স্থাপন করা হয়েছে তা জানা সম্ভব হয় না। কাজেই এ ধরনের অজ্ঞতা ইসলামী শরিয়াহ পরিত্যাজ্য বা অগ্রহণযোগ্য মনে করে। অতএব এ ধরনের অজ্ঞতা থাকলেও বেচা-কেনা বৈধ ঘোষণা করে।

এতদ্ব্যতীত শেয়ার বেচা-কেনার প্রয়োজনীয়তার কথা অনস্বীকার্য। কাজেই সাধারণ কিছু অজ্ঞতা থাকে বলে শেয়ারের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হবে, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইসলামী শরিয়াহ প্রদত্ত হয়েছে মানুষের লেনদেন মুআমেলা ইত্যাদিকে সুশৃঙ্খল করার জন্য, ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত করার জন্য নয়।

www.bjilibrary.com

দুই. দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, লক্ষ্য করা যায় যে, প্রায় কোম্পানির সমুদয় সম্পদ বা পুঁজি হয় নগদ অর্থ। এমতাবস্থায় সে অর্থ যদি অর্থের বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয় করা হয় তাহলে তা হয় নিরেট সুদী কারবার। এ প্রশ্নের জবাব আমরা দু'ভাবে দিতে চাই।

ক. প্রথমত এ কথা পুরোপুরি সত্য নয় যে, সকল কোম্পানির সকল মূলধন নগদ অর্থ। কোম্পানির ইন্ডাস্ট্রি বা কারখানা, কারখানারজমি, পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য, এসবই হলো সম্পদ, অর্থ নয়। আর সম্পদের বেচা-কেনা অর্থের বিনিময়ে কিছুতেই সুদী কারবার নয়। হ্যাঁ একথা সত্য যে, কোম্পানির কিছু নগদ অর্থও প্রায় সবসময় কোম্পানীর হাতে থাকে। মূল সম্পদের সাথে কিছু নগদ অর্থ থাকলে তার বেচা-কেনা সুদী বেচা-কেনায় পরিণত হয় না। তার প্রমাণ ইবন ওমর কর্তৃক রাসুল সা. হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি। সে হাদিসে রাসুল সা. বলেন, مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ. যে ব্যক্তি কোনো গোলাম বিক্রয় করল যদি তার কোনো সম্পদ থাকে তবে তার সে সম্পদ বিক্রেতা পাবে। তবে ক্রেতা নিজে পাওয়ার শর্ত করলে তখন সে পাবে[২০]। ইমাম মালেক এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের কাছে সর্বসম্মত অভিমত হলো, যদি ক্রেতা নিজে পাওয়ার শর্তারোপ করে তখন সে তা পাবে, তা নগদ অর্থ হিসেবে থাক, বা কারো কাছে ঋণ হিসেবে থাকে, কিংবা জায়গা জমি হিসেবে থাক, জানা থাক বা অজানা থাক[২১]।

গোলামের সাথে গোলামের অর্থ কেনা হলে নিঃসন্দেহে তাতে অর্থের বিনিময়ে অর্থও কেনা হয়, এতদ্সত্ত্বেও হাদিসের বক্তব্য মতে তা বৈধ। কেন না এ বেচা-কেনায় অর্থের বিনিময়ে অর্থ বিক্রয় উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থের বিনিময়ে অর্থের বিক্রয়টা হয় গোলামের অনুগামী হিসেবে, মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়।

অতএব কোনো কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনার ক্ষেত্রে কোম্পানির কিছু নগদ অর্থ থাকলে তা নাজায়েজ হতে পারে না। কারণ এ বেচা-কেনার ক্ষেত্রেও অর্থের বিনিময়ে অর্থ বিক্রয় উদ্দেশ্য হয় না, বরং অর্থের বিনিময়ে অর্থের বিক্রয়টা হয়ে থাকে কোম্পানির অন্য সম্পদের অনুগামী হিসেবে।

---

[২০] বুখারি, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১০৩; মুসলিম, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ১৭।

[২১] ইমাম মালেক, মুআত্তা, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৮৮৩।

www.bjilibrary.com

খ. দ্বিতীয় উত্তর হলো, আমরা ইতোমধ্যে বলেছি যে, যেকোনো কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হল, সে কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পদ থাকতে হবে, যার পরিমাণ অধিকাংশ আলেমের মতে কমপক্ষে ৫১%, আর যদি তার কম হয় তা হলে সে কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা বৈধ হবে না। সুতরাং যে সব কোম্পানির সমস্ত সম্পদ নগদ অর্থ হিসেবে থাকে সে সব কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা করা যাবে না। কারণ তখন শেয়ারগুলো হবে মূলত টাকার বিপরীতে; কোনো সম্পদের বিপরীতে নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় লাভ নিয়ে তার ক্রয়বিক্রয় করা হবে টাকার বিনিময়ে বেশি দামে টাকার ক্রয় বিক্রয়; যা সম্পূর্ণ সুদ বলে পরিগণিত[২২]।

আমাদের এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে পাঠকসমাজ বুঝে গেছেন যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত কোম্পানিগুলোর শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে জন্য পুঁজি বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থ আয় করতে পারে। এতে ইসলামী শরিয়াহর কোনো আপত্তি নেই।

ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের বেচা-কেনা প্রসঙ্গে সন্দেহ নিরসন

কেউ মনে করতে পারেন যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ারের বেচা-কেনা বৈধ হতে পারে না। কারণ ইসলামী ব্যাংকগুলোও অন্যান্য ব্যাংকের মতো নগদ অর্থ নিয়ে কারবার করে। কাজেই ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিটি শেয়ার মূলত কিছু নগদ অর্থের বিপরীতে ইস্যুকৃত কিছু শেয়ার। সুতরাং তার বেচা-কেনা হবে আসলে অর্থের বিনিময়ে বেশি দামে অর্থের বেচা-কেনা। যেমন বলা যায় একশত টাকার একটি শেয়ার যদি পাঁচশত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়, তা হলে তা হবে আসলে একশত টাকার বিনিময়ে পাঁচশত টাকার বেচা-কেনা; যা নিঃসন্দেহে সুদী কারবার।

আমরা এ ধরনের বক্তব্যের জবাবে বলতে চাই, আসলে প্রশ্নকর্তা যা বলেছেন তা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ ইসলামী ব্যাংকগুলো অন্যান্য ব্যাংকের মতো অর্থ নিয়ে ব্যবসা করলেও ব্যাংকের কিছু স্থাবর সম্পদ যেমন আছে তেমনি ব্যাংকের বাকি বিনিয়োগকৃত টাকাগুলো বিনিয়োগ গ্রহীতাদের কাছে নগদ টাকা হিসেবে থাকে না। তা তারা ব্যাংক থেকে নিয়ে নানা রকমের ব্যবসা বাণিজ্যে খাটায়। ফলে সিংহভাগ

---

[২২] আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আত্তাইয়্যার, আল বুনুক আল ইসলামীয়্যা, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৩৭।

www.bjilibrary.com

অর্থ প্রায় সব সময় অর্থ থেকে সম্পদে পরিণত হয়। কাজেই ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ারগুলোও আসলে অর্থের বিনিময়ে অর্থের বেচা-কেনা নয়। বরং তা আসলে অর্থের বিনিময়ে সম্পদের বেচা-কেনা, যা কিছুতেই সুদী কারবার নয়।

গ. অবলেখন বা (Under Writing): মার্চেন্ট ব্যাংকের আর একটি কাজ হলো অবলেখন। অবলেখন হচ্ছে; যে ব্যাংক বা ব্রোকার হাউজ যেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে সে ব্যাংক বা ব্রোকার হাউজ কর্তৃক কোম্পানির যে সব শেয়ার বিক্রয় হবে না তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ব্রোকার হাউজ নিজে কিনে রাখবে মর্মে কোম্পানিকে গ্যারান্টি প্রদান করা।

আমাদের জানা মতে এ ধরনের অবলেখন বা Under Writing দেওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। কারণ তা ক্রয়ের একটি ওয়াদা বৈ অন্য কিছু নয়। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, কোনো পণ্য ক্রয়ের ওয়াদা করা এবং ওয়াদা করলে তা পালন করা ধর্ম মতে আবশ্যক বা ওয়াজিব। এ ওয়াদা পালনে ইসলামী আদালত 'ইবন শুব্রুমার' মতে ওয়াদাকারীকে বাধ্যও করতে পারে।
ব্যাংক বা কোম্পানি এ ধরনের শেয়ার ক্রয় করলে তা বিক্রয় করে লাভবানও হতে পারে। কারণ ব্যাংক বা ব্রোকার হাউজ যেসব কোম্পানির শেয়ার কিনে রাখে তা আসলে সে কোম্পানির সম্পদের বিপরীতে ইস্যুকৃত একটি সনদ। সুতরাং এসব শেয়ার বেচা-কেনা করা মানে অর্থের বিনিময়ে সম্পদের বেচা-কেনা, যা বৈধ।
ইসলামী শরিয়াহ মতে যে সব কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা করা বৈধ, ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ব্রোকার হাউজ কেবল সে সব ব্যাংক বা কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করে লাভবান হতে পারবে। কেন না তা শেয়ারের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রম সাধ্য কাজ। আর কেনাবেচা ও শ্রমদানের মাধ্যমে অর্থ আয় করা ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ। আমরা শেয়ার কেনাবেচা প্রসঙ্গে উপরে ইতোমধ্যে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: এটিএম (ATM) কার্ড ডেবিট কার্ড ইস্যু করা

এটিএম (ATM) কার্ড হলো: একটি বিশেষ ধরনের প্লাস্টিকের কার্ড। যাতে চার ডিজিটের পিন নম্বর ব্যবহার করা হয়। গ্রাহককে সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং সুবিধা দেওয়ার জন্য এটা ইস্যু করা হয়। এ কার্ড ব্যাবহার করে একজন গ্রাহক দিনেও রাতের যেকোনো সময় সংশ্লিষ্ট ব্যুথ বা মেশিন থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা

www.bjilibrary.com

উত্তোলন করতে পারে। এটাও আসলে এক ধরনের চেক। তবে চেক, আর এটিএম কার্ডের মধ্যে পার্থক্য হলো চেক দ্বারা একজন গ্রাহক ইচ্ছা করলে ব্যাংক আওয়ারের মধ্যে তার একাউন্টের সমস্ত টাকা একসাথে উত্তোলন করতে পারে। আর এটিএম কার্ড দ্বারা গ্রাহক দিন ও রাতের যেকোনো সময় তার নিজের একাউন্ট হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা উত্তোলন করতে পারে। তার অতিরিক্ত উত্তোলন করতে পারে না। তাছাড়া ব্যাংক এ কার্ডের মাধ্যমে তার গ্রাহককে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবা পাওয়ার জন্যই গ্রাহক তা চেক বইয়ের চেয়ে বেশি দামে ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে। এ ধরনের কার্ড ইস্যু করে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ ব্যাংকের জন্য বৈধ বলে আমরা মনে করি। কারণ তা বৈধ শ্রম ও কার্ডের খরচ বাবত গ্রহণ করা হয়।

ডেবিট কার্ড হল: এক ধরনের প্লাষ্টিকের তৈরি কার্ড, যা ব্যাংকে সংরক্ষিত অর্থের বিপরীতে গ্রাহকের চাহিদা মাফিক এটিএম (ATM) কার্ডের মতো ব্যাংক গ্রাহকের জন্য ইস্যু করে থাকে। এ কার্ড ক্রেডিট কার্ডের মত ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যবহার করে কার্ডধারী গ্রাহক তার প্রয়োজনীয় পণ্য মার্কেট থেকে কিনতে পারে, রেল, বিমান ইত্যাদির ভাড়া পরিশোধ করতে পারে, হোটেল মোটেল ইত্যাদির ভাড়া পরিশোধ করতে পারে।

ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে পার্থক্য হলো, ডেবিট কার্ড সংগ্রহ করার জন্য গ্রাহককে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে হয়, সে অর্থ জমা রাখার জন্য সাধারণত গ্রাহককে কোনো মুনাফা দেওয়া হয় না। অন্য দিকে ক্রেডিট কার্ড সংগ্রহ করার জন্য সংগ্রহকারীকে ব্যাংকে কোনো অর্থ জমা রাখতে হয় না। ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদে ব্যায় করার জন্য এ কার্ড গ্রাহক-কে ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে।

ডেবিট কার্ড ইস্যু করে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে এ সেবা দানের জন্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। আমাদের জানা মতে, এ কার্ডের মূল্য বাবত এবং সেবা দানের বিনিময় হিসেবে ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে তা ইসলামী শরিয়াহর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হালাল।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: লকার ভাড়া

ইসলামী ব্যাংকের অর্থ আয়ের আর একটি খাত হলো লকার ভাড়া দেওয়া। মানুষের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য লকার ভাড়া দেওয়া ব্যাংকিং সেবার

www.bjilibrary.com

একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামী শরিয়াহ মতে এ সেবা দানের মাধ্যমে ব্যাংক মাসিক বা বার্ষিক ভাড়া আদায় করতে পারে। কারণ এতে ব্যাংক ইসলামী শরিয়াহর আল আমানাহ এবং আল ইজারা-এর নীতিমালা অনুকরণ করে মূল্যবান সম্পদ হেফাজত রাখে, আর এ মূল্যবান সম্পদ হেফাজত রাখার জন্য ব্যাংকের লকার গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়। এ দুটিই ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত কাজ। সুতরাং তার মাধ্যমে অর্থ আয় করাও বৈধ।

সপ্তম অনুচ্ছেদ: টিটি ডিডি এমটি ইত্যাদির মাধ্যমে রেমিটেন্স কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের আরেকটি খাত হল টিটি, ডিডি, এমটি, ইত্যাদি রেমিটেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈদেশিক অর্থ স্থানান্তর। রেমিটেন্স হলো এক স্থান হতে অন্য স্থানে বা এক দেশ হতে অন্য দেশে অর্থ বা তহবিল স্থানান্তর করা। এটা একটি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমসাধ্য কাজ।

মানুষের নানা প্রয়োজনে এক স্থান হতে অন্যস্থানে বা এক দেশ হতে অন্য দেশে টাকা প্রেরণের প্রয়োজন হয়। বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনীয়তা কত বেশি তা আমরা সকলেই বুঝি। ইসলামী ব্যাংকগুলো মানুষের এ প্রয়োজনীতার প্রতি লক্ষ্য করে টিটি, ডিডি, এমটি, ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে বা এক দেশ হতে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করে দেয়, আর এ সেবা দানের জন্য কিছু সার্ভির্স চার্জ গ্রহণ করে। ইসলামী শরিয়াহ মতে ব্যাংকের এ সেবা দানের মাধ্যমে কমিশন বা পারিশ্রমিক নেওয়া সম্পূর্ণ বৈধ।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ফিকাহ গ্রন্থে আজকের টিটি, ডিডি, এমটি, ব্যবস্থাকে সুফ্তাজা বা হুন্ডি বলা হতো। সে সময় পারিশ্রমিকবিহীন একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করা হতো। অনেক ফকিহ এই পারিশ্রমিক বিহীন সুফতাজার কারবার করা কে মাকরূহ বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ যিনি কাউকে কোথাও প্রেরণের জন্য কোনো টাকা দেয় সে টাকা মূলত তার কাছে ঋণ হিসেবেই থাকে। ঋণ গ্রহীতা যখন প্রেরকের চাহিদামত স্থানে টাকা পৌছে দেয় তখন ঋণ দাতা যেন এই ঋণ থেকে এক ধরনের উপকারিতা লাভ করে। আর ফকিহদের মতে যে ঋণ থেকে উপকারিতা বা মুনাফা লাভ করা হয় তা সুদ[২৩]।

---

[২৩] ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দী, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১২৮।

www.bjilibrary.com

দিনার রা. বলেন, আমি হাসানকে বললাম যে, আমি বাসরায় অর্থ ব্যবসায়ীদেরকে দিরহাম দিই এবং কুফা থেকে সে পরিমাণ আদায় করি। তিনি বললেন, চোরের ভয়ে এরূপ করা হয় না? যে ঋণ দ্বারা মুনাফা অর্জন করা হয় সেটা সিদ্ধ নয়[২৪]।

কি জানি সুদের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়- সে জন্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার সুবিধা আদায় করাকে সমীচীন মনে করতেন না। আবু বরদা বলেন,

أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهم عَنْهم فَقَالَ أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا

আমি মদিনা যাওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবন সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন, বাসায় এসো, বাসায় এলে তোমাকে ছাতু ও খেজুর খাওয়াব। তখন তিনি বললেন, তুমি এমন এক দেশে বসবাস কর যেখানে সুদের বহুল প্রচলন রয়েছে। তাই যখন কারো কাছে তোমার কিছু ঋণ থাকে এবং সে তোমার কাছে কিছু ঘাস বা সামান্য যব অথবা কিছু পশুখাদ্য পাঠিয়ে দেয় তখন তুমি তা গ্রহণ করবে না। কেন না এটাও সুদ[২৫]।

(এ কারণেই) *দুররুল মুখতার* নামক গ্রন্থে পারিশ্রমিক ছাড়া হুন্ডি লেখাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ মুআত্তার যে রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ فَأَيْنَ الْحَمْلُ يَعْنِي حُمْلَانَهُ

---

[২৪] ইবন আবি শাইবা, মুসান্নাফ; ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১২৮।

[২৫] বুখারি, হা: ৩৫৩০।

www.bjilibrary.com

ওমর ইবন খত্তাবের কাছে এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো যে অন্য ব্যক্তিকে এই শর্তে কিছু খাদ্য দ্রব্য ঋণ দিয়েছিল যে, সে অমুক শহরে তা তাকে আদায় করে দিবে। ওমর ঋণদাতার একাজটি অপছন্দ করলেন এবং বললেন, পরিবহনের ওজরত (পারিশ্রমিক) যাবে কোথায়?[২৬] (ওমর রা. এর এ উক্তি যেন এ কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, কোনো কিছু প্রেরণের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া হলে তা শুধু বৈধই হয় না, বরং গোটা কারবারটাকে সুদী কারবার হওয়া থেকে সন্দেহ মুক্তও করে)।

ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন উপর্যুক্ত কথাগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, অতএব বর্তমান ব্যাংকগুলো ঋণ গ্রহীতার (টিটি, ডিডি, প্রেরকের) কাছ থেকে যদি পরিবহন খরচ আদায় করে নেয় তাহলে এতে আপত্তির কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। যখন ঘরের হেফাজত এবং বাণিজ্য-কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে পাহারাদার নিযুক্ত করা হয় তখন অর্থের হেফাজত এবং তা প্রেরণের খরচ আদায় করার মধ্যে নাজায়েজের কি কারণই বা থাকতে পারে?...[২৭]

অষ্টম অনুচ্ছেদ: পে অর্ডার ও ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান

ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের আর একটি খাত হল পে অর্ডার ও ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান। প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকগুলো এ খাত থেকেও বছরে বেশ কিছু অর্থ আয় করে থাকে। আমরা এখানে এতদুভয় বিষয় প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি:

পে অর্ডার

পে অর্ডার হলো ব্যাংক কর্তৃক নিজেকে সংশ্লিষ্ট কাগজে উল্লেখিত পরিমাণ টাকা পেমেন্ট করার আদেশ দান। সাধারণত কোনো গ্রাহক যখন কোনো চাকুরির জন্য দরখাস্ত করে, কিংবা কোনো টেন্ডার পাওয়ার জন্য আহবান করে, তখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মতো নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ওই টাকার পরিমাণ একটি

---

[২৬] ইমাম মালেক, মুআত্তা, বাবু মা লা ইয়াজুযু মিনাস্ সালাফি।

[২৭] ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১২৯।

www.bjilibrary.com

পে অর্ডার কামনা করে। তখন ব্যাংক তা নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ইস্যু করে। আবার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি ব্যাংকের কাছে কোনো দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে অথবা ব্যাংকের কোনো কাজ করে দেয় তখনও ব্যাংক পে অর্ডারের মাধ্যমে তার মূল্য বা পারিশ্রমিক আদায় করে দেয়। পরে যখন ওই পে অর্ডার ক্যাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কাছে আসে তখন ব্যাংক তা ওই আদেশ মতে আদায় করে দেয়। আমাদের জানা মতে, ব্যাংকের এ কাজের জন্য সার্ভিস চার্জ আদায়করণ, বা পারিশ্রমিক গ্রহণ ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ। কারণ তা শ্রমের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ বৈ অন্য কিছু নয়, যা সকলের মতে বৈধ।

ব্যাংক গ্যারান্টি

আমরা ইতোপূর্বে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যরান্টি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এখানে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'ব্যাংক গ্যারান্টি' প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

'ব্যাংক গ্যারান্টি' হলোঃ কোনো দায়-দেনা বা প্রতিশ্রুতি পূরণে গ্রাহকের অপারগতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার বা নিশ্চয়তা প্রদান। কাজেই সংশ্লিষ্ট গ্রাহক গ্যারান্টির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে তার পক্ষ হতে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষকে- অর্থ পরিশোধ করে। ব্যাংক এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কাছ থেকে নির্ধারিত কমিশন আদায় করে। ব্যাংকের এই গ্যারান্টার হওয়াকে ইসলামী শরিয়াহর পরিভাষায় 'কাফিল' বা 'জামিন' বা 'হামিল' হওয়া বলা হয়। কাফিল বা জামিন হওয়া ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ।

ক. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

সে (ইয়াকুব) বলল, আমি তোমাদের সাথে তাকে কখনো পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে গ্যারান্টি প্রদান করবে যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে নিয়ে আসবে[২৮]।

---

[২৮] সুরা ইউসুফ, ১২: ৬৬।

www.bjilibrary.com

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নামে গ্যারান্টি প্রদান বলতে ফকিহদের মতে কাফিল বা জামিন হওয়া বুঝানো হয়েছে।

খ) পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ

তারা বললো, আমরা রাজার পরিমাপ পাত্র খুঁজে পাচ্ছি না। আর যে তা এনে দিতে পারবে তাকে এক উটের বোঝা সমপরিমাণ (খাদ্য দ্রব্য) দেওয়া হবে, আমি তার জামিন[২৯]।

খ. রাসুল সা. এক প্রসঙ্গে কোবাইসা নামক এক সাহাবিকে বলেন,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

হে কোবাইসা! তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য হাত পাতা বৈধ নয়। এক ব্যক্তি যে, অন্য কারো দায় নিজের কাঁধে নিয়েছে; তখন তার জন্য হাত পাতা বৈধ, যতক্ষণ না তা আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর আদায় হয়ে গেলে বিরত থাকবে। আর এক ব্যক্তি যে, বিপদগ্রস্ত হয়ে তার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তার জন্য হাত পাতা বৈধ হয়েছে, যতক্ষণ না সে স্বাভাবিক জীবনযাপনের যোগ্য হয়েছে, অথবা বলেছেন, স্বচ্ছল জীবনযাপনের অধিকারী হয়েছে। আর এক লোক যে, অভাবে পড়েছে, এমতাবস্থায় তার গোত্র হতে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন তিনজন লোক এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, অমুক অভাবে পড়েছে। তখন তার জন্য হাত পাতা

---

[২৯] সুরা ইউসুফ, ১২: ৭২।

www.bjilibrary.com

> বৈধ হবে, যতক্ষন না স্বভাবিক জীবনযাপনের যোগ্য হবে। হে কোবাইসা! এ ছাড়া বাকিদের জন্য হাত পাতা হারাম। তারা হাত পেতে হারাম খায়[৩০]।

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, অন্যের দেনার দায় বহন করা বা গ্যারান্টার হওয়া ইসলামে বৈধ। এমন কি যে অন্যের দেনা পরিশোধের গ্যারান্টার হবে সে প্রয়োজনে অন্য মানুষের কাছে হাত পাততেও পারবে।

গ) মহানবি সা. অপর এক হাদিসে বলেন, وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ কাফিল জিম্মাদার[৩১]। অর্থাৎ যে কাফিল হবে তাকে ক্ষতিপূরণের জিম্মা গ্রহণ করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ সে স্বেচ্ছায় অন্যের দেনার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সুতরাং তাকে তা বহন করতে হবে।

ঘ) ইমাম বুখারি ইসলামে জামিন হওয়া বা হামিল হওয়া (অন্যের দেনা পরিশোধের দায়িত্ব নেওয়া) বৈধ প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জনৈক সাহাবি মারা গেলে রাসুল সা. তার জানাজার সালাত পড়তে অস্বীকার করেন। কারণ তার কাছে অন্যের কর্জ পাওনা ছিল। এমতাবস্থায় সাহাবি আবু কাতাদাহ বললেন, আপনি তার জানাজার সালাত পড়িয়ে দিন। আমি এ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তখন রাসুল সা. তার জানাজার সালাত পড়িয়ে দিলেন[৩২]।

এসব দলিল হতে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম এক জনের দেনার দায় অন্য জনকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার অনুমতি দেয়। সুতরাং ব্যাংক যে তৃতীয় পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের হয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ওয়াদা করে, তা ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ। তবে এ আলোচনা থেকে এ কাজের (ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের) জন্য ব্যাংকের পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ কি না তা জানা যায় না।

ফকিহদের মতে কাফিল বা গ্যারান্টার হওয়ার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ,

---

[৩০] মুসলিম, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৯৭, হা: ২৪৫১।

[৩১] আবু দাউদ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩২১, হা: ৩৫৬৭; তিরমিযি, হা: ১১৮৬; তিনি হাদিসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন। আর ইবন হিব্বান হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

[৩২] বুখারি, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১২৪, হা: ২২৮৯।

www.bjilibrary.com

الكفالة عقد تبرع وطاعة يثاب عليها الكفيل؛ لأنها تعاون على الخير.....

ولو قام المكفول له بتقديم شيء من المال للكفيل هبة أو هدية، جاز، جزاء المعروف

কাফলত একটি সেচ্ছা সেবা ও ইবাদতধর্মী চুক্তি যার জন্য কাফিল আল্লাহর কাছে সোয়াব পাবেন, কারণ তা সৎ কাজে সহযোগিতা করণ।... কিন্তু তার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না। তবে মাকফুল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে উপকারের প্রতিদান হিসেবে কোনো হাদিয়া কিংবা উপহার দিলে তা অবশ্যই নিতে পারবে[৩৩]।

তবে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাংককে কিছু ডকুমেন্ট তৈরি করতে হয় সেহেতু এ ডকুমেন্ট তৈরির জন্য ব্যাংক সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারে বলে মনে হয়। কারণ তা বৈধ কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ।

আমাদের ধারণায় ব্যাংক গ্যারান্টির ফলে ব্যাংককে কখনো কোনো দায় শোধ করতে হলে ব্যাংক তা তার অধীনস্ত ব্যাংক ফাউন্ডেশন থেকে পরিশোধ করতে পারবে। কারণ উপর্যুক্ত কোবাইসার হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যের ঋণের দায় গ্রহণ কেরেছে তার জন্য অপরের কাছে হাত পাতা বৈধ। যা উপর্যুক্ত হাদিসে তিন শ্রেণির মানুষ ছাড়া অন্যদের জন্য হারাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই এই হারাম কাজটি যদি অন্যের দেনা শোধের জন্য বৈধ হয় তা হলে ব্যাংক ফাউন্ডেশনে জমা হওয়া হারাম অর্থ দ্বারাও দেনা শোধ করা বৈধ হওয়ার কথা।

নবম অনুচ্ছেদ: বিল বাট্টাকরণ

ব্যাংকের অর্থ আয়ের আর একটি খাত হলো রপ্তানি বিল বাট্টাকরণ। গ্রাহককে আগাম তারল্য ক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা দানের জন্য সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো সুদের ভিত্তিতে রপ্তানি বিল বাট্টা করে থাকে, অর্থাৎ কম দামে বিলগুলো কিনে নেয়। এসব ব্যাংক বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদ আদায় করে। ফলে ব্যাংক লাভবান হলেও রপ্তানিকারক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ বিল বাট্টাকরণ

---

[৩৩] ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলী, আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৩৪।

www.bjilibrary.com

একটি নিরেট সুদী কারবার বলে পরিগণিত। আসলে বিল হচ্ছে ঋণের পরিবর্তে একটি ডকুমেন্ট। যাতে লেখা থাকে আগামী তিন মাস পর বা আগামী অমুক তারিখের পর এ বিল পরিশোধ করা হবে। সাধারণত যার কাছেই এ বিল থাকে তাকেই ঋণের পাওনাদার বলে পরিগণিত করা হয়। এ কারণেই অনেকেই নগদ টাকার প্রয়োজন হলে এ বিল বিক্রয় করে দেয়।

ইসলামী শরিয়াহ মতে এ বিল অন্য কারো কাছে বিক্রয় করার ব্যাপারে আপত্তি করার কিছু নেই। কারণ তাকে শরিয়াহর পরিভাষায় হাওয়ালা বলা হয়। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাওয়ালার বৈধতার ব্যাপারে ফকিহগণ একমত। ইমাম বুখারি রাসুল সা. কর্তৃক জনৈক ব্যক্তির উপর ঋণ থাকার কারণে তার জানাজার সালাত পড়তে অস্বীকার করলে, অতঃপর সাহাবি আবু কাতাদাহ কর্তৃক তা আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে হাওয়ালার বৈধতা প্রমাণ করেন। তবে ইসলামী শরিয়াহর বিধান মতে হাওয়ালা বৈধ হলেও বিক্রয় অবশ্যই সমমূল্যে হতে হবে। বেশকম করে বিক্রয় করলে অতিরিক্ত অংশটুকু অবশ্যই সুদ বলে পরিগণিত হবে। কারণ বিল বিক্রয় মানে আসলে প্রাপকের প্রাপ্য ঋণের বিপরীতে তাকে ঋণ দান করা। কাউকে ঋণ দিয়ে সে ঋণের উপর থেকে অতিরিক্ত কিছু উপকার লাভ করাই হলো সুদ। যেমনঃ ক, খ এর কাছে দশ হাজার টাকা ঋণ পাবে। ঋণ পরিশোধের কথা তিন মাস পর। এমতাবস্থায় ক, গ কে বলল আমি খ এর কাছে যে দশ হাজার টাকা ঋণ পাব তা তুমি তিন মাস পর নিও, আর এখন আমাকে তুমি নয় হাজার পাঁচশত টাকা দাও। এমতাবস্থায় গ ক কে যদি সাড়ে নয় হাজার টাকা দিয়ে পরে দশ হাজার টাকা লাভ করে তাহলে তার এ দশ হাজার টাকার মধ্যে পাঁচশত টাকা অবশ্যই সুদ বলে পরিগণিত হবে।

একারণেই ইসলামী ব্যাংকগুলো বিল বাট্টাকরণের কাজে অংশগ্রহণ করে না। অবশ্য ইসলামী ব্যাংকগুলো বিল বাট্টাকরণের বিকল্প ইসলামী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের তারল্য সংকট মোকাবিলা করার জন্য এ ক্ষেত্রে সাধারণত বাই সালাম বা বাই ইসতিসনা বা মুশারাকা'র ভিত্তিতে আগাম জাহাজীকরণ অর্থ যোগান দেয়। ফলে রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীগণ পণ্য জাহাজী করণের জন্য তারল্য সংকটে পড়ে না। অন্যদিকে ব্যাংকগুলোও এসব পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে কিছু অর্থ আয় করতে পারে।

www.bjilibrary.com

দশম অনুচ্ছেদ: কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ

ব্যাংক ব্যবস্থার জগতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনকে সাধারণত কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ বলা হয়। সুদী ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে পড়লে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে তার ঘাটতি মোকাবিলা করে। এক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে পড়া ব্যাংকের অবস্থা বিবেচনা করে সুদের হার দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে তারা অন্য ব্যাংকের সংকটাপন্নাবস্থায় তাদের সংকটকে পুঁজিকরে চড়া হারে সুদ আদায় করে।

অন্য দিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় এ পদ্ধতিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে বা কলমানি মার্কেটে অংশ গ্রহনের সুযোগ নেই। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের এ ধরনের তারল্য সংকট মোকাবিলার জন্য অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক, তারল্য সংকটে পড়া ব্যাংককে ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত কারদ হাছান দেয়, অথবা মুদারাবার ভিত্তিতে তাদের কাছে অর্থ বিনিয়োগ করে। মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করলে অর্থ যোগানদাতা ব্যাংক হয় সাহিবুল মাল আর অর্থ গ্রহণকারী ব্যাংক হয় মুদারিব। এতেকরে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক তার তারল্য বিনিয়োগের সুযোগ পায়। আর তারল্য সংকটে পড়া ব্যাংক শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে তার তারল্য সংকট মোকাবিলার সুযোগ পায়। এতদ্ব্যতীত তাকে অধিক হারে সুদের টাকা যেমন গুণতে হয় না, তেমনিভাবে অধিক লাভও দিতে হয় না। বরং তার অর্জিত লাভের যে অংশ অন্যান্য গ্রাহকদের দেয় তেমন লাভ দিয়েই সে তার তারল্য সংকট মোকাবিলা করতে পারে।

একাদশ অনুচ্ছেদ: সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়ের পরিবর্তে মুদারাবা বন্ড ক্রয়বিক্রয়

সুদী ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের আর একটি খাত হলো সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়। যেহেতু সরকারি ট্রেজারি বিল সুদের ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা হয় তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয় বিক্রয় করতে পারে না। অবশ্য সুখের কথা বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংকগুলোর কথা চিন্তা করে ইসলামী শরিয়াহসম্মত মুদারাবা বন্ড বাজারে ছেড়েছে। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন মুদারাবা বন্ড ক্রয় বিক্রয় করে অর্থ আয় করে থাকে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংক নিজেও

www.bjilibrary.com

কিছু মুদারাবা বন্ড বাজারে ছেড়েছে। আমরা এখানে মুদারাবা বন্ড সম্পর্কে আলোচানা করছি।

মুদারাবা বন্ড হলো মুদারাবার ভিত্তিতে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক টাকার বিনিময়ে প্রদত্ত সনদপত্র। মুদারাবা বন্ড আর ব্যাংকের শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য হলো শেয়ারের মালিকগণ কার্যত তার শেয়ার অনুযায়ী ব্যাংকের একটি অংশের মালিক। তাই সে ব্যাংকের বার্ষিক এজিএম-এ অংশগ্রহণ করে ভোট দিতে পারে, ব্যাংক পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আর মুদারাবা বন্ডের গ্রাহকগণ আসলে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যাংকের কাছে অর্থ বিনিয়োগ করে। এ কারণেই তারা ব্যাংক থেকে- ব্যবসায় লাভ হলে- লাভের একটি অংশও পায়। তারা যেহেতু ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার নয় তাই তারা ব্যাংক পরিচালনায় কোনো অবদান রাখতে পারে না।

মুদারাবা বন্ড যেহেতু আসলে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে প্রদত্ত একটি সনদপত্র বা চেক সেহেতু, তার বেচা-কেনা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ বলেই আমরা মনে করি।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদঃ গ্রাহকের পক্ষে তার পাওনাদার কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান

ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের আর একটি খাত হলো, গ্রাহকের পক্ষ হতে তার পাওনাদার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি আদায়। ব্যাংক কিছু কিছু কোম্পানি কিছু সংস্থা ও কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ব্যাংক তার কর্মকর্তা কর্মচারী ও পাওনাদারদের তার পক্ষ হতে তার একাউন্ট থেকে পাওনা পরিশোধ করবে, আর এ সেবার বিনিময়ে ব্যাংক তাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ বা পারিশ্রমিক পাবে। এভাবে সেবাদানের মাধ্যমে পারিশ্রমিক বা মজুরি নেওয়া ইসলামী শরিয়াহ মতে বৈধ।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদঃ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমনঃ বিদ্যুৎ টেলিফোন ওয়াসা ইত্যাদির পাওনা আদায়

ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের আরেকটি খাত হলো, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যথাঃ টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও ওয়াসার পাওনা গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করা। বিভিন্ন

www.bjilibrary.com

সংস্থার সাথে ব্যাংকগুলো চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের বিলের অর্থ গ্রহণ করবে। আর এর বিনিময়ে সে সব সংস্থার কাছ থেকে তাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ বা পারিশ্রমিক আদায় করবে। এসব সেবা দানের মাধ্যমে পারিশ্রমিক আদায় করা একটি ইসলামী শরিয়াহ সম্মত বৈধ কাজ, যা ব্যাংকগুলো করছে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয়ত কেই করতে পারেন, আর তা হলো, ওই সব সংস্থা তার বিল যথা সময়ে আদায় না করলে, গ্রাহকদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে সুদ আদায় করে থাকে। কোনো ইসলামী ব্যাংকের জন্য ওই সুদ আদায় করা বৈধ হতে পারে না। কারণ জাবির ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসুল সা. সুদখোর, সুদদাতা, সুদী কারবারের দুই সাক্ষী, সুদী কারবারের লেখক, সকলকেই লা'নত করেছেন। তিনি (মহানবি সা.) আরো বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী[৩৪]। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকগুলো কি তা আদায় করে সুদী কারবারের সহায়ক ও সহযোগী হতে পারে?

আমরা এ প্রশ্নে জবাবে বলতে চাই, আসলে ওই সব সংস্থা যথা সময়ে বিল আদায় না করার জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে যা আদায় করে তা তারা নিজেরা সুদ বললেও তা মূলত সুদ নয়। আমাদের ধরণায় তা মূলত আর্থিক জরিমানা। আর ইনসাফ পূর্ণ আর্থিক জরিমানা করা সকল মাযহাব মতেই বৈধ। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ কারযাবী তার *ফিকহুয যাকাত* নামক গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন,

> وبهذا نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة علماء، بل أئمة مرموقين أفتوا بجواز فرض الضرائب العادلة. وإن تحفَّظ بعضهم في إعلان ذلك وتشهيره خشية مغالاة الحكام في الأخذ، وجورهم على الشعب.
>
> এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, চার মাযহাবের প্রত্যেক মাযহাবের কিছু আলেম বরং বেশ কিছু উচুমানের ইমাম ইনসাফ পূর্ণ জরিমানা করা বৈধ হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। অন্যদিকে আর কিছু আলেম শাসক শ্রেণির পক্ষ হতে জরিমানা আরোপের ব্যাপারে

---

[৩৪] মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, আহমদ ও তিরমিযি, তিনি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

www.bjilibrary.com

বাড়াবাড়ি করার এবং জনগণের উপর জুলম চাপিয়ে দেওয়ার ভয়ে এ কথা প্রকাশ করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছেন[৩৫]।

কাজেই ইসলামী ব্যাংকগুলো ওই সব সংস্থার পক্ষে এ কাজ করে সুদী কারবারের সহয়োগিতা করছে না, বরং একটি বৈধ কাজেরই সহযোগিতা করছে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদঃ এসএলআর (SLR) এবং সিআরআর (CRR) সংরক্ষণ

এসএলআর এবং সিআরআর সংরক্ষণ মূলত ব্যাংকগুলোর অর্থ আয়ের কোনো খাত নয়। দেশের আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে সকল তাফসিলি ব্যাংককে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নির্ধারিত হারে বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি (Statutory Liquidity reserve. ev-SLR) সংরক্ষণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিছু অর্থ নগদ আকারে (Cash Reserve Requirement ev-CRR) হিসেবে রাখতে হয়, আর কিছু অংশ অনুমোদিত দলিল আকারে রাখতে হয়। ঝুঁকি মোকাবিলার অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা হিসেবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ব্যবস্থা। এসব সঞ্চিতির জন্য ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যাংক হার অনুযায়ী সুদ পায়।

দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোও আইনত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এসএলআর (SLR) সংরক্ষণ করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুদ দেয় তা ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের লভ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। কারণ তা নিরেট সুদ। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব সুদের অর্থ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে মানব কল্যাণের জন্য দিয়ে দেয়। কখনও তা লভ্যাংশ হিসেবে গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন করে না।

সুখের কথা বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শতকরা পাঁচ ভাগ সঞ্চিতি ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত মুদারাবা বন্ড আকারে রাখার সুযোগ দিয়েছে। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো 'মুদারাবা বন্ড' আকারে সঞ্চিত এই পাঁচ ভাগ টাকা থেকে কিছু মুনাফা হালালভাবে অর্জন করতে পারছে। আর হালালভাবে অর্জিত এ লাভের অংশ গ্রাহকদের প্রদান করার সুযোগও পাচ্ছে।

---

[৩৫] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ফিকহুয যাকাত (মাক্তাবা শামিলা), খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২০।

www.bjilibrary.com

উপসংহার

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন আর সুদ হারাম করেছেন। কুরআনের এ বাণীকে সামনে রেখে সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুদী কারবারকে সম্পূর্ণ বর্জন করে ব্যবসা-বাণিজ্যকে পুঁজি ও উপজীব্য করে সারা দুনিয়ায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গোটা মানব জাতির জন্য বিশেষত মুসলিম জাতির জন্য এ যুগে আল্লাহ পাকের এক বড় রহমত। কারণ এ ব্যাংক ব্যবস্থা তাদেরকে সুদের মতো এক মারাত্মক গুনাহ ও পাপের ছোবল থেকে রক্ষা করছে। শুধু তাই নয় এ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে হলেও মানবজাতিকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সুফল বুঝতে সহযোগিতা করছে। তাদেরকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকল্প হিসেবে একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই মানব জাতিকে অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিতে পারে, আর সুসম অর্থ বন্টনের ব্যবস্থা হতে পারে বলে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে। হয়ত সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন গোটা মানব জাতি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমে পড়বে। আজকে মুসলিম রাষ্ট্র আর অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা আমাদের এ কথা বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করছে। এমনকি সুদী ব্যাংকগুলোর ধীরে ধীরে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রতিযোগিতার ফলেও এ বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে।

আমরা এ পুস্তকে দেখিয়েছি যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো তার শেয়ার হোল্ডার ও গ্রাহকদের কাছ থেকে ইসলামী শরিয়াহর মুশারাকা, আল-ওয়াদিয়াহ, ও মুদারাবার ভিত্তিতে তহবিল সংগ্রহ করে। যা ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিশীল। আরো দেখিয়েছি যে, উপর্যুক্ত নীতিমালার আলোকে সংগৃহিত তহবিলের টাকা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় যে সব বিনিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করে বিনিয়োগ করা হয়, যথা মুশারাকা, মুদারাবা, বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই ইসতিসনা, বাই সারাফ, বাই তাকসিত, ইজারা, আল-ইজারা আল মুনতাহিয়া বিল বাই, ইত্যাদিও ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালার সম্পূর্ণ অনুসারী। এসব পদ্ধতিতে ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালা অনুকরণ করে যেসব অর্থ ইসলামী ব্যাংকগুলো রোজগার করে তা সম্পূর্ণ হালাল। আমরা এ গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন কী করে ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালা অনুকরণ করে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে করা হয়, তা সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করার চেষ্টা করেছি। আমরা

www.bjilibrary.com

আরো দেখিয়েছি যে, ইসলামী ব্যাংক সাধারণ গ্রাহকদের নানা সেবা দিয়ে যেসব সার্ভিস চার্জ আদায় করে, তাও ইসলামী শরিয়াহর আলোকে বৈধ এবং হালাল।

মুসলিম উম্মাহ যেদিন সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করবে সেদিন তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্পূর্ণ সফল হবে। আর আমরা বাংলাদেশে সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম যেদিন বাংলাদেশ ইরান, মালয়েশিয়া, সুদান ও পাকিস্তানের মতো সম্পূর্ণ ভাবে সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংসদে আইন পাশ করবে। সে দিন হয়ত বেশি দূরে নয়। কারণ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও উন্নতি, আর সুদী ব্যাংকগুলোর পর্যায়ক্রমে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা, আমাদেরকে সেদিনের অপেক্ষায় থাকার স্বপ্ন দেখায়। অতএব আমরা সে দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন। এ গ্রন্থ যেন আমাদের পরকালে মুক্তির উপায় হিসেবে তাঁর কাছে গৃহীত হয়। আমীন॥

www.bjilibrary.com

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. ড. এ আর খান, উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং, (ঢাকাঃ এম এস পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ) নভেম্বর ১৯৯৯।

৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, (ঢাকাঃ সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ)।

৪. আবুশ শায়খ, আম্‌ছালুল হাদিস (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৫. মুসলিম, আল-জামেয়ুস্ সাহীহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৬. বাইহাকী, শা'বুল ইমান (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭. আলী ইবন সোলতান আল মুত্তাকী আল হিন্দী, কান্‌যুল উম্মাল (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮. বাগাবী, শারহুস্ সুন্নাহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ) ।

৯. ইবন মাজাহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১০. আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১১. তাবারানী, মু'জামূল আওসাত (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১২. তাবারানী, মু'জামূল আল কাবীর (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১৩. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল ইমরানী, আল মান্‌ফা'য়া ফিল কারাদিঃ দিরাসাতুন তা'সিলিয়্যাতুন, তাতবিকিয়াহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১৪. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, জামে উল কাবীর (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১৫. আবুল হাসান আলী ইবন আবু বকর আল মার্ গিনানী আল হিদায়াহ শারহু বিদায়াতুল মুব্‌তাদী (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১৬. কাজী ওমর ফারুক, ইসলামী ব্যাংকিং পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর, ২০০৬)।

১৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১৮. সম্পাদনা কমিটি, ফতোয়া ও মাসাইল, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ২০০১)।

১৯. আল ফতোয়া আল হিন্দিয়াহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

www.bjilibrary.com

২০. বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তাকি ওসমানী, সুদ নিষিদ্ধ, পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায় (সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ), ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

২১. সৈয়দ সাবেক, ফিক্হুস সুন্নাহ, (বায়রূতঃ দারুল কিতাবিল আরবি), ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৭১।

২২. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখ্তার আলা দুর্‌রিল মুখতার (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

২৩. বুখারি, আল- জামিআস্ সাহিহ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ) ।

২৪. বুখারি, আদাবুল মুফরাদ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

২৫. নাসায়ি, সুনানুল কুব্‌রা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

২৬. আবু দাউদ, আস্‌সুনান (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

২৭. ড. ওয়াহাবা আয্ যুহাইলী, আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতাহু (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

২৮. ড. ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ আস সুবাইলী, ফিক্হুল মুআমিলাত (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

২৯. দারিমি, আস সুনান (সম্পাদনা) হোসাইন সেলিম আসাদ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩০. নাসের উদ্দিন আলবানী, দ্বায়ীফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩১. নাসির উদ্দিন আলবানী, সাহীহ ওয়া দয়ীফু আবি দাউদ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩২. নাসির উদ্দিন আলবানী, জামেয়ুস্ সাগীর ওয়া যিয়া দাতুহু (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩৩. নাসির উদ্দিন আলবানী, সহীহুল জামে আস সাগীর (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩৪. নাসির উদ্দিন আলবানী, সহীহুল মিশ্কাত (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩৫. নাসির উদ্দিন আলবানী, সিল্ সিলাতুল আহাদিস আস্ সহিহা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩৬. নাসির উদ্দিন আলবানী, এরওয়া উল গুলিল (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩৭. নাসির উদ্দিন আলবানী, সাহীহ ওয়া দায়ীফু ইবন মাজাহ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

www.bjilibrary.com

৩৮. নাসির উদ্দিন আলবানী, গাইয়াতুল মুরাম ফি তাখ্‌রিজি আহাদীসিল হালালি ওয়াল্ হারামি (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৩৯. শায়খ শানকিতি, আদওয়ায়ুল বায়ান ফি ঈদাহিল কুরআন বিল কুরআনি (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪০. বাইহাকী, সুনানুল কুব্‌রা (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪১. আব্দুল্লাহ ইবন মাহমূদ ইবন মাওদূদ আল মাওসেলী, আল ইখ্‌তিয়ার লি তা'লিল মুখতার (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪২. ইবন হাজর আসকালানী, তালখীছুল হাবীর (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪৩. ইবন হাজর আসকালানী, বুলুগুল মুরাম (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪৪. ইবন হাজর আস্‌কালানী, ফত্‌হুল্‌বারী শারহু সাহীহ আল বুখারি (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪৫. ইবন হাজর আসকালানী, আদ্দিরায়া ফি তাখ্‌রিজি আহাদীসিল হিদায়াহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪৬. শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪৭. মাওসূয়া আতরাফুল হাদিস (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪৮. ইবন আবু শাইবা, মুসান্নাফ (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৪৯. মালেক, আল-মুআত্তা (আল্ মাক্‌তাবা আল্ এলমিয়া)।

৫০. আব্দুর রায্‌যাক, আল-মুসান্নাফে (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৫১. ইবন হুমাম, শারহু ফাত্‌হিল ক্বাদীর, বায়রুত; দারু ইহ্‌ইয়া উত্‌তুরাসিল আরবি।

৫২. মুহাম্মদ তাকী ওসমানী, ইসলামী ব্যংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতিঃ সমস্যা ও সমাধান (ঢাকাঃ মাক্‌তাবাতুল আশরাফ), ২য় মুদ্রণ, ২০০৭।

৫৩. ড. ওয়াহাবা আয্ যুহাইলী, ফিক্‌হুল্ মুআমেলাতিল্ মাস্‌রাফিয়া (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৫৪. শওকানী (মুহাম্মদ আলী ইবন মুহাম্মদ) নাইলুল আওতার মিন আহাদীসি সৈয়্যদিল আখ ইয়ার, শারহু মুন্‌তাকাল আখবার (বয়রূতঃ দারুল জিল)।

৫৫. ইবন আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফে (মাক্‌তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৫৭. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামী শরিয়াহর বাস্তবায়ন (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী), ২০০২।

www.bjilibrary.com

৫৮. ইমাম মালেক, মুআত্তা, আব্দুল কাদের আরনূত (সম্পাদিত) (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৫৯. আহমদ, আল-মুস্নাদ, শোয়াইব আরনূত সম্পাদিত (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৬০. ফতোয়া শায়খ ছালেহ আল মুন্জিদ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ) ।

৬১. ড. মাহ্ফুজুর রহমান, রসুল ও সাহাবাদের যুগে পণ্য বিপণন পদ্ধতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬।

৬২. মুকাশেফী ত্বাহা আল কাবাসী, বাইয়ুল মুরাবাহা ওয়াত্ তাকসীত ওয়া দাওরুহা ফিল মুআমিলাত আল্ মাস্রাফিয়্যা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ) ।

৬৩. মুজাল্লাতু মাজমা আল্ ফিক্হিল ইসলামী (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৬৪. ইবন রূশদ (আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন আহমদইবন আহমদ), বিদায়তুল মুজ্তাহিদ (বয়রূতঃ দারুল্ মা'রিফা,)

৬৫. বায়হাকী, মা'রিফাতিস্ সুনান ওয়াল আসার (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৬৬. মুহাম্মদ আল মুন্তাছর আল কাত্তানী, মু'জামু ফিক্হিস্ সালাফ (মাক্কাঃ মাত্বা উস্ সাফা)।

৬৭. যাকারিয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন যাকারিয়া, আছ্নাল মতালিব শারহু রাওযাতুত্ তালিব (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৬৮. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী, আস্সুনান (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৬৯. হাকেম (মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল হাকেম) আল মুস্তাদকাক আলা আস্সাহীহাইন, আল্লামা যাহাবীর তাখরীজ কৃত (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭০. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা, সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৮০।

৭১. ইবন কায়্যিম, তাহ্যিবু সুনানি আবিদাউদ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭২. ত্বাহাভী, শারহু মাআনী আল্ আছার (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭৩. আব্দুল আযীম আবু যাইদ, বাই আল মুরাবাহা লিল আমির বিশ্শিরা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭৪. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুতঃ দারুল কুরআন আল-কারীম)।

৭৫. মুহাম্মদ হাসান শাইবানী, আল্ হুজ্জাহ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭৬. ইবন নোজইম, বাহরুর রায়েক (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭৭. আলাউদ্দিন কাসানী, বাদায়েয়ুস্ সানায়ে (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

৭৮. উসূলে বায্ দাভী (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৭৯. উসূলে সারাখছি (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮০. আবু যাইদ, আক্দুল ইসতিসনা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮১. আল ফতোয়া আল্ ইক্তিসাদিয়া (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮২. ইবন মাঞ্জুর, লিসানুল আরব (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮৩. ইবন ফারেস, মুজামু মাকাঈসিল লুগাহ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮৪. ইমাম শাফেয়ী, আল্ ইম্ম (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮৫. ফাহাদ ইবন আলী আল্ হাসূন, আল্ ইজারা আল্ মুন্তাহিয়া বিত্ তামলিক ফিল্ ফিক্হিল ইসলামী (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮৬. আহমদ ইবন আবুবকর ইবন ইসমাঈল আল-বুসিরী, এত্হাফুল খাইয়ারা আল্ মাহারা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮৭. ইবন হাযম, আল্ মুহাল্লা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮৮. মুহাম্মদ আস সাঈদ যাগলুল, মাওসূয়াতু আত্রাফির হাদিস (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৮৯. সা'দ ইবন আব্দুল্লাহ, আল ইজারা আল-মুন্তাহিয়্যা বিত্তাম্লিক (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৯০. খালেদ হাফী, আল ইজারা আল- মুন্তাহিয়্যা বিত্ তামলিক, ফী দাও ইল ফিক্হিল ইসলামী (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৯১. আহমদ আব্দুর রহমান আল বান্না, আল পাত্হুর রাব্বানী (কায়রুঃ দারুশ শিহাব)।

৯২. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসমানী, ফেক্হী মাকালাত, (বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার ঢাকা), জুলাই ২০১০।

৯৩. মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, মা আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত রূপ)।

৯৪. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ), জুন, ২০০৩।

৯৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে? (ঢাকাঃ মাহিন পাবলিকেসন্স), অক্টোবর, ১৯৯৮।

৯৬. ড. এম ওমর চাপরা, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির রূপরেখা, (ঢাকাঃ ইসলামিক একোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো), মে, ২০০৯।

www.bjilibrary.com

৯৭. ফাকেহী, আখবারু মাক্কা (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

৯৮. আব্দুল ওহাব খল্লাফ, ইল্‌মুল উসূল (বৈরূতঃ দারুল কলম)।

৯৯. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান (সম্পাদনা) ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরিয়াহ পরিপালন, প্রয়োগ পদ্ধতি, (ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড), নভেম্বর ২০০৬।

১০০. ড. সাইয়্যেদ আল হাওয়ারী, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন।

১০১. মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, জাদীদ ফিকহী মাসাইল।

১০২. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আত্তাইয়্যার, আল-বুনুক আল ইসলামীয়্যাহ (মাক্তাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)।

১০৩. ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতিঃ পরিপ্রেক্ষিত কুরআন ও সুন্নাহ, Thoughts on Economics, January-March, V0l. 20, 01, *Journal of Islamic Economics Research Bureau.*

www.bjilibrary.com

গ্রন্থ পরিচিতি

এ গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যক্রমকে দালিলিক করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের লেনদেন ও কার্যক্রম কুরআন ও হাদিস সম্মত কি না; কুরআন, হাদিস ও ইসলামী শরিয়াহর কোন বিধানের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের কোন কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়ে থাকে- এসব বিষয়ে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। যারা ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা করেন বা ইসলামী ব্যাংকে চাকরি করেন অথবা কোনো না কোনোভাবে ইসলামী ব্যাংকের সাথে জড়িত তারা এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন। এছাড়া, এ গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে *ইসলামী ব্যাংকিং* বিষয়ক কোর্স যে সব ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক অধ্যয়ন করেন তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান ১৯৫৯ সালে কক্সবাজার জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়াস্থ 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া' হতে ১৯৭৭ সালে দাওরা হাদিসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে 'আত্ তাখাস্‌সুস ফিল্ ফিক্‌হিল ইসলামী' বা 'ইসলামী ফিকাহ' বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দাওয়া ও উসূলুদ্দিন' কলেজ হতে প্রথম শ্রেণিতে লেসান্স ডিগ্রি অর্জন করে সাউদিআরব ভিত্তিক 'রাবেতাতুল আলম আল ইসলামী'র দায়ী হিসেবে দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ড. রহমান ১৯৯৪ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০১ সালে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ হতে 'মাওকিফুল ইসলাম মিনাল আদাবি ওয়াল ফান' বা 'শিল্পকলা ও সাহিত্য: পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে *পিএইচ. ডি* ডিগ্রি অর্জন করেন।

তার রচিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে- *সুন্নাতে রাসুল সা. অনুসরণের রূপরেখা, কলেমায়ে তাওহীদের শিক্ষা ও দাবি, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, ইসলাম ও শিল্পকলা, সমাজ বিপ্লবে যুব সমাজের ভূমিকা, ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, জান্নাতের সন্ধানে, কমিউনিকেটিভ এরাবিক* ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত-আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামী শিল্পকলা, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলাম ও মার্কেটিং বিষয়ে তার ত্রিশটিরও অধিক প্রবন্ধ বাংলা ও আরবি ভাষয় বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকা ও একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ISBN : 978-984-8471-07-4

9 789848 471074